

ম্যাক্সিম গোর্কি

ম্যাক্সিম্ গোর্কি

বিশ্ব বিশ্বাস

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫/১ এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫।১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : শ্রীসব্যসাচী দাশগুপ্ত

মূল্য : বারো টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
শ্রীধনঞ্জয় দে
৪৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

ছেলেবেলা

"আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসে দুঃখ—
দুঃখের ভিতর আমাদের বাস।"

—প্রবাদ

বর্ষামুখর একটি দিন, কোন সমাধিস্থলের নির্জন এক প্রান্ত, ভিজে নরম মাটি, একটি শবাধার, শবাধারটির উপর একজোড়া ব্যাঙ—বাবার কথা স্মরণ করতে গেলে এইটুকু শুধু মনে পড়ত গোর্কির।

ঠাকুরমা বেঁচে না থাকলে বাবার সম্পর্কে কোন-কিছুই হয়ত তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব হত না। অতি সাধারণ একজন রুশ, কোথাও কোন চিহ্ন না রেখেই জীবন থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

পিতামহীর মুখে বাবার কথা শুনে এলোশা (গোর্কির ছেলেবেলার নাম) শেষ পর্যন্ত একটি সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছিলেন—বুঝেছিলেন যে, লাঞ্ছনা ও তিরস্কার ছাড়া ছোট ছেলেদের অন্য কিছুই পাওনা ছিল না বড়দের কাছে।

পিতামহ সাভাতি পেশকভ ছিলেন পেশাদার সৈনিক। প্রকৃতি ছিল দুর্ধর্ষ, ভয়ংকর। বহু বৎসর সৈন্যবাহিনীতে কাজ করে অফিসারের পদমর্যাদা পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অধস্তন সৈনিকদের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে চাকরি হারিয়ে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হয়।

সাভাতি পেশকভ হৃদয়হীন অত্যাচারের দোষে দোষী ছিলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু সে যুগে সাধারণ সৈনিকদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করাটাই তো অফিসারদের পক্ষে এক মহৎ গুণ বলে ধরা হত।

অধস্তন সৈনিকদের উপর ক্ষমতা-প্রয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে সাভাতি পেশকভের চরিত্রে যা কিছু কদর্যতা ছিল তার আঘাত এসে পড়ল পুত্র মাক্সিম, অর্থাৎ গোর্কির বাবার উপর।

বেচারা মাক্সিম বার বার বাড়ী থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্রতিবারেই তাঁকে বৃদ্ধ সৈনিকের হাতে ধরা পড়ে অমানুষিক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়।

সাভাতি পেশকভের মৃত্যুর পর মাক্সিম নিজের পরিচিত আশ্রয় ছেড়ে আসেন এবং বিশাল সাইবেরিয়া অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত ভাল্‌সর তীরে নিঝনি-নোভগোরদ শহরে উপস্থিত হন। এইখানে এক আসবাবপত্রের দোকানে তিনি শিক্ষানবিসি আরম্ভ করেন। পাশেই ছিল একটি রং-পালিশের দোকান, মালিকের নাম ক্যাশিরীন। এই ক্যাশিরীন-দুহিতা ভ্যারিয়ার সংগে পরবর্তী সময়ে ম্যাক্সিম পেশকভের পরিণয় ঘটে।

বিয়ের পর মাক্সিম ক্যাশিরীন পরিবারের সংগেই বাস করতে আরম্ভ করেন। এইখানেই নিঝনি নোভগোরদের এক চরম বৈচিত্র্যহীন নোংরা রাস্তায় একটি খাঁটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মাক্সিম ও ভারিয়ার একটি ছেলে হয়। বাপ-মা ছেলেটির নাম রাখেন এলেক্সি, অথবা যে নাম সকলের নিকট পরিচিত— এলোশা।

"আমার ছেলেবেলা" পুস্তকে গোর্কি মাত্র কয়েকটি পৃষ্ঠায় বাবার কথা শেষ করেছেন। কিন্তু এই সামান্য কয়েক পৃষ্ঠা পাঠ করলেই বুঝা যায় নিশ্চয়ই কী দীপ্তিমান পুরুষ ছিলেন মাক্সিম সাভাতিয়েভিচ, আর কেন গোর্কি নিজের ছদ্মনাম হিসাবে বাবার নামটি ব্যবহার করেছিলেন। মাক্সিম সাভাতিয়েভিচের যৌবন কেটেছিল এক ব্যাধ-তাড়িত শশকের মত। কঠিন-দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত এক সৈনিকের

অনুরূপ শাস্তিভোগ করতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছিলেন মমতাময় প্রফুল্ল হাসি নিয়ে।

বর্বর প্রকৃতিতে ক্যাশিরীন পরিবার ছিল সাভাতি পেশকভেরই মত। পরস্পরের প্রতি এক অনির্বার তিক্ত ঘৃণায় তাঁদের মন ছিল বিষাক্ত।

"ক্যাশিরীনদের ঘরে আর একবার হাঙ্গামা বেঁধেছে"—রাস্তার ছেলেগুলি চীৎকার করে উঠত, আর এমনি চীৎকার শোনা যেত প্রায় রোজই। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধলে এরা এমন চীৎকার শুরু করতেন যে রাস্তার লোকেরা সহজেই সচকিত হয়ে উঠত। কিন্তু পরস্পরের প্রতি ক্রুর প্রতিহিংসায় মন যখন জ্বলে উঠত তখন এরা কাজ সারতেন নিঃশব্দে, গোপনে।

এই ভাবেই গোর্কির মামারা,—রং-ঘরের মালিক মাতামহ ভাসিলি ভ্যাসিলিয়েভিচ ক্যাশিরীনের ছেলেরা নিজ নিজ স্ত্রীদের প্রহার করতেন।

ক্যাশিরীনদের গৃহে নিজেকে এক পরিচয়হীন আগন্তুক বলে মনে হত মাক্সিন সাভাতিয়েভিচের, আর এই কারণে পরিবারের অন্য সকলেই তাঁকে ঘৃণা করতেন।

একবার প্রচণ্ড শীতের মধ্যে সকলে ষড়যন্ত্র করে বরফের মধ্যে চাপা দিয়ে রেখেছিলেন তাঁকে। ম্যাক্সিম সধভাতিয়েভিচ কোন মতে বেঁচে গিয়েছিলেন।

এই উৎপীড়নের কথা কারও কাছে প্রকাশ করেননি তিনি—ক্যাশিরীনদের আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন শুধু।

ভল্গার তীর ধরে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত অস্ত্রাখানে ঠাঁই মিলল সম্বলহীন পেশকভ পরিবারের। ম্যাক্সিম সাভাতিয়েভিচ এখানে একটি কাজ জুটিয়ে নিলেন।

দুর্যোগ বুঝি কোন অদৃশ্য ইঙ্গিতের প্রতীক্ষায় ছিল। এলোশার

বয়স যখন মাত্র চার বছর তখন তিনি দুরারোগ্য কলেরা রোগে আক্রান্ত হন। এই অর্ধ-এশীয় শহরটিতে কলেরা ব্যাধি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারই ছিল। এলোশা সুস্থ হয়ে উঠেন, কিন্তু তাঁর ক্ষুদ্র দেহটি থেকে এই সর্বনাশা ব্যাধি ম্যাক্সিম সাভাতিয়েভিচের মধ্যে সংক্রামিত হয়···তিনি মারা যান।

বাবার মৃত্যুর পর বালক এলোশাকে ফিরে আসতে হয় নিঝ্‌নি-নোভগোরদে সেই ক্যাশিরীনদের মধ্যে। যাঁরা তাঁর বাবাকে খুন করতে চেষ্টা করেছিলেন···তাদের কাছে।

ভল্গার উজান বেয়ে সেই সুদীর্ঘ জলযাত্রা এলোশার পরিষ্কার মনে ছিল নদীপথে সেই দীর্ঘ একটানা ভ্রমণ, শরতের স্পর্শসিক্ত বনরাজি অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়া, আর্দ্র পাংশু বেলাভূমি আর ছোট ছোট শহর পেরিয়ে আসা সেই শহরগুলি, দূর থেকে যাদের খেলনার মত দেখাচ্ছিল।

ক্যাশিরীন পরিবারটি পুরাতন বাড়ি ছেড়ে অর্ধভগ্ন খোলাটে-লাল বাড়িতে উঠে গিয়েছিলেন। এঁদের জীবনের ধারা কিন্তু বরাবরের মত অব্যাহত গতিতে চলছিল। বিরামহীন কদর্য কলহ, কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য গালাগাল, বর্বর বেত্রাঘাত, উৎকট অর্থলালসা আর ঈশ্বর সম্পর্কে বিষণ্ণ কুসংস্কারের একটানা পঙ্কিল আবর্তে।

এলোশা অবশ্য সবচেয়ে অপছন্দ করতেন লাল দড়ি আর সবুজ চোখওয়ালা মাতামহ ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচকে। রঙের ছোপ ওঁর চামড়ার এমন ভাবে বসে গিয়েছিল যে হাত দু'খানা মনে হত ঠিক যেন রক্তমাখা। এই ব্যক্তিটির গালাগাল ও প্রার্থনা, পরিহাস আর হিতোপদেশ সব-কিছু যেন অদ্ভুত ভাবে একটি কর্কশ ও মর্মান্তিক ক্রন্দন-ধ্বনিতে মিশে অন্যের মনকে পীড়িত করে তুলত।

এলোশা মনে মনে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে মাতামহকেই নিজের নিকৃষ্টতম শত্রু বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন। ভুলই বা

তিনি কি করেছিলেন। সত্য বটে ক্যাশিরীন পরিবারের সকলেই তাঁর প্রতি নির্দয় ব্যবহার করতেন, কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁকে যন্ত্রণা দিয়েছিলেন সব চাইতে বেশী—তিনি ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ।

এলোশার কাছে সেদিনের জীবন ছিল ভীতিবিহ্বল—কিন্তু ভয়ের মাত্রা ছাপিয়ে উঠত তখনি যখন চারিপাশের সমস্তই যেন ক্যাশিরীন গৃহের মতই আলোহীন কুৎসিৎ বলে মনে হত।

এলোশা যখন জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন, তখন দেখতে পেতেন ডানদিকে হলদে রঙের প্রকাণ্ড কয়েদী ব্যারাক, বাঁদিকে চার কোণে চারটি সুউচ্চ গম্বুজওয়ালা ধূসর কয়েদশালা; ব্যারাক ও কারাভবনের মাঝখানে কর্দম-সমুদ্রের মধ্যে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অসংখ্য বাড়ী—কোনটা—পিঙ্গল, কোনটা সবুজ ও লাল।

ক্যাশিরীন পরিবারের মত এই সমস্ত গৃহের বাসিন্দারাও পুডিং পোড়ান কিম্বা দুধ শুকিয়ে-ফেলা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলহ করত। দৈনন্দিন জীবনের অতি খুঁটিনাটি জিনিস নিয়ে এদের মধ্যে ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা দেখা যেত।

আবার এরাই জন্মদিন অথবা স্মৃতি উৎসবগুলি পরম শাস্ত্রীয়-নিষ্ঠার সঙ্গে উদযাপন করত এবং স্ফীতোদর শূকরের মত প্রায় ফেটে না পড়া পর্যন্ত পানাহারে মত্ত হয়ে উঠত।

নিঝ্‌নি নোভগোরদ সম্পর্কে জনশ্রুতি ছিল। এর গৃহগুলি পাথরের, মানুষগুলি লোহার।

এই লোহার মানুষগুলি কিন্তু বিশ্বাস করত, ওরা যে জীবনের অধিকারী ছিল তা নিত্যকাল মাটির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ—ইহাই সত্যিকার জীবন।

এলোশা পেশকভের কেবলই মনে হত, তিনি যেন কোন এক আলোকহীন গভীর খনিগর্ভে অবস্থান করছেন।

প্রথম কৈশোর থেকেই তিনি ঘৃণা করতে শুরু করেছিলেন আপাত পরিচ্ছন্ন সংকীর্ণমনা ব্যক্তিদের, যাদের কাজ ও চিন্তার সমগ্র অংশে এক সুতীব্র অর্থলালসা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এদের সান্নিধ্য থেকে দূরে একান্তভাবে নিজের জন্য একটু স্থান করে নেবার জন্য চেষ্টা করছিলেন তিনি।

ক্যাশিরীন গৃহের বিষাদক্লিষ্ট পশ্চাদ্ভাগে, রংঘর থেকে যথা-সম্ভব দূরে এক টুকরো জমিতে এলোশা নিজহাতে ফুলের চাষ করলেন। চারাগুলি বেড়ে উঠেছিল বেশ কিন্তু একদিন জল দিতে গিয়ে তিনি দেখলেন, গোটা বাগানটা খুঁড়ে তচ্‌নচ্‌ করে ফুলগাছগুলি মাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আর ক্যাশিরীনদের পোষা শূকরটা বাগানের মাঝখানটায় গড়াগড়ি দিচ্ছে।

ঠিক এইভাবেই পরিচিত আত্মীয়-স্বজনেরা নির্মমভাবে গোর্কির শৈশবের শান্তি বিনষ্ট করে দিয়েছিলেন—এমনি নির্দয় অবহেলার সঙ্গে এঁরা বালকটির সমস্ত কিছু সাধ-আহ্লাদ দুপায়ে মাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

গোর্কির শৈশবে আনন্দময় উজ্জল মুহূর্ত যে কখনও আসেনি তা নয়। তাঁর আনন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস ছিলেন ঠাকুরমা—আকুলীনা আইভানোভা—পরবর্তী কালে গোর্কির "আমার ছেলেবেলা"র সহস্র সহস্র পাঠকের কাছে যিনি এত পরিচিত এবং প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন

ঠাকুমার আকুলীনা আইভানোভা ক্যাশিরীন পরিবারের বিষণ্ণ প্রভাব থেকে এলোশা পেশকভের শিশু-মনটি সন্তর্পণে বাঁচিয়ে মানবীয় সুখ ও আনন্দ সম্পর্কে ওঁর সহজ অথচ আশ্চর্য বিশ্বাসকে সস্নেহে লালন করেছিলেন। তাঁর সাংসারিক জ্ঞানবুদ্ধি দীর্ঘকাল দুঃখ-সঞ্জাত, সময়ক্লিষ্ট ও অনুযোগ মিশ্রিত বিচক্ষণতার সংগে সংস্রবহীন ছিল।

এই বৃদ্ধা মহিলাটির সমস্ত-কিছু তাঁর নিজস্ব সুন্দর ও মমতাময়

প্রকৃতিকেই ফুটিয়ে তুলত আর অন্তরের এই কোমলতা স্বতঃ উৎসারিত হয়ে পড়ত তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি চলন ভঙ্গীর মধ্যে। তিনি যখন রূপা-বাঁধানো কালো নস্যের কৌটাটি খুলে একটিপ নস্য তুলে নিতেন অথবা বেড়াবার সময় কোন পরিচিত গুল্মলতা কুড়িয়ে নিতেন তখন তার বিশিষ্ট অঙ্গভঙ্গীমার মধ্য দিয়ে চরিত্রের মধুর দিকটা স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ পেত।

সকল মানুষের জন্যই বেদনা অনুভব করতেন ঠাকুরমা। ননা ধরনের কাঠের কাজ জানতেন তিনি, আর তিনি ভালবাসতেন খুব গল্প করতে। এই সংবেদনশীলতা, এই জ্ঞান ও ভালবাসা তিনি ফুলের মত অজস্র কথার মালা গেঁথে স্নেহাস্পদ দৌহিত্রটির মধ্যে সঞ্জীবিত করেছিলেন।

ক্যাশিরীন পরিবার ও তাদের বিগত জীবন, বনজ লতাগুল্মের গুণাগুণ, বর্ষিয়সী মাতা উস্তার ভয়ংকর কাহিনী অথবা দস্যু মায়ের বুকভাঙ্গা শোক—এ-সবের বিবরণই তিনি এলোশাকে শুনিয়েছিলেন।

ঠাকুরমার মুখে শোনা গল্প-সঞ্চয়ই গোর্কির জীবনের সর্বপ্রথম অ-লিখিত গ্রন্থ। এই অমূল্য গ্রন্থটি তিনি ভালবেসে সমগ্র জীবন স্মৃতিপত্রে বহন করেছিলেন।

ধাত্রী ইয়েভগেনির কাছ থেকেও গোর্কি অনেক গল্প শুনেছিলেন। এই ধাত্রীটি ঈশ্বর ও পুরোহিত সম্পর্কে দুঃসাহসিক গল্প বলতে ভালবাসতেন। বুড়ো ভগবান এই পৃথিবীতেই বাস করতেন…গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করে তিনি লোকের দৈনন্দিন কাজকর্মে এমন বিসদৃশ ভাবে হস্তক্ষেপ করতেন যার ফলে তাঁকে স্থুল প্রকৃতির, এমন কি অনেক সময় প্রতিহিংসাপরায়ণ বলে মনে হত।

ধাত্রীর গল্পের মানুষগুলিও ছিল এমন দুষ্টপ্রকৃতির: কোথায় কোন্ বিচারক নির্বোধ ভাবে ন্যায় বিচার বিকিয়ে দিয়েছিলেন—এ

যেন এক গজ বস্ত্রখণ্ড কিংবা এক পাউণ্ড মাংসের মত খেলনা; উপকথার জমিদার গোষ্ঠীর নির্দয়তা তাঁকে বিস্ময়াভিভূত করে তুলতে —যে নির্দয়তার কোন যুক্তি ছিল না, ছিল না কোন মাত্রাজ্ঞান; কোন দেশের কৃপণ এক সওদাগর এক হাজার অঙ্ক পূরণের উদ্দেশ্যে মাত্র পঞ্চাশটি মুদ্রার বিনিময়ে নিজের স্ত্রীকে তাতার দস্যুদের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছিল।

ভাড়াটে বিচারক, নির্দয় জমিদার গোষ্ঠী এবং অর্থপিশাচ বণিকদল এলোশার কাছে এতই পরিচিত যে, ধাত্রীর গল্পগুলি তিনি সত্য বলে সহজেই বিশ্বাস করতে চাইতেন। গল্পের মানুষগুলিকে তাঁর ঠিক যেন ক্যাশিরীনদের অথবা প্রতিবেশী গৃহস্থদের মত মনে হত। কিন্তু ঠাকুরমা আর ধাত্রীর মুখে গল্প শুনে শুনে এই পৃথিবীরই কোন একটি স্থানে প্রকৃত ভাল মানুষের অস্তিত্ব আছে সে বিশ্বাসও তাঁর জন্মেছিল।

এমনি একজন লোকের আবির্ভাব সত্যই একদিন ঘটল—আর তাও একেবারে ক্যাশিরীনদের বাড়িতেই। আগন্তুক ব্যক্তিটি রান্না-ঘরের ঠিক পাশের ছোট ঘরটিতে এসে উঠলেন ভাড়াটে হিসাবে। তাঁর আসা অবধি ঘরখানি একটি ছোটখাট ল্যাবরেটারী হয়ে দাঁড়াল। শুরু হল নানাধরনের গবেষণা।

এই চশমা-পরা বেঁটে ও কৃশকায় ব্যক্তিটির বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনি সারাদিন তামার স্কেল, স্পিরিট স্টোভ, আর কী সব নকৃশা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন কিন্তু অর্থ সম্পর্কে একেবারেই উৎসাহ কিম্বা ভাবনা প্রকাশ করতেন না। তিনি ছিলেন খুব শান্ত প্রকৃতির আর নিঃসংগ।

ক্যাশিরীন পরিবারের লোকেরা স্বভাবতঃই তাঁকে দুচোখে দেখতে পরেতেন না, শেষ পর্যন্ত ঠাকুরদা তাঁকে চলে যাবার নির্দেশ দিলেন।

অদ্ভুত প্রকৃতির ভাড়াটে ব্যক্তিটি নিঃশব্দে তাঁর স্কেল এবং অন্যান্য

জিনিষপত্র নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এলোশা কিন্তু তাকে ভুলতে পারেননি কোন দিন।

এখন থেকে এলোশার এই দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, গল্পে শোনা ভাল মানুষগুলি শুধুই কাল্পনিক নয়, নিঝ্নি-নোভগোরদের যে অঞ্চলে গোর্কির শৈশব অতিবাহিত হয়েছিল সেই পোলিভায়া স্ট্রিট অথবা কানাৎনায়া স্ট্রিটের অধিবাসীদের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির অন্যান্য সমস্ত মানুষের মধ্যেই বুঝি তাদের সন্ধান মিলত।

কিন্তু এই অনুসন্ধানের অর্থ বাড়ী ছেড়ে যথাসম্ভব দূরে চলে যাওয়া, অদৃশ্য হয়ে যাওয়া…ঠিক যেমন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন সেই ক্ষণ-পরিচিত ভাড়াটে ব্যক্তিটি।

যে কোন ব্যক্তির সংগে চলে যেতে রাজী ছিলেন এলোশা… শুধু চলে যাওয়া অন্য কোথাও, বেরিয়ে যাওয়া এই নিশ্চল অবরুদ্ধ পরিবেশ থেকে।

জেলখানার মেটে রঙের উর্দিপরা লোকগুলোকে প্রায়ই ক্যাশিরীনদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যেতে দেখতেন এলোশা। প্রহরীর অধীনে সৈনিকদের মত মার্চ করে এরা জেটির দিকে যেত…তারপর তীরে কোন প্রতীক্ষমান জাহাজ তাদের নিয়ে নিরুদ্দেশে যাত্রা করত।

এলোশা চেয়ে দেখতেন আর মনে মনে ঈর্ষা করতেন এই সমস্ত কয়েদীদের। মনে করতেন, এই ভাল…দলবদ্ধ ভাবে শিকলবাঁধা অবস্থায় এখান থেকে কোথাও না কোথাও নিরুদ্দেশ যাত্রা।

একদিন এমনি এক কয়েদীদলের মধ্যে কুদর্শন এক ব্যক্তির উপর এলোশার চোখ পড়ে। লোকটির কপালে জ্বল জ্বল করেছিল প্রকাণ্ড এক লাল দাগ, তার একটি কান ছিল ভয়ংকর ভাবে বিকৃত।

এলোশা লোকটির পাশে পাশে চলতে শুরু করলেন।

হঠাৎ লোকটি উৎফুল্লভাবে চীৎকার করে উঠল…"চলে এসো খোকা, আমাদের সংগে বেড়াতে যাবে।"

এলোশা তক্ষুণি ছুটে গেলেন কয়েদীটির কাছে। প্রহরীর তাড়া না খেলে তিনি হয়ত চলেই যেতেন সেই ভয়ংকর-দর্শন ব্যক্তিটির সংগে। কোথায়? সে ভাবনা তাঁর ছিল না, শুধু এখান থেকে চলে যাওয়া চিরদিনের মত, যেন আর ফিরে আসতে না হয়।

এলোশা ফিরে এলেন। জীবনও গড়িয়ে চলল সেই পরিবর্তন-হীন একটানা ধারায়।

পরিবর্তন হল শুধু ক্যাশিরীন পরিবারের বাসগৃহের। উসপেনস্কি স্ট্রিটের নিষ্প্রভ-লাল রঙের বাড়িটা ছেড়ে ঠাকুরদা উঠে গিয়েছিলেন পোলিভায়া অঞ্চলে একটি প্রকাণ্ড বাড়িতে। যার নীচতলার একখানা ঘরে ছিল ভাঁড়ার। সেখান থেকে আবার গেলেন কানাৎনায়া স্ট্রিটে মদের মত টকটকে লাল রঙের দেওয়াল আর নীল খড়খড়ি দেওয়া একটা নতুন বাড়িতে।

এলোশার কেবলই নিজেকে অত্যন্ত বিরক্ত ও বিষণ্ণ মনে হত। অনেক সময় তিনি ছাদে উঠে চিমনির মুখে কিছু একটা ঠেসে ভরে দিতেন অথবা চুপি চুপি তরকারিতে নুন ঢেলে দিয়ে আসতেন, অথবা কাগজের ঠোঙায় ফুঁ দিয়ে ধূলা ঢুকিয়ে দিতেন রান্নাঘরের ঘড়ির ভিতর।

এই ধরণের অসংযত দুষ্টামীতে মত্ত হয়ে তিনি মনের একঘেয়ে ভাবটা থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করতেন। এমনি বদখেয়াল কেন যে তাঁকে পেয়ে বসত তা তিনি নিজেই বুঝতেন না। চারপাশে পরিচিত মানুষগুলির নির্দয়তা দেখে তাঁর মনে আরও একটা ভাব জেগে উঠত—সুতীব্র ঘৃণা।

একদা এলোশা বাবাকে মায়ের বুকে লাথি মারতে দেখে উন্মত্ত ভাবে বাবার পাঁজরে ছুরি বসিয়ে দিয়েছিলেন।

মাত্র দশ বছর বয়সে গোর্কি জীবিকার খোঁজে সর্বপ্রথম পৃথিবীর পথে এসে দাঁড়ালেন। মা তখন পরলোকগতা. বাবা জুয়াখেলায় সমস্ত সঞ্চয় এবং শেষে চাকুরি পর্যন্ত হারিয়ে বেকার, পিতামহ সম্বলহীন নিঃস্ব।

বেঁচে থাকার জন্য কাজ শুরু করলেন বালক এলোশা। জীবিকা অর্জনের দুর্নিবার প্রয়োজনে তিনি পর্যায়ক্রমে এক জুতোর দোকানে পিওন, জাহাজের ভৃত্য, নক্সাকারের অধীনে শিক্ষানবীস আর অবশেষে পেশাদার পাখী-ধরা হন।

জুতোর দোকানে কাজ করার সময় মালিকটির মুখে মেয়ে খরিদদার নিয়ে বিরক্তিকর আলাপ শুনতে শুনতে গোর্কির জীবন দুঃসহ হয়ে উঠত। এর উপর দোকানের সহকারী কর্মচারীটির গালাগাল তো লেগেই থাকত।

ক্যাশিরীন পরিবারের একটি ছেলেও গোর্কির সংগে কাজ করত। জুতোগুলি মুছে সাফ করাই ছিল গোর্কির কাজ। ক্যাশিরীনদের এই বকাটে ছেলেটী শত্রুতা করে গোপনে জুতোর মধ্যে সূচ ঢুকিয়ে রাখত,—ফলে এলোশা যতবার জুতোগুলি সাফ করতে যেতেন ততবারই তার আংগুলে সেই সূচ বিদ্ধ হয়ে যেত।

একদিন এলোশা কাউন্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। দিনটি ছিল তুষারাচ্ছন্ন। বাইরে খুব কম লোকের আনাগোনা ছিল। বায়ুতাড়িত তুষাররাশির মধ্য দিয়ে ঘোড়াগুলি অতি কষ্টে ধীর পদক্ষেপে চলছিল।

নিকটবর্তী কোন ঘণ্টাঘর থেকে গির্জার ঘণ্টার একঘেয়ে আওয়াজ ভেসে আসছিল। এলোশা সেই মুহূর্তে কেবলই কামনা করছিলেন: চোখে ছানি-পড়া ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন মনিবটি যদি সামান্য

অজুহাতে তাঁকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেয়। এ আশা তাঁর পূর্ণ হচ্ছিল না।

একদিন কী একটা জ্বাল দিতে গিয়ে পাত্রটি উল্টে ফেলেন এলোশা, ফলে হাতখানি এমন ভাবে পুড়ে যায় যে, হাসপাতালে যেতে হল তাঁকে। আরোগ্যলাভের পর জুতোর দোকানে ফিরে না গিয়ে তিনি এক নক্‌শাকারের অধীনে শিক্ষানবিসী শুরু করলেন। এই ব্যক্তিটি দূর সম্পর্কে গোর্কির আত্মীয় ছিলেন।

এলোশার অবস্থা আগের চাইতে আরও খারাপ হল। যে কাজ তিনি শিখতে চেয়েছিলেন নতুন মনিবটি সে সম্পর্কে কোন কিছুই শেখাবার আগ্রহ দেখালেন না। কাঠ কাটা আর বহা, কড়াই-বাটি মাজা, মেঝে সাফ করা, হেঁসেলের থালা-বাসন ধোওয়া, বাজার করা আর মুদিদোকানে দৌড়ান—এই হল তাঁর এখানকার কাজ। কিন্তু এসবও আপত্তিকর মনে হত না এলোশার।

মুশকিল হল এই যে, বাড়ীর মেয়েরা—নক্‌শাকারের স্ত্রী ও শাশুড়ী—একদিকে মনিবানা আর অন্য দিকে আত্মীয়তা এই দুই অধিকার প্রয়োগ করে তাঁকে রাতদিন গালাগালি ও মারধোর করতেন।

এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন এলোশা। জুতোর দোকানে কাজ করার সময় তিনি ধৈর্য সহকারে প্রতীক্ষা করছিলেন—কখন্ বিতাড়নের হুকুম আসবে। নক্‌শা শিক্ষানবিশের কাজ কিন্তু তিনি নিজেই ছেড়ে দিলেন—পালিয়ে এলেন ঘরের ইঁদুরের মত দ্রুত পায়ে, নিঃশব্দে।

দিন কতক নিঝ্‌নি-নোভগোরদের পথে পথে ঘুরে বেড়ালেন এলোশা।

জেটি আর খালাসীদের আশেপাশে আনাগোনা করে শেষ পর্যন্ত "ডোবরী" জাহাজে এক ভৃত্যের কাজ জুটিয়ে নিলেন তিনি।

"ডোবরী" ছিল একখানি কয়েদী জাহাজ—কয়েদী বোঝাই বজরাগুলি টেনে নিয়ে যাওয়াই ছিল এর কাজ।

কয়েদীদের চাইতে বেশী স্বাধীনতা গোর্কির ছিল না। ভোর ছটা থেকে মাঝ রাত অবধি থালা-বাসন মাজা ও ছুরি-কাঁটা সাফ করার কাজে ব্যস্ত থাকতে হত তাঁকে। তা সত্ত্বেও পোরখুনোভের জুতোর দোকান কিম্বা সার্জিয়েভের নক্‌শাঙ্কন দপ্তর থেকে এলোশা তাঁর নতুন কাজ অনেক বেশী পছন্দ করছিলেন।

তাঁর চোখের সামনে শান্ত, প্রশস্ত নদীস্রোতের উদার বিস্তৃতি। জাহাজে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে দেখতেন তিনি ঘনকৃষ্ণ বনরাজি আর শূন্য তৃণক্ষেত্র, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন গুটিকতক অপরিচিত শহর আর দিগন্তপ্রসারী প্রান্তরের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া নির্জন গ্রাম।

প্রকৃতি যেন এখানে হাতের একেবারে কাছে, যেন নাগাল ছোঁয়ার মধ্যে। এলোশার মনে পড়ে যায় সেই মুক্তি আর গ্রীষ্মকালীন আনন্দের উজ্জ্বল স্মৃতি—সেই যে দিনটি তিনি ঠাকুরমার সংগে থেকে শিখে নিয়েছিলেন ব্যাঙের-ছাতা আর বনৌষধি কুড়াবার রীতি জেনেছিলেন বাদামের টোপ দিয়ে কাঠবিড়াল ধরার আশ্চর্য কৌশলটি।

জল ভ্রমণের মধ্য দিয়ে বালক গোর্কির মনে প্রকৃতি সম্পর্কে নিবিড় ভালবাসা জন্মাল ; এই আকর্ষণের ফলেই তিনি কিছুকাল পর কয়েদী জাহাজের ভৃত্যের কাজটি ছেড়ে দিয়ে পাখী-ধরার বৃত্তি গ্রহণ করেন।

পাখী ধরার সর্বপ্রকার সাজ-সরঞ্জাম কিনে আনলেন এলোশা। গভীর জঙ্গলের মধ্যে লালমাথাওয়ালা গোল্ডফিঞ্চ, অদ্ভুত ধরণের ছোট মার্টিন, কর্কশকণ্ঠী ক্রশবিল্‌স আর দুষ্ট-বুদ্ধি টিটমাউস প্রভৃতি নানা-জাতের পাখী ধরার কাজ পুরোদমে চলতে লাগল।

ধৃত পাখীগুলি ঠাকুরমা বাজারে বিক্রি করে আসতেন। এইভাবে কিছুকাল কায়ক্লেশে দিন কাটাতে লাগলেন গোর্কি আর তার ঠাকুরমা।

গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে এলো। সেই সংগে যত রাজ্যের পাখীও সব নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেল। ঠাকুরমার সংগে এলোশা ফিলে এলেন শহরে। পরপর নানান্ মনিবের অধীনে কাজ করে পুনরায় তিনি নিজের স্বাধীনতা হারালেন...আর হারালেন সুদীর্ঘকালের মমতাবদ্ধ স্নেহময়ী ঠাকুরমার নিবিড় সংগ।

পুস্তক জগতে গোর্কির যাত্রাপথ প্রথম থেকেই ছিল বিঘ্নসংকুল ও ক্লেশকর। ঠাকুরদার কাছ থেকে তিনি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ পাঠে অভ্যস্ত হয়েছিলেন।

মা কিন্তু লৌকিক-বিষয়ক পুস্তকাদি সম্পর্কে শিক্ষাদানে আগ্রহ দেখাতেন বেশী। তীব্র শাসন ও প্রহারের মাধ্যমে পাওয়া এই শিক্ষা গোর্কির কাছে জুতোর দোকানে চাকুরী অথবা অঙ্কনে শিক্ষানবিসীর অভিজ্ঞতা থেকে কম তিক্ত ছিল না।

যে স্কুলে এলোশা কিছুকাল অধ্যয়ন করেছিলেন সেখানে সহপাঠী ছেলেরা ন্যাকড়া-কুড়ান ভবঘুরে ছেলে বলে তাঁকে জ্বালাতন করত, আর তাঁকে খুঁচিয়ে লাল গোমরা-মুখো মষ্টোরটিও যেন বিশেষ আনন্দ পেতেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কিশোর এলোশা যখন পরম ঐশ্বর্যময় জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান পেলেন তখন এই আবিষ্কার তাঁর জীবনে নিয়ে এলো এক বিরাট আনন্দময় রূপ।

গোর্কির প্রথম পড়া বইগুলির মধ্যে হানস্ এণ্ডারসনের "যাদুকরী গল্প" অন্যতম। বই-পাগল কিশোর "নাইটিঙ্গেল" গল্পটি পড়তে শুরু করলেন। গোড়া থেকেই কাহিনীটি তাঁর মনকে আকর্ষণ করছিল : "চীন দেশের সকল অধিবাসীই চীনা, সম্রাটও চীনদেশীয়।" এণ্ডারসনের "যাদুকরী গল্পের" সন্ধান দৈবাৎ পেয়ে গিয়েছিলেন এলোশা। বই বাছাই করে পড়া তাঁর অভ্যাস ছিল না। হাতের কাছে যা পাওয়া যেত...হঠাৎ-দেখা বন্ধুদের কাছ থেকে বিনা পয়সায় পাওয়া অথবা পুরাতন বই-এর দোকান থেকে কেনা সবরকম বই তিনি পড়ে ফেললেন।

গোর্কির শৈশবে-পড়া বইগুলি তাঁর পরিচিত ব্যক্তিদের মতই ছিল বিচিত্র।

"ডোবরী" জাহাজে যে ব্যক্তিটির উপর রন্ধনশালার ভার ছিল তাঁরই উদার দাক্ষিণ্যে পুস্তক জগতের সংগে গোর্কির প্রথম পরিচয় ঘটে। এই মার্জিত-রুচী বাবুর্চিটি এর আগে সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত ছিলেন। জাহাজের মধ্যে একটি কেবিন বাক্স খুলে তিনি বের করে আনতেন নানা ধরণের বই—কত মনোমুগ্ধকর সব নাম—"ওমিরভের বিধান", "গোলন্দাজের স্মৃতিকথা", "লর্ড সেডেংগালির পত্রাবলী"…।

কয়েদী জাহাজের এই অখ্যাতনামা বাবুর্চিটিই ছিলেন গোর্কির প্রথম শিক্ষাগুরু—বই পড়ার আগ্রহ তার মধ্যে তিনিই এনেছিলেন প্রথম।

স্কুলের ছাত্র, গির্জার গায়ক, দোকানদার, কুম্ভকার—সম্ভাব্য নানা সূত্র থেকে পুস্তকাদি সংগ্রহ করে আনতে লাগলেন এলোশা। রুশ ভাষায় অনুদিত সস্তা রোমাঞ্চকর গল্প এবং দুঃসাহসিক অভিযান কাহিনী ক্ষুধার্তের মত পড়ে শেষ করতে লাগলেন তিনি। এই সমস্ত নোংরা সাহিত্যের সংগে সংগে বিখ্যাত ফরাসী লেখক বালজাক্ ও ফ্লবিয়ারের সংগেও গোর্কির পরিচয় ঘটে।

এক রবিবার একটি চালাঘরের ছাদে পরিপূর্ণ নীরবতার মধ্যে এলোশা জনৈক পাচিকার বৈচিত্র্যহীন জীবন কাহিনী নিয়ে লেখা ফ্লবিয়ারের বইখানি পড়ে শেষ করে ফেললেন।

সহজ ও সাবলীল শব্দ সমষ্টি এবং সবকিছু মিলে সরল বক্তব্য তার মনকে বিচলিত করল,—মর্মস্থলে এক বিচিত্র আলোড়নের সৃষ্টি করল। সমস্ত গল্পটি গোর্কির কাছে প্রায় এক আলৌকিক ঘটনা বলে মনে হল। কতবার তিনি কত নতুন দেখা অপরিচিত পুস্তক খুলে আলোর সামনে বসে থাকতেন—যেন মুদ্রিত অক্ষরগুলির মধ্যেই অলৌকিকতার কারণ অনুসন্ধান করতেন; কিন্তু বৃথা এই ব্যাকুল অনুসন্ধান, এই প্রাণান্তকর জিজ্ঞাসা।

কিছুকালের মধ্যেই এখান থেকে কুড়িয়ে আনা বইগুলির জায়গা দখল করে নিল নতুন নতুন পুস্তক—পুশকিন আর গোগল, টুরগেনিভ আর লার্মোনটোভের লেখা বই।

কৈশোর থেকেই গোর্কির মনে মহৎ সাহিত্য সম্পর্কে এক সুন্দর ও গভীর অনুভূতি জাগ্রত হয়েছিল।

সেণ্ট পিটার্স থেকে প্রকাশিত কোন এক হাস্যরসাত্মক সাময়িক-পত্রে হঠাৎ পড়া একটি ছোট গল্পের প্রতি গোর্কির মন বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়। গল্পটি পড়ে এই ধরণের কাহিনী রচনার আগ্রহ হল তার। গল্পটির নীচে লেখকের অদ্ভুত ছদ্মনাম মুদ্রিত ছিল ঃ এণ্টোশা শেখনতি।

বন্ধুস্থানীয় কোন স্কুলের ছাত্রের কাছে এলোশা শেখনতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে ছেলেটি মাতব্বরের মত হাল্‌কা সাময়িক-পত্র পাঠে সময় নষ্ট না করে গুরুগম্ভীর সাহিত্য পড়তে উপদেশ দিল। ভবিষ্যৎ কালে গোর্কির অন্যতম প্রিয় লেখক ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু শেখভের নাম তখনও পর্যন্ত সুবিদিত হয়নি।

জীবনটা কেবলই একটি কারা-প্রকোষ্ঠ মনে হত গোর্কির, আর বইগুলি মনে হত যেন সুধাকণ্ঠ বিহঙ্গমদল, যাদের সংগীত ধ্বনি কারান্তরালে বন্দী মানুষের কানে অবাধে পৌঁছায়।

কোন একটি সাময়িক-পত্রে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্যারাডের একটি প্রতিকৃতি এবং সেই সংগে মুদ্রিত প্রবন্ধটির প্রতি এলোশার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। উক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করে তিনি জানতে পারেন এই বরেণ্য বিজ্ঞান-সাধকটি সামান্য শ্রমিক হিসাবেই একদিন জীবন আরম্ভ করেছিলেন।

বিস্মিত হলেন এলোশা,—এই তথ্যটি তার কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হল। অন্য কোন বিখ্যাত ব্যক্তি শ্রমজীবি হিসাবে জীবন আরম্ভ করেছিলেন কিনা এই মূল্যবান সংবাদটি আবিষ্কার করতে তিনি মনে মনে স্থির করলেন। সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে আর কোন খবরই এলোশার চোখে পড়ল না; কিন্তু জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে

তিনি জানতে পারলেন যে—রেলগাড়ীর আবিষ্কর্তা ষ্টিফেন্‌সন্ ছিলেন একজন সাধারণ শ্রমিক।

বিখ্যাত হওয়ার কোন চেষ্টাই এলোশা করেননি। মানুষের উপযুক্ত একটি জীবনই শুধু তার কাম্য ছিল। এক সময় রংগমঞ্চে প্রকৃত জীবনের সন্ধান পাওয়ার কল্পনাও করেছিলেন এই প্রাণচঞ্চল কিশোরটি।

গোর্কির প্রথম থিয়েটার দর্শন এক আকস্মিক ঘটনা। এক মেলায় লাল রঙের একটি বাড়িতে শেড্রিনের নাটক "গোলোভলিয়ভ পরিবার" অভিনীত হচ্ছিল।

জুডাস গোলোভলিয়ভের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা আন্দ্রেয়েভ বার্লাক। ঘৃণায় চোখে জল আসছিল গোর্কির। মঞ্চে উঠে জুডাসকে টুঁটি চেপে মেরে ফেলবার ইচ্ছা হচ্ছিল তার।

সেই দিনই তিনি বুঝলেন রংগমঞ্চের কী বলিষ্ঠ প্রভাব।

অভিনয়ের পর সারারাত গোর্কি মেলার পিছন দিককার মাঠটায় ঘুরে বেড়ালেন। জনৈক মাতাল তার সাথে আলাপ জমাল এবং শেষটায় তার মাথায় আঘাত করল কিন্তু অভিনয়ের প্রভাবে গোর্কির মন এমন আচ্ছন্ন ছিল যে, তিনি লোকটিকে লক্ষ্য করেন নি।

রংগমঞ্চে যোগদানের ইচ্ছা হ'ল তার। ইচ্ছা পূর্ণও হল। একটা কাজ তিনি পেলেন মঞ্চে—অভিনেতা নয়—বোবা সৈনিক।

গোর্কি প্রথম যে বইটায় নামেন, তাতে ছিল শুধু নাচ আর গান। বইখানার নাম—"ক্রিষ্টোপার কলম্বাস অথবা আমেরিকা আবিষ্কার"। একজন "রেড ইণ্ডিয়ান"-এর পাঠ ছিল গোর্কির। কাঠের একটি বর্শা দিয়ে স্পেনিয়ার্ডদের পেটে খোঁচা মারা হ'ল তার কাজ। কিন্তু যখন তার উপর তরোয়ালের ঘা পড়ল তখন যে তাকে মঞ্চের উপর মাথা ঘুরে পড়ে যেতে হবে তা তিনি ভুলেই গেলেন।

গোর্কি অভিনেতা হতে পারলেন না। রংগমঞ্চ দর্শকদের যতই না মুগ্ধ করুক পর্দার অন্তরালে থিয়েটারের জীবন স্থূল—বৈচিত্র্যহীন।

এক মুহূর্ত আগে নায়ক তার প্রেমিকার পায়ে নতজানু হয়ে প্রেম ভিক্ষা করছিল, আর এখন—একটু পরেই চীৎকার করে বলল—"সারা গায় আলপিন কেন রে।" সদাশয় পিতা কন্যার দুরবস্থা দেখে মঞ্চে চোখের জল ফেলে যেই পর্দার অন্তরালে এলেন, অমনি ফোঁস করে উঠলেন--"বুর্বাক, আবার পাঠ ভুলেছিলে।"

রিহার্সালের সময় মঞ্চপরিচালক "বোবা সৈনিক"দের চাকরের মত খাটাতেন। গোর্কিকে তিনি বলতেন, কাপুরুষ অভদ্র। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ তার কাছে মনে হত যেন এক প্রশস্ত, গভীর গহ্বর। আর একবার আশা ভাঙল গোর্কির। রংগমঞ্চ ত্যাগ করেন তিনি।

গোর্কি এবার পড়াশোনায় মন দিবার সংকল্প নিলেন। ষ্টিফেনসনের কথা স্কুলের যে ছাত্রটি বলেছিল সে গোর্কিকে কাজানে —যেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেতে উপদেশ দিল।

গোর্কি জন্মভূমি ত্যাগ করে চললেন কাজানে। নিঝনি নোভগোরদ, সেখানকার অপরিচ্ছন্ন ঘরদোর আর লোকদের ছেড়ে আসতে একটুও দুঃখ অনুভব করেন নি তিনি। পনর বছর বয়স তখন গোর্কির।

কাজানে

১। "র‍্যাঙলার"

"কেউ যদি আমার কাছে প্রস্তাব করত 'লেখাপড়া তুমি করতে পার, কিন্তু একটা সর্তে—ফি রোববার নিকোলায়েভস্কি স্কোয়ারে প্রকাশ্যে তোমার উপর চাবুক মারা হবে,' আমি খুব সম্ভব তাতেও রাজী হতাম।"

কিশোর বয়সে নিজের অদম্য জ্ঞান-স্পৃহার কথা গোর্কি তার স্মৃতিকথায় এইভাবেই ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু লেখাপড়ায় কোন সুযোগই তিনি পাননি; তার তীব্র জ্ঞানস্পৃহা পারিপার্শ্বিকের প্রতিকুলতা জয় করতে পারেনি।

কাজানে এসে গোর্কি বুঝতে পেরেছিলেন তার মত অসহায় আশ্রয়হীন ভবঘুরের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া কোন কালেই সম্ভব হবে না।

কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে গোর্কির স্থান হয়নি কিন্তু তার জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল এক বিশাল শিক্ষাক্ষেত্র: শহর প্রান্তে অবস্থিত গুদাম শ্রেণী, নদী কূলবর্তী জেটি, গুপ্ত রাজনৈতিক আড্ডা, পুলিশ এবং নাম পরিচয়হীন ভবঘুরের দল, আর ছাত্র ও বিপ্লবীদের অদ্ভুত মিশ্রিত সংগ—এই হল গোর্কির বিশ্ববিদ্যালয়। যে শিক্ষা তিনি এখানে লাভ করেছিলেন চিরদিন তার স্মৃতি উজ্জ্বল ছিল তার স্মৃতিপটে। অবিস্মরণীয় সেই বিশ্ববিদ্যালয় মহৎ সে শিক্ষা।

গোর্কি জনশূন্য এক ফালি পতিত জমির উপর একটি ভেঙে-পড়া বাড়ির একতলায় থাকার ব্যবস্থা করে নিলেন। জেটিতে দৈনিক বিশ কোপেক বেতনে একটা কাজও জুটে গেল। তার নতুন সংগীদের মধ্যে ছিল নানা শ্রেণীর মানুষ···জেটি অঞ্চলে যারা স্বাভাবিক অধিবাসী খালাসী, পকেটমার, ভিক্ষুক এবং "স্ফটিক প্রাসাদ"-এর অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের বাসিন্দারাই ছিল তাঁর সাথী।

সেই পুরাতন জীর্ণ বাড়িটার এমন বিলাসী নাম কেন রাখা হয়েছিল জানা নেই। গোটা বাড়িতে যতগুলি জানালা ছিল তার একখানা কাঁচও আস্ত ছিল না। এই আশ্চর্য নামকরণের কারণ বোধ হয় ছিল ইহাই। "স্ফটিক প্রাসাদ" কাজানের সকল শ্রেণীর ভবঘুরেদের মিলনক্ষেত্র ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত একটি প্রাক্তন ছাত্র, দশ বছর জেল খাটা জনৈক দাগী ব্যক্তি, একজন ভিক্ষুক—যে ছিল জীবনের প্রথম দিকে একজন পশু-চিকিৎসক, জনৈক বেকার ব্যক্তি একদা যে ছিল কোন প্রাদেশিক গভর্ণরের ভৃত্য—এমনি সব বিচিত্র ধরণের মানুষ এসে ভীড় জমিয়েছিল এই বাড়িটাতে। তাদের অতীত জীবন-যাত্রায় প্রভেদ ছিল বিস্তর, বর্তমানের বোঝাটা কিন্তু এক ও

অভিন্ন—সেই একই ক্ষুধার্ত ও দুঃসহ জীবনের ভারবাহী বিশেষত্বহীন মানব সমষ্টি।

গোর্কির চোখে অদ্ভুত এবং অনেক সময় দুর্বোধ্য মনে হত এই সব হঠাৎ-পাওয়া সাথীদের। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুদৃশ্য রঙিন কাগজ দ্বারা অলংকৃত ছোট দু'পাটি জানালা আর লোহার গরাদ বসান ঝক্‌ঝকে পরিচ্ছন্ন গৃহের অধিবাসীদের চাইতে তিনি এই সমাজ বহির্ভূত মানুষগুলিকে অনেক বেশী পছন্দ করতেন।

গৃহহীন ভবঘুরের দল মদ খেত, নিজেদের মধ্যে কলহ করত এবং চুরির অভ্যাসও এদের নিশ্চয়ই ছিল; কিন্তু এরা কেউ সংকীর্ণমনা অথবা কৃপণ স্বভাবের ছিল না, নিজেদের অদৃষ্ট নিয়ে কাঁদুনি গাইতেও জানত না—এদের প্রত্যেকের কথাবার্তা ও চালচলনের মধ্য দিয়ে এবং উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের প্রতি ঘৃণা মিশ্রিত তীব্র বিদ্রূপ প্রকাশ পেত।

একবার গোর্কির সংগীদের একজন কোথা থেকে শিকার করবার জুতো চুরি করে এনেছিল। স্থির হল জুতো জোড়া বিক্রী করে মদ কেনা হবে। কিন্তু দলের আর একজনের প্রস্তাব অনুসারে শেষ পর্যন্ত নগ্নপদ পড়ুয়া ছোকরাটিকে বুট জোড়া উপহার দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই ভবঘুরেদের অনেকের মধ্যে গোর্কি গল্পে-পড়া আশ্চর্য সুন্দর মানব চরিত্রের সন্ধান পান।

গোর্কির কল্পনায় যে শুধুমাত্র গল্পে পড়া বীর পুরুষদের অস্তিত্ব ছিল, তা নয়! তিনি বৃহত্তর ও মহত্তর অন্য কিছুর স্বপ্ন দেখতেন, আর এই স্বপ্ন, এই অনুসন্ধানের তাগিদই তাঁকে নিয়ে আসত নতুন মানুষ, নতুন ভাবধারা এবং অপরিচিত পুস্তকের রাজ্যে।

কয়েকজন বন্ধুর সংগে গোর্কি একবার শহরের প্রান্তে অবস্থিত একটি মুদি দোকানে যান।

দোকানের মালিক আন্দ্রে ডেরেংকভ ছিলেন একজন বিপ্লবী। চিনি আর মোমবাতি, মিষ্টি আর সাবান—এই নিয়ে ছিল তাঁর ছোট

কারবার। কিন্তু দোকানের পিছন দিকে একটি ঘরে, যে ঘরের একটি দেয়ালে হারাৎজেনের একটি প্রতিকৃতি টাঙানো ছিল সেখানে তিনি বে-আইনী পুস্তক লুকিয়ে রাখতেন।

তখন থেকেই গোর্কি উপন্যাস ও দুঃসাহসিক ভ্রমণ কাহিনী প্রভৃতি যে সমস্ত বই এতকাল অতৃপ্তভাবে পড়ে আসছিলেন সে সব বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক, চিন্তানায়ক ও বিপ্লবীদের লেখা পুস্তক পড়তে সুরু করেন।

ডেরেংকভের দোকানের মারফৎ একটি গুপ্ত-ছাত্রসমিতির সংগে গোর্কি যোগাযোগ স্থাপন করেন। এই সমিতির সদস্যরা ইতিহাস ও অর্থনীতি সম্পর্কে পড়াশুনা করতেন। সংবাদপত্র পাঠ করে সমিতির সদস্যরা রুশদেশের বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিতর্ক সুরু করে দিতেন।

ছাত্র সমিতিগুলি ছিল বিপ্লবী-যুবসমাজের অবৈতনিক বিশ্ব-বিদ্যালয়।

ইম্পিরিয়াল কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিমাণ শিক্ষালাভের সুযোগ গোর্কি পেতেন তার চেয়ে অনেক বেশী তিনি লাভ করেছিলেন এই বিপ্লবী শিক্ষাসত্রগুলিতে।

এই স্থানেই তিনি এ্যাডাম স্মিথের নীতিসূত্র, চারনিসেভস্কি ও তার বিপ্লবী বন্ধুরা যা পেয়েছিলেন তা হচ্ছে এই আধুনিক কার্লমার্ক্সের লেখার সংগে পরিচিত হয়েছিলেন।

মার্ক্সের 'ক্যাপিটেল' তখন একেবারেই দুষ্প্রাপ্য ছিল। গোর্কি মহাভারতের প্রথম অধ্যায়ের হস্তলিখিত প্রতিলিপি।

একবার গোর্কির জিনিষপত্র খানাতল্লাসী কালে কাজান পুলিশ একটি হাতে লেখা খাতা হস্তগত করে। সৌভাগ্যক্রমে উক্ত খাতায় নোটগুলি ছিল মিটরভ-লাভরোভের "নীতিশাস্ত্র ও তার ইতিহাস সম্পর্কে আধুনিক গবেষণা" নামীয় অপেক্ষাকৃত নিরীহ পুস্তকের উপর। মার্ক্সের কোনো লেখার উদ্ধৃতি তাতে ছিল না। তথাপি এই

সম্পর্কে গোর্কির জন্মস্থান নিঝনি-নোভগোরদের কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট প্রেরণে পুলিশের ভুল হয়নি।...

সাধারণ চেহারার শ্রমজীবি যাকে কাঠ কেটে আর টুকিটাকি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়, সে কিনা বৈজ্ঞানিক পুস্তক পাঠ করে এবং এই সব জটিল বিষয়ে খাতায় নোটও নেয়—এর চাইতে বেশী সন্দেহজনক আর কী হতে পারে ?

গুপ্ত সমিতিতে গোর্কি "র‍্যাঙ্‌লার" নামে পরিচিত ছিলেন। শুধুমাত্র গুরু-গম্ভীর কণ্ঠস্বরও টেনে টেনে কথা বলার জন্যই তাঁকে এই নাম দেওয়া হয়নি। তিনি কাগজ-পত্র খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তেন এবং দীর্ঘসূত্রী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন।

যে অভিমত তিনি প্রকাশ করতেন তা শুধু পুথিগত বিদ্যা নয়, নিজের পরিণত চিন্তালব্ধ মতবাদ। জীবন সম্পর্কে তিনি অনেক সহকর্মীদের চাইতে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর বক্তব্যের আকস্মিকতা ও তীব্রতায় শোতৃবর্গ প্রায়ই বিস্মিত হতেন।

"আপনি আলোচনার মূলসূত্র থেকে সরে যাচ্ছেন, কমরেড"—একবার চটে গিয়ে গোর্কি জনৈক উপদেষ্টাকে এমনি ভাবে ভর্ৎসনা করেছিলেন।

পুথি-পুস্তক থেকে গোর্কি এমন অনেক জিনিষ আহরণ করেছিলেন যা তাঁর কাছে অত্যন্ত পরিচিত ছিল।

অর্থনীতি সম্পর্কে পুস্তকাদিতে শ্রমিক সাধারণের দুঃখময় জীবনের বর্ণনা পড়তেন তিনি—এমনি দীনতার সংগে তাঁর পরিচয় ছিল প্রত্যক্ষ। কাজানে গোর্কির দুঃখ বেদনাময় জীবনের একটি জটিলতম পর্ব অতিক্রান্ত হয়েছিল।

রুটিশালা

"কাহিনীটির মধ্যে ময়দার তীব্র আস্বাদন আছে,
আছে বিস্কুটের মিষ্টি গন্ধ।

(গোর্কির নিকট লিখিত শেখভের একটি পত্রাংশ)

শরৎকাল এলো। শেষ জাহাজগুলি শীতকালীন আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল! জেটিতে জনসমাগম বন্ধ হয়ে গেল, নদীতীরে আর কোন কাজ পাওয়ার সুযোগ রইল না। কর্মহীন বেকার অবস্থায় গোর্কি নীরব নিঃশব্দ উস্তায়া অঞ্চলে অস্থায়ী কুটিরশ্রেণী পশ্চাতে ফেলে দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। অভুক্ত অবস্থায় যেখানে-সেখানে শুয়ে থাকতেন তিনি—এমন অনেক রাত্রি তার কেটেছিল উল্টো করে রাখা নৌকার নীচে শুয়ে থেকে। গভীর দুঃখের সঙ্গে গোর্কি অনুভব করেছিলেন যে গৃহহীন ভবঘুরের পক্ষে শরৎকালটা বড়ই পীড়াদায়ক, যন্ত্রণাময়। সামান্য একটু আশ্রয়ের বিনিময়ে গোর্কি যে কোনো কাজ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

অবশেষে মাসিক তিন রুবল বেতনে এক রুটিওয়ালার সহকারী হিসেবে গোর্কি সেমিওনোভের বিস্কুট কারখানায় একটি কাজ জুটিয়ে নিয়েছিলেন।

সেমিওনোভের রুটির কারখানাটি ছিল একতলায়। শ্রমিকরা যাতে রাস্তায় ভিক্ষুকদের হাতে এক টুকরা রুটিও না দিতে পারে তার জন্য জানালায় লোহার শিক বসান ছিল। এইখানে গোর্কিকে চৌদ্দ ঘণ্টা কাজ করতে হত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত আর তিনি এক বিশেষ আকারের বিস্কুট তৈরীতে অভ্যস্ত থাকতেন।

কঠিন শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত ছিলেন গোর্কি—বয়সের তুলনায় তার শক্তিও ছিল প্রচুর। কিন্তু সেমিওনোভের কারখানার

কঠিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমে সেই শক্তির ক্ষয় হতে লাগল। অনেক সময় গোর্কির মনে হত যেন গোটা তিনতলা বাড়িটা তাঁরই কাঁধের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে।

ঐ বাড়ির বাসিন্দারা সেমিওনোভের শ্রমিকদের "কয়েদী" বলে ডাকত। সেমিওনোভ তার "ছোকরা"দের চৌদ্দ ঘণ্টা খাটিয়েই ক্ষান্ত হত না—তাদের গালাগাল ও প্রহার করত। দণ্ডদানের কোনো সুযোগই সে হারাত না। সব দেখে শুনে কারখানাটি একটি জেলখানা বলেই মনে হত।

শ্রমিকদের প্রতি সেমিওনোভের দুর্ব্যবহারে গোর্কি বিস্মিত হতেন না মোটেই—তাঁর অল্প দিনের জীবনে এই ধরনের যথেষ্ট বর্বরতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু অবাক হয়ে তিনি দেখতেন, কী অনুযোগহীন বিনয়ের সংগে এরা এ অত্যাচার সহ্য করে যেত।

মালিকদের সম্পর্কে তিনি ভিন্ন মত পোষণ করতেন এবং সাহসের সংগে তা সহকর্মী শ্রমিকদের কাছে প্রকাশও করতেন।

এই ধরনের বিরূপ কথাবার্তা একদিন সেমিওনোভের কানে যায়। ফলে গোর্কির সাজা হয়। পুরো এক সপ্তাহের জন্য ময়দা মাখার কাজ দেওয়া হয় তাঁকে।

কিন্তু 'র‍্যাঙ্‌লার' জানতেন কী করে মানুষের উপযুক্ত মর্যাদা ও দাবী নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হয়। শেষ পর্যন্ত সেমিওনোভের বুঝতে বাকী থাকে না—নীচে কারখানার মধ্যে অন্ততঃ এমন একজন ব্যক্তি আছেন যাঁর মনোবল ভাঙার কোনো সামর্থই তার ছিল না।

কঠিন পরিশ্রমের মধ্যেও পুস্তক জগতের সংগে গোর্কির সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। টুকরো টুকরো কাঠ দিয়ে একটি বই রাখার শেলফ তৈরী করে নিয়েছিলেন। এই ভাবে বই পড়া আর বিস্কুট প্রস্তুতের কাজ একই সংগে চলতে থাকে।

একদিন সেমিওনোভ আকস্মিকভাবে কারখানায় ঢুকে গোর্কি'কে পাঠরত অবস্থায় দেখতে পায়। গোর্কি টলষ্টয়ের একখানি বই পড়ছিলেন। নির্বোধ সেমিওনোভ বইখানি আগুনে নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন।

মুহূর্তে সেমিওনোভের হাত চেপে চীৎকার করে উঠলেন গোর্কি: "বইখানা পোড়াবার স্পর্ধা রাখ তুমি?"

গোর্কি'র কণ্ঠস্বর এমন অর্থপূর্ণ ছিল যে সেমিওনোভ বইখানা তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর একদিন সেমিওনোভ বিশেষ উত্তেজিত ভাবে জনৈক শ্রমিককে গালাগাল দিচ্ছিল দেখে গোর্কি শান্তভাবে তার কান মলে দিয়েছিলেন।

সেমিওনোভ শ্রমিকদের সমস্ত রকম অত্যাচার নীরবে সহ্য করতেই এত কাল দেখে আসছিল; এমনি অপমানিত হয়ে তাই সে যতটা ক্রুদ্ধ হয়েছিল—তার চাইতে বেশী হয়েছিল বিস্মিত।

গোর্কি শুধু নিজের অধিকার ও সম্মান রক্ষার জন্য দাঁড়াতেন না—সহকর্মীদের বাঁচবার চেষ্টাও করতেন: চুল্লীর উপর কাঠের যে বাক্সটি তিনি রেখেছিলেন তার মধ্যে অনেকগুলি কবিতার বইও ছিল।

বন্ধুদের তিনি প্রায়ই কবিতা পড়ে শোনাতেন:

হে মানুষ, কত মহৎ
তোমার নিয়তি···

গোর্কি চাইতেন শ্রমিকগণ তাদের মনিবকে বুঝিয়ে দিক, সত্যই কত মহৎ তাদের নিয়তি। তিনি একটি ধর্মঘট সংগঠনের চেষ্টাও করেছিলেন; কিন্তু তাঁর চেষ্টা সফল হয়নি। বিপ্লবীদের সংগে বন্ধুত্বের কল্যাণে গোর্কিকে অল্পদিনের মধ্যেই সেমিওনোভের কারখানার কাজ ছেড়ে দিতে হয়েছিল:

আন্দ্রে ডেরেংকভ একটা রুটির কারখানা খোলেন। কথা হয় এর

লভ্যাংশের পুরোটাই বিপ্লবী সংগঠনের কাজে ব্যয়িত হবে। উক্ত কারখানার জন্য একজন সহকারীর প্রয়োজন হল। গোর্কিকে তাঁরা এই কাজের জন্য বেছে নিলেন।

নিজের সামান্য জিনিষ-পত্র দিয়ে গোর্কি সেমিওনোভের কারখানা ছেড়ে ডেরেংকভদের ওখানে চলে-এলেন। ময়দা মাখা, উনুনের উপর রুটিগুলি সাজিয়ে রাখা এবং শেষে ভাঙ্গা টাটকা রুটি ছাত্রদের খাওয়ার ঘরে পৌঁছে দেওয়া ছিল তাঁর এখানকার কাজ। সেই সংগে রুটির বাস্কেটের মধ্যে বৈপ্লবিক ইস্তাহারে লুকিয়ে নিয়ে যেতেন তিনি।

ডেরেংকভের কারখানার ঠিক পাশেই ছিল পুলিশ ফাঁড়ি। নীল-পোশাক পরা সৈন্যরা প্রায়ই পাঁচিল ডিঙিয়ে রুটির জন্য বেকারীর ভিতর ঢুকত। ডেরেংকভের কারখানার উপর পুলিশের নজর ছিল।

"তুমি বই পড়তে খুব ভালবাস ?" নিকিফোরিচ নামে জনৈক সৈনিক একদিন প্রশ্ন করেছিল গোর্কিকে, "কী ধরণের বই তোমার সব চাইতে বেশী পছন্দ ?"

রুটিওয়ালার সহকারী এই ব্যক্তিটিকে ডেকে নিকিফোরিচ প্রায়ই আলাপ জমাত আর সে আলোচনা হত ছাত্র ও জনসাধারণে শত্রুদের সম্পর্কে :

"সমগ্র রুশিয়ার মহামান্য জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের হৃদয় থেকে মাকড়সার জালের ন্যায় সূক্ষ্ম এক অদৃশ্য গ্রন্থি নিঃসৃত হচ্ছে। মন্ত্রী ও বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের থেকে সুরু করে সাধারণ স্তরের সৈনিক পর্যন্ত সকল শ্রেণীর অফিসার ও কর্মচারীই এই গ্রন্থিতে আবদ্ধ। এই গ্রন্থিটিই প্রত্যেককে সন্নিবদ্ধ করে আছে, তাদের বিজড়িত করে রেখেছে। এই গ্রন্থিটির অদৃশ্য শক্তিই মহামান্য জারের রাজত্বকে চিরকালের জন্য ঐক্যবদ্ধ রাখবে, বুঝলে ?"

গোর্কি বুঝেছিলেন সব। গোয়েন্দাবৃত্তি ও গোপন তথ্য-সংগ্রহের এই অদৃশ্য গ্রন্থিটির অস্তিত্ব সম্পর্কে ক্রমশঃই বেশী পরিমানে সচেতন হচ্ছিলেন তিনি। এই সূত্রজালে সমগ্র দেশটাই বেষ্টিত ছিল, এরই

সাহায্যে জারের সরকার গোপনে বিপ্লবীদের ছেঁকে তুলছিল আর অবাধে নিক্ষেপ করেছিল জেলখানায় অথবা চালান দিচ্ছিল কয়েদী শ্রমিক-নিবাসের নরক পুরীতে।

এই অদৃশ্যগ্রন্থি বিপর্যস্ত করে দিচ্ছিল সেই সব অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানুষের জীবন যারা চলতি ব্যবস্থার অরাজকরূপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন কিন্তু সাহস পাচ্ছিলেন না এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার। যাঁরা দুর্দমনীয় স্পর্ধার সংগে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে জানতেন, যাঁদের উন্নত মস্তক কিছুতেই নত হত না—তাঁদের চারপাশে এক মহাশূন্যতা বিরাজমান ছিল। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সহজ ছিল না।

গোর্কি ধীরে ধীরে অনুভব করতে লাগলেন, এই ভয়ংকর শূন্যতার মধ্যে ক্রমশঃই নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছেন তিনিও।

সেমিওনোভের অধীনে কাজের ডেরেংকভের ওখানে ভালই ছিলেন গোর্কি। কিন্তু এখানেও তাঁকে সারাদিন এবং অনেক সময় গভীর রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হত।

সারাদিন খাটুনির পর অপরিসীম পরিশ্রান্ত হয়ে নিজের ক্ষুদ্র আশ্রয় স্থানটিতে ফিরে আসতেন তিনি এবং অনুজ্জ্বল নীল কাচের চিবনিওয়ালা ছোট বাতিটি বই-এর একেবারে কাছে টেনে পড়তে বসতেন।

এই নৈশ প্রহরগুলিতে গোর্কি এক ঐশ্বর্যময় বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডার সঞ্চিত করে তুলেছিলেন। একটি উপুর করা কাঠের বাক্সে তাঁর টেবিলের কাজ চল্‌ত এবং এর উপর 'পুস্কিনের' বই-এর সংগে সাজান থাকত জীববিজ্ঞানী সেখেনোভের লেখা বই "মস্তিষ্কের প্রতিফলন"-ও।

বই বন্ধ করে প্রায়ই তিনি স্বপ্ন দেখতেন আর একটি দুনিয়ার—বিদগ্ধ ও আনন্দময় সেই জীবন, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল। নিজের চিন্তা অন্য কারও নিকট প্রকাশ করতে আকুল হয়ে উঠলেন গোর্কি।

ভয় ও আশার সংমিশ্রণে এক বিচিত্র হৃদয়াবেগ নিয়ে, নিকিফোরিচের মুখে শোনা বিপদকে উপেক্ষা করে গোর্কি ছুটে গেলেন সেই

সমস্ত ব্যক্তিদের কাছে যাঁদের জীবন ছিল বিপ্লবের সঙ্গে এক নিবিড় সূত্রে আবদ্ধ।

গোপদ বিপ্লব মহলে গোর্কি যথেষ্ট সহানুভূতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু এখানেও তাঁর প্রতি মনোভাব যেন কিছুটা করুণা মিশ্রিত ছিল। "জনগণের মধ্য থেকে আসা একজন ব্যক্তি যিনি নিজ প্রচেষ্টায় আলোকপ্রাপ্ত হয়েছেন"—বিদগ্ধ বিপ্লবীরা গোর্কির পরিচয় দিতেন এইভাবে। তাঁর প্রশংসা করতেন তাঁরা খুব, কিন্তু তাঁর বক্তব্যের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন না।

অনেক সময় গোর্কি নিজের চিন্তা বিষয় তাঁদের নিকট উল্লেখ করতেন।

"আঃ চেপে যাও"—সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিতেন তাঁরা তাঁকে।

গোর্কি নিরুপায় নিজ বক্তব্য চেপে যেতেন।

একটি ডাইরীতে গোর্কি কোন পড়া বই থেকে বিশেষ বিশেষ অংশ লিখে রাখতেন এবং সেই সঙ্গে টুকে রাখতেন নিজের লেখা কতকগুলি কবিতা। তাঁর কবিতাগুলি ছিল হতভাগ্য বন্ধু আনাতোল আর নোংরা ঘোলাটে ধারায় কারখানার মেঝেতে ঝরে পড়া তরল বরফ রাশি এবং সর্বোপরি তাঁর অতি প্রিয় ভল্গা সম্পর্কে।

গোর্কি তার সেই নোট বইটি কোনো দিন কাউকে দেখান নি।

মাকার জীবনের একটি ঘটনা

"ভদ্রে, দাঁত ব্যথার উপশম হয় এমন কোন ব্যবস্থা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে, না? কিন্তু আমি দাঁত ব্যথা অনুভব করছি আমার হৃদয়ে। এটি এক দুষ্ট ব্যথা; কিন্তু এক আউন্স সীসা ও

বার্থোল্ড সোচায়ার্জ আবিষ্কৃত কিছু পরিমাণ দন্ত-
মাজন এই ব্যথার এই আশ্চর্য প্রতিষেধক।
(হাইনরিখ হাইন)

নিঝনি নভগোরজ থেকে একটি চিঠিতে গোর্কি ঠাকুরমার মৃত্যু-সংবাদ পেলেন। ঠাকুরমা ছিলেন পৃথিবীতে গোর্কির একমাত্র আপন জন।

শরৎকাল এলো—এবং সেই সঙ্গে নামল বিরামহীন বর্ষা। নিকিফোরিচের মুখে শোনা সেই অদৃশ্য গ্রন্থির কথা মনে পড়ল গোর্কির। রুগ্ন, পীড়িত সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি যেন ঐ ভয়ংকর গ্রন্থি-জালে জড়িয়ে পড়েছে!

অতীতের কথা মনে পড়ল তার—ঠাকুরমার কথা, বনের মধ্যে তাঁদের আশ্চর্য পরিভ্রমণ আর বইগুলির স্মৃতি। জীবনের সমস্ত কিছু সুন্দর ও উজ্জ্বলতায় সমৃদ্ধ সেই স্মৃতি, বাকি সবই যেন দীর্ঘস্থায়ী শরৎকালের মত অবসাদক্লিষ্ট, পীড়াদায়ক। নিশীথরাত্রির নির্জনতায় গোর্কির ছোট বাসগৃহ থেকে পরিমাপহীন গভীর বিষণ্ণতা উৎসারিত হয়ে পড়ত। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি একটি বেহালা নিয়ে বাজাতে বসতেন···।

ঐ বছরটিতে দেশে যেন আত্মহত্যার এক সর্বনাশা মড়ক লেগে-ছিল। জনৈক ছাত্র তার শেষ চিঠিতে জীবন থেকে দ্রুততর নিষ্কৃতির কথা উল্লেখ করেছিল। গোর্কির অনেক বন্ধু ও এমনি পলায়নের পথ বেছে নিয়েছিলেন। মুকিকান্তস্কি নামে এক মাথা চুল আর বিষণ্ণ চেহারার একটি ছাত্র গুলি করে নিজের জীবনাবসান ঘটিয়েছিল।

১৮৮৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর কাজানের "দি ভলজ্‌স্কি ভেস্তনিক" কাগজে এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়। ১২ই ডিসেম্বর রাত ৮টায় কাজানকা নদীর তীরে পদল্যুজনায়া স্ট্রিটে এলেক্সি ম্যাক্সিমোভ পেশকভ নামে নিঝনি নভগোরদের জনৈক কারিগর আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে রিভলবার দিয়ে নিজ দেহের বাম পার্শ্বে গুলি করে। তাকে সঙ্গে সঙ্গে জেমস্তভো হাসপাতালে পাঠান হয়, ডাক্তারের মতে তার

আঘাত গুরুতর। একটি ছোট চিঠিতে পেশকভা ঘোষণা করেছে—তার মৃত্যুর জন্য অপর কেউ দায়ী নয়।

এলেক্সি ম্যাক্সিমোভ নামে নিঝনি নভগোরদের কারিগর ব্যক্তিট কেন আত্মহত্যা করেছিল পঁচিশ বৎসর পর গোর্কি তাঁর "মাঝার জীবনের একটি ঘটনা" গল্পে এর জবাব দিয়েছেন। আত্মহত্যার প্রচেষ্টা একটি ঘটনামাত্র ছিল কিন্তু ঘটনাটি নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক। যে অবিশ্বাস্য জটিলতা গোর্কির জীবন পথ কণ্টাকাকীর্ণ করে রেখেছিল এ ছিল তারই একটি দৃষ্টান্ত।

আত্মহত্যার সংকল্প নিয়ে গোর্কি তিন রুবল মূল্যে বাজার থেকে একটি ভারী "টুলা" পিস্তল সংগ্রহ করেন। সেই রাত্রেই তিনি তার এই ভয়ংকর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শহর প্রান্তে উপস্থিত হন—নদীর তীরে বরফ স্তূপের মধ্যে তাঁকে শায়িত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং সংগে সংগেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর জামার পকেটে একটি অদ্ভুত ধরণের চিঠি পাওয়া যায়। চিঠিতে লেখা ছিল ঃ "আমার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী করে যাচ্ছি কাজান কবি হাইনকে—যিনি হৃদয়ের মধ্যে এক দাঁতে ব্যথা খুঁজে পেয়েছিলেন। এই সঙ্গে আমার ছাড়পত্র গাথা রইল, আজকের উপলক্ষে আমি এই ছাড় পত্রটি বিশেষ করে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। আমার শব পরীক্ষা আপনারা করুন এবং দেখুন কোন শয়তান ইদানিং আমার ঘাড়ে চেপেছে। ছাড়পত্র থেকে জানা যাবে আমি এলেক্সি পেশকফ।"

ডাক্তার এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, তিন দিনের মধ্যে আহত ব্যক্তিটির মৃত্যু হবে। ডাক্তারের কথাগুলি গোর্কির অর্ধচেতন মনে প্রবেশ করে—অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠেন তিনি—"না, আমার মৃত্যু হবে না।"

অধ্যাপক বিরক্ত হলেন। স্পষ্টই বুঝা গেল রুগ্ন ব্যক্তিটির ব্যবহার শিষ্টাচারসম্মত নয় বলেই তিনি মনে করেছিলেন।

গোর্কির মৃত্যু হল না; ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করতে লাগলেন।

তিনি। এই সময় তাঁর পুরাতন বন্ধুরা সোমিওনোভের বিস্কুট কারখানার শ্রমিকগণ—হাসপাতালে তাঁকে দেখতে আসতেন। তাদের মুখে গোর্কি শুনতেন সান্ত্বনার কথা—যে কথা ছিল সহজ মমতাময় আর মানবীয় স্নিগ্ধতায় সমুজ্জ্বল। গোর্কির মনে হল "হৃদয়ের সেই দাঁতব্যথা" যেন তিনি আর অনুভব করছেন না—যেন তা কেটে গেছে, তিনি বাঁচতে চাইলেন, উপভোগ করতে চাইলেন, একটি পরিপূর্ণ মহৎ জীবন।

গ্রাম্য বিক্রয়-শালা

ডেরেংকভের রুটিশালায় ফিরে এলেন গোর্কি। কিন্তু বেশী দিন তাঁকে থাকতে হয়নি সেখানে।

মিখাইল এ্যানটোনভিচ রোমাস নামীয় একজন লোক ডেরেংকভের কারখানায় মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতেন। একজন তালা নির্মাণ-কারীর পুত্র এবং ভূতপূর্ব রেলশ্রমিক এই প্রৌঢ় বিপ্লবীটি—সুদীর্ঘ দশ বছর তিনি নির্বাসনে কাটিয়ে ছিলেন—অসাধারণ শক্তি ও অবিচল নিষ্ঠার অধিকারী ছিলেন তিনি।

গোর্কি সম্পর্কে রোমাস আগ্রহশীল হয়ে উঠলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে—রুটি-কারিগর এই ছেলেটির জীবনে উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকের প্রয়োজন ছিল। সহৃদয় বিপ্লবী রোমাস গোর্কিকে ক্রাস্নোভিদোভা নামে ভল্গার তীরে একখানা গ্রামে চলে আসতে আমন্ত্রণ জানালেন।

ঐ গ্রামে তাঁর একটি ছোট দোকান ছিল। এই দোকান ঘর ছিল গ্রামাঞ্চলে রোমাসের নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং এইখান থেকেই তিনি কৃষকদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচার-কার্য চালাতেন।

গোর্কি রোমাসের সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করলেন। ক্রাস্নো-

ভিদোভো-তে প্রথম গোর্কি কৃষকজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পান। এই পল্লীতে অতিবাহিত প্রতিটি দিন তাঁর সংবেদনশীল মনকে অধিকতর ভারাক্রান্ত করে তুলত।

গোর্কির পড়া বেশীর ভাগ বইতে গোর্কি পেয়েছেন স্বপ্নাতুর অমায়িক কৃষক চরিত্র। ক্রাস্নোভিদোভা-তে গোর্কি দেখলেন সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ—দেখলেন অন্ধ বিদ্বেষ আর তীব্র লোভ এখানকার কৃষকদের মধ্যে। ভাঙা একটা মাটির কলস নিয়ে তিন তিনটে পরিবার একদিন মারপিট করল—ফলে এক বুড়ির ভাঙল হাত, আর এক ছোকরার ফাটল মাথা। সাত দিনও যেত না,—এই ধরনের আবার একটা গোলমাল হঠাৎ বেধে যেতে।

গাঁয়ের অবস্থাপন্ন লোকরা রোমাস ও তাঁর দোকানের নিন্দা করত। এক আধ দিন সন্ধ্যার সময় তাঁর দোকাদের কাছে লোক জমা হত আর তাঁর সম্বন্ধে যে সব কথা বলত তা মোটেই প্রসংসাসূচক নয়!

গোর্কির আসবার অল্পদিন পরেই জোতদাররা সক্রিয় হ'ল স্বভাবগত অনাচারে।

রোমাসের বন্ধু ইজট নামীয় কৃষককে একদিন ভল্গার তীরে পাওয়া গেল,—প্রাণহীন দেহ—মাথার খুলি ফাটা।

তারপর একদিন অজ্ঞাত-পরিচয় কোন ব্যক্তি রোমাসকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল। এরপর স্বেচ্ছাচারী জোতদাররা একদিন রোমাসের বাড়ীর কাঠের গুঁড়ির ভিতর বারুদ দিয়ে তাঁর উনানটাকে একদম উড়িয়ে দিল। শেষকালটায় তারা তাঁর বাড়ি আর দোকানে আগুন লাগাল।

গোর্কি ছিলেন তখন সেই বাড়ির একটা ঘরে। আগুনের শিখায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লেন তিনি। তৎক্ষণাৎ ভেড়ার চামড়ার একটা কোট গায় পরে জানালা দিয়ে ঝাঁপ মেরে বাইরে এলেন। রোমাসের দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেল। অন্যত্র আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য হন গোর্কি।

ক্রাস্নোভিদোভী ত্যাগ করে বন্ধু ব্যারিনোভকে সাথে করে গোর্কি চল্‌লেন নদীপথে অস্ট্রাখান। পথে কাটল অনেক দিন। কখনও প্যাসেঞ্জার ষ্টীমবোটের মাঝি, কখনও বা ছোট জাহাজের খালাসি হয়ে তাঁরা পাড়ি দেন এই দীর্ঘপথ। অবশেষে তাঁরা পৌঁছালেন ক্যাসপিয়ানে। এখানে গোর্কির ভাগ্যে প্রথম সমুদ্র দর্শন ঘটল।

রুটিওয়ালা আর দোকানীর সহকারী সেদিনকার গোর্কি আজ ক্যাসপিয়ানে হলেন জেলিয়া—শুরু করলেন মাছধরার আজ।

নৈশ পাহারাদার

কাজান! ক্যাস্‌পিয়ান থেকে ফিরে আসার পর কাজানে আর ভালো লাগছিল না গোর্কির। ডেরেংকভের দোকান ছিল বন্ধ। পুরানো বন্ধুদের অনেকেই এখন নেই।

শহরের ভিতর থাক্‌বার জয়গা না পেয়ে গোর্কি ডোবরিনকা নামক এক ছোট নিরালা স্টেশনে নৈশ পাহারাদারের কাজ নিলেন।

শহর থেকে দূরে বনবাসীদের পর্ণকুটিরে অথবা অখ্যাতনামা কোন রেল স্টেশনের ধারে বাস করবার আকাঙ্ক্ষা গোর্কির মনে ছিল বাল্যকাল হতে। এতদিনে তাঁর সে আশা পূর্ণ হল' বটে কিন্তু মানসিক শান্তি গোর্কির ভাগ্যে জুটল না এখানেও।

রোজ সন্ধ্যা ছ'টা থেকে ভোর ছ'টা পর্যন্ত গোর্কি লাঠী হাতে মালগুদামের আশে পাশে ঘোরেন আর ময়দার বস্তাগুলোর উপর পাহারা দেন। গোর্কি নজর রাখেন কাছাকাছি বস্তির কসাকরা যাতে ময়দা চুরি না করে।

এ সব ব্যাপারে কসাকরা যে শুধু মাথা গলাত তা নয়! স্টেশনের মাষ্টার মশায় নিজের মত একটা ভাগ আত্মসাৎ করতে কখনও পরাঙ্মুখ হ'তেন না। স্টেশনমাষ্টার ছিলেন খুব মোটা; চোখ দুটো ফুলো, আর দাড়ি একদম কালো। দেশের লোকরা

তাঁর নাম দিয়েছিল "আফ্রিকান"। দক্ষিণ থেকে ক্যাসপিয়ান হ'তে আসার পথে জাহাজী মালের লরী যখন থেমে যেতো ডোবরিংকা-তে 'আফ্রিকান' প্রবেশ করতেন গাড়ির ভিতর। কারণ পারস্যে রেশম আর পূবদেশের খাবারে ভর্ত্তি হ'ত গাড়িগুলো। 'আফ্রিকান' চোরাই মাল বিক্রি করে যে পয়সা পেতেন সেই পয়সায় মদ্যোৎসবের আড্ডা চালাতেন। এই আড্ডায় গোর্কিকে ভিড়তে বাধ্য করলেন স্টেশন মাষ্টার।

সৌভাগ্যবশতঃ গোর্কিকে এখানে মাত্র কয়েক মাস থাকতে হ'ল। স্টেশনমাস্টারের এক পাচিকা ছিল,—মনিবের মত-ই সে মোটা। সে হ'ল গোর্কির দুষমন। সারারাত খেটে গোর্কি যখন ফিরতেন ঘরে তখন পাচিকাটি তাকে দিয়ে উঠোন-ঝাড়, উনান-ধরান, গোয়াল সাফ প্রভৃতি গেরস্থালী কাজ করাত।

পাচিকার নামে নালিশ করলেন গোর্কি রেলের বড় আপিসে। সাধারণতঃ এ ধরনের নালিশ বিবেচনা করতে চান না রেল আপিসের বাবুরা। গোর্কি তাই বুদ্ধি করে সরস একটা কবিতায় তার নালিশ জানিয়েছিলেন।

এ রকম আবেদন-পত্র তাঁরা কোন দিন পাননি। তাই তারা সবটা পড়ে গোর্কির কষ্ট দূর করবার ব্যবস্থা করলেন। বরিসো-গ্লেবসক নামক মালগাড়ির একটা স্টেশনে গোর্কির বদলির হুকুম হ'ল।

এই প্রাদেশিক শহরের জীবনধারার বীভৎস মূঢ়রূপ বিস্ময়াবিষ্ট করল' গোর্কিকে। ভূত তাড়াবার জন্য প্রার্থনার অনুষ্ঠান হয় এখানে শহরের মেয়রের আদেশে। শহরের বিদ্যালয়ের শিক্ষক সাধারণ স্নানাগারে নিজের স্ত্রীকে বেত্রাঘাত করেন ফি শনিবারে। শহরের কেউ এতে ক্ষুব্ধও হয় না, বিস্মিতও হয় না।

"পাহারাদার" গল্পে গোর্কি তাঁব সেদিনকার জীবনের কথা আমাদের জানিয়েছেন ঃ

জীবনের ভরপুর আনন্দ আর গৌরবময় কাজ করার স্বপ্ন নিয়ে আমি পাহারা দিতাম ময়দার বস্তা, ত্রিপল, শ্লিপার আর কাঠ। কাছাকাছি বস্তীর কসাকদের হাত থেকে এ সব রক্ষা করতাম। আমি হাইন ও সেকস্‌পীয়ারের বই পড়তাম বটে কিন্তু সহসা এক আধ দিন রাত্রে আমার পরিবেশ আমাকে এমন অভিভূত ক'রে ফেলত' যে আমি একেবারে শূন্যমনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে বা বসে থাকতাম যেন কোন আঘাত আমার মাথার উপর পড়ে আমাকে বিমূঢ় করে রাখত।

বরিয়োগ্লেবসক্‌ স্টেশনের কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন শিক্ষিত-লোক—ইউনিভারসিটির আর কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, অর্থনীতিবিদ্‌ এবং সৈন্য বিভাগের অফিসার। রাজনীতির ব্যাপারে এদের কাউকেও বিশ্বাস করা চলে না। তাঁরা কোনদিন জেলে বা নির্বাসনে যাননি।

বরিসোগ্লেবসকের কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেদের সম্বন্ধে গোর্কির যা ধারণা তা তিনি একদিন বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁদের জানালেন। তাঁরা শুধু মাত্র হাসলেন—যেন গোর্কির এ আলাপ তাঁদের কাছে মজার গল্প। গোর্কি খুব বিস্মিত হলেন।

কাজানে তিনি বিপ্লবী দলে ছিলেন। তখন একটা জিনিষ বেশ স্পষ্ট ভাবেই তিনি অনুভব করতেন—যেন কোন এক অদৃশ্য বাধা তাঁকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখত বুদ্ধিজীবিদের কাছ থেকে। এতে তিনি মনে খুব ব্যথা পেতেন। তবুও তিনি তাঁদের সম্মান করতেন। কিন্তু এই বরিসোগ্লেবসের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে হীনতা ও অশ্লীলতা ছাড়া গোর্কি আর কিছুই পেলেন না। এঁদের মধ্যে মাত্র বাজ্‌হেনভ গোর্কির কথা শুনে বলেছিলেন—কী ভয়াবহ ব্যাপার? কথাটা তিনি বেশ সরল মনেই বলেছিলেন। এই লোকটির উপর গোর্কির খানিক শ্রদ্ধা জন্মেছিল।

মানুষ সম্বন্ধে খারাপ ধারণা গোর্কিকে সে সময় পেয়ে বসলো।

মানুষের উপর তাঁর অদ্ভুত রাগ আর ঘৃণা জন্মাল। সেই তিক্ত নির্জন-বাসের দিনে গোর্কি বই পড়ে জানলেন যে মানুষের জীবনে যে শুধু নোংরামি আর বোকামি আছে তা' নয়—ঔজ্জল্য ও সুখও আছে।

গোর্কির এতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের ভাবনা তাঁকে ব্যথাতুর করে তুলল। ওজন-তদারকের কাজ নিয়ে বরিসোগ্লেবসক থেকে গোর্কি বদলি হলেন ক্রুটায়া স্টেশনে।

ক্রুটায়া বেশ ছোট স্টেশন। চারিপাশে তৃণভূমির প্রান্তর ঃ নিরালায় গোর্কির অন্তর এমন আবিষ্ট হত যে মনে হ'ত তাঁকেও কে যেন বসিয়ে রেখেছে এক প্রকাণ্ড অদৃশ্য ঘন্টার তলে। ঝিঁঝিঁ পোকা ডেকে উঠত'—মশা ভন্ ভন্ করত' হঠাৎ হয়ত একখানা ট্রেন স্টেশন পার হ'ত। আর কোন সাড়া শব্দ হ'ত না স্টেশনটায়।

বরিসোগ্লেবসকে বই পেতেন গোর্কি। ত্রিপল পাহারা দেওয়া শেষ হ'লেই 'হাইন', 'সেকস্পীয়ারে'র বই নিয়ে বসতেন গোর্কি। ক্রুটায়াতে বই পাওয়া যেত না। গোর্কির সম্বল মাত্র 'নেভা'র খান কতক পাতা মোড়া পুরানো সংখ্যা।

একদিন গোর্কি খবর পেলেন যে তাঁর বরিসোগ্লেবসকের বন্ধু ব্যাজহেনভ গির্জার প্রাঙ্গণে বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করেছেন। মরবার আগে তিনি একখানি পত্রে আনুরোধ জানিয়ে গেছেন যেন তাঁর সমস্ত বই ক্রুটায়াতে "ম্যাক্সিমিচ্" এর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এমনি অনেক সময় গোর্কি প্রত্যক্ষ করেছেন—যাঁরা তাঁর মতে অপর লোকেদের চেয়ে ভালো তাঁরাই আত্মহত্যা করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

বাইশ বছর বয়সে সৈন্য বিভাগে চাকুরীর জন্য হাজির হবার নিয়ম। গোর্কির বয়স বাইশ হ'য়ে এল প্রায়।

ক্রুটায়া ছেড়ে গোর্কি চললেন পায়ে হেঁটে নিঝনি নভগোরদে। সবে মাত্র তখন বসন্তকাল। গোর্কি জানতেন—শরতের আগে যাবে না গাঁয়।

পুরানো ওকের গান

ডন দেশের ভিতর দিয়ে পায়ে হেঁটে চললেন গোর্কি। টামরভ আর রিয়াজান অঞ্চল পরিদর্শন করলেন তিনি। পথ চলতে চলতে বস্তি, গ্রাম, মাঠ পেলে তিনি সেখানে বিশ্রাম করতেন। টুক্‌টাক কাজকর্ম করে যে পয়সা পেতেন তাতে তাঁর চলে যেত। রাশিয়ার অভ্যন্তরে গোর্কির এই প্রথম ভ্রমণ।

সেপ্টেম্বর গোর্কি মস্কোতে পৌছালেন। মস্কোতে পৌঁছে তিনি তাড়াতাড়ি খামভনিকি জেলার টলস্টয়ের খামার বাড়ীতে গেলেন। টলষ্টয় সে সময় বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁর সহধর্মিনী সোফিয়া এনড্রেয়ভনা আগন্তুককে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং কফি আর রুটি খেতে দিলেন। টলস্টয়-পত্নী কথায় কথায় বললেন যে, যত খারাপ, অপদার্থ লোক লেভ্‌ নিকোলায়েভিচের সাথে দেখা করতে আসে। গোর্কি বিনয়ের সাথে তাঁর কথায় সায় দিলেন।

গোর্কিকে যেতে হবে আরও দূর—নিঝনিনভগোরদ। এই পথের কথা স্মরণ করে তিনি বলেছেন ঃ

"সেপ্টেম্বর মাসেব শেষ। শরতের বৃষ্টি প্রচুর পড়েছে মাটিতে। নাড়া ভরতি মাঠের উপর দিয়ে বয়ে যায় ঠাণ্ডা হাওয়া। বনে বনে নানান্ রঙের মেলা। সারা বছরের মধ্যে এই সময়টা হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর; কিন্তু খালি পায়, বিশেষ ক'রে ছেঁড়া জুতো পায় পথ চলার পক্ষে এটা ভাল সময় নয়।

মস্কোর মালগাড়ীর স্টেশনের একজন রেলওয়ে গার্ডকে ধরে আমি একটা ভ্যানে উঠলাম। এতে আটটি চারকেশ ষাঁড় যাচ্ছিল, নিঝ্‌নি নভগোরদের কসাইখানায়। পাঁচটা ষাঁড় বেশ ঠাণ্ডা ছিল কিন্তু বাকি তিনটি কেন যেন আমাকে মোটেই ভালো চোখে দেখছিল

না। সারাপথ তারা যতটুকু পারছিল আমার অস্থবিধা করে উল্লাসে ডেকে উঠেছিল।

রেলের গার্ডবাবু খাটো মানুষ। পা ছুটো বাঁকা, ঠোকরানো দাঁড়ি। ষাঁড়দের খাওয়ানর ভার তিনি চাপালেন আমার উপর। ভ্যানটা থামলেই তিনি এক গাদা বিচালি দরজার ভিতর দিয়ে আমার হাতে গুজে দিতেন এবং বলতেন—"নাও এদের খাওয়াও"। এই ষাঁড়গুলোর সংগে আমার চৌত্রিশ ঘণ্টা কাটল। সব সময় আমার মনে হচ্ছিল এমনতর কাদাকার প্রাণীর সংগে জীবনে যেন আর কোনদিন দেখা না হয়।"

শুধু হাতে গোর্কি গাঁয় ফিরলেন না। তাঁর বোঁচকায় ছিল কবিতাভরা একখানা নোট বুক আর একখানা বড় কবিতা—'পুরানো ওকের গান।'

এই কবিতা গোর্কির আনন্দের বস্তু ছিল। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কবিতাটি ছাপা হ'লে বন্ধুদের মনে অক্ষয় ছাপ রাখতে পারবে নিশ্চয়।

সামরিক বিভাগে গোর্কির কাজ হ'ল না। ডাক্তার বললেন : এর বুক ছেঁদা—একদম অকেজো লোক। অগত্যা অন্য কাজ দেখতে হ'ল গোর্কির। কাজ হ'ল ভাঁটিখানায়। ভাঁটিখানায় অন্যান্য কাজের মধ্যে একটা কাজ ছিল তাঁর—খদ্দেরদের হাতে হাতে ব্যাভারিয়ার গমের সরাব বিলি করার কাজ।

গোর্কির অদ্ভুত সাজ দেখবার জন্য রাস্তার লোক উন্মুখ হ'ত। যাত্রাদলের দস্যুর ভূমিকার অভিনেতাদের মাথার টুপির মত গোর্কির টুপি—চওড়া কিনারা, পাচকের অঙ্গরাখের মত অঙ্গরাখ আর পুলিশ কর্মচারীদের মত পায়জামা পরনে।

গোর্কির উপর পুলিশের দৃষ্টি পড়ল। এই অদ্ভুত গম সরাব বিলি-কারকের পোশাকের জন্য নয়—তার কারণ অন্য।

নিঝনি নভগোরদে সে সময় অনেক বিপ্লবী বাস করতেন। কয়েকজন ছিলেন গোর্কির কাজানের বন্ধু। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলযোগের পর নিঝনেনভগোরদে বিপ্লবীরা নির্বাসিত হ'য়েছেন।

বিপ্লবী দলের সভা সমিতিতে যোগদান ক'রতেন গোর্কি পাচকের পোশাকে—পুলিশের পায়জামা পরনে। কাজানের দুজন নির্বাসিত বিপ্লবীর সংগে গোর্কি বাস করতেন একত্রে, একজন চোখন, জনৈক ভূতপূর্ব শিক্ষক—অপরজন সোমভ, একজন প্রাক্তন ছাত্র।

গোর্কি ও তাঁর বাসভবনের উপর পুলিশের কড়া নজর বসল। নিঝনিনভগোরদের কারিগর এলেক্সি পেশকভের যাবতীয় সংবাদ জানাবার জন্য নানান শহরে অনুসন্ধান শুরু হ'ল। শীগ্‌গির সোমভের গ্রেফতারের জন্য পিটারসবার্গ থেকে পরোয়ানা বার হ'ল। ইতিমধ্যে সোমভ আত্মগোপন করলেন।

পুলিশ সোমভকে পেল না। গোর্কিকে তারা নানা রকম জেরা করল। উপরওয়ালাদের কাছে পুলিশ জানাল : পেশকভের কথা বড় কাটাকাটা। গোর্কিকে গ্রেফতার করা হ'ল। নিঝনিনভগোরদ্ব জেলখানায় চারটি গোল গুম্বুজের মধ্যে একটায় আটক করে রাখা হ'ল গোর্কিকে।

জেরার সময় সৈন্যাধ্যক্ষ বেশ রুক্ষভাবে বললেন গোর্কিকে— "নিজেকে কি ধরনের বিপ্লবী বলে মনে কর? দেখছি কবিতা-টবিতা লেখ। ভাল। এসব জিনিষ কোরোলেংকো-কে দেখানোই ভাল। তাঁকে চেনো ত?" যাবার সময় তিনি বলে গেলেন—"তোমার উচিত পড়াশোনা করা। লিখো কিন্তু এরকম জিনিষ লিখো না।"

এরকম জিনিষ মানে বৈপ্লবিক লেখা। সেদিন কী ছাই সৈন্যাধ্যক্ষ জানতেন যে কয়েক বছর পর এই গোর্কির লেখা তাঁর ও তাঁর লোকেদের জ্বালিয়ে মারবে।

কারাগারে গোর্কি থাকলেন একমাস। এর পর পেলেন মুক্তি। গোয়েন্দার খাতায় তখন গোর্কির নাম। পুলিশের চোখ সব সময় থাকত গোর্কির গতিবিধির উপর। বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথ থেকে গোর্কি কিন্তু সরে দাঁড়ালেন না। তবে সৈন্যাধ্যক্ষের উপদেশ মত কোরোলেংকোর সংগে দেখা করতে চললেন গোর্কি।

ভ্‌লাডিমির কোরোলেংকো নিঝনিনভগোরদে বাস করতেন সে সময়। বুদ্ধিজীবিমহলে তাঁর গল্প ও উপন্যাস ছিল সমাদৃত। ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারীরা ভয় করতেন সংবাদপত্রের স্তম্ভে তার গরম লেখা। সে সময় একটা অদ্ভূত কথা লোকের মুখে শোনা যেত—জার সরকারের উচ্ছেদের জন্য বিদেশী লোকেরা কোরোলেংকো-কে নাকি রাশিয়ায় পাঠিয়েছেন।

গোর্কি কোরোলেংকো-কে তার কবিতা দিলেন—সেই কবিতা "পুরানো ওকের গান" যার জন্য গোর্কি রীতিমত গর্ব অনুভব করতেন।

মোটা পুঁথিটার পাতা উল্‌টিয়ে উল্‌টিয়ে দেখতে লাগলেন কোরোলেংকো। পুঁথিখানা তিনি ফেরত দিয়ে প্রচ্ছদে এই ক'টি কথা লিখলেন—এই কবিতা পড়ে তোমার যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন ধারণা করা কঠিন, তবে আমার মনে হয় তুমি গুণী লোক। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু লিখে আমাকে দেখিও। আমি কবিতার সমজদার নই। তোমার এ কবিতা আমার কাছে দুর্বোধ্য তবে দু চারটে ছত্র বেশ স্পষ্ট ও জোরালো।

গোর্কি স্থির করলেন আর কিছু লিখবেন না। গদ্যও নয়, পদ্যও নয়। এরপর দু'বছর তিনি যে নিঝনি নভগোরদে ছিলেন, কোনদিনও তিনি কলম ধরেন নি।

জীবনে আসক্তি কই গোর্কির। ভাটিখানায় মদের ব্যারেল-ঠেলা জীবনে মোহ কোথায়? গোর্কির-মন আবার আগেকার মত শূন্যতায় ভরে উঠল। ক্রুটায়ার কটা দিনের স্মৃতি আবার তাঁর মনের দুয়ারে ঘা দেয়।

বুদ্ধিজীবিদের পাঠচক্রে এবার যোগ দিলেন গোর্কি। খুব ভাল ভাল লোকের সঙ্গে এখানে তাঁর পরিচয় হ'ল। গোর্কি বেশ স্পষ্টভাবে অনুধাবন করলেন যে গণমানব থেকে—বাস্তব জীবন থেকে তাঁরা সবাই অনেক দূরে। তাঁরা বই পড়েন—বিতর্ক-সভায় ভাল বক্তৃতা দেন। ব্যস্ এই পর্যন্ত। কোন কাজ তাঁরা করেন না। গোর্কির দরকার অন্য কিছু প্রকৃত জীবন, খাঁটি অনুভূতি তাঁর কাম্য।

গোর্কি সিদ্ধান্ত করলেন তাঁকে অন্য কোথাও যেতে হবে, পাড়ি দিতে হবে দূর পথ। কোন অভিযানে স্বেচ্ছাসেবক হবার জন্য তিনি সচেষ্ট হ'লেন। তাঁর পরিচিত এক কর্মচারী তাঁকে পামির নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর যাওয়া হ'ল না। সরকারী সন্দেহ হ'ল তাঁর কাল।

গ্রীষ্মের রাত্রিতে একদিন তিনি পাহাড়ের উপর একখানা বেঞ্চিতে বসে দেখছিলেন ভল্‌গা আর তার অপর পারের কুয়াশা ভরা প্রান্তরের শোভা। একজন আগন্তুক তাঁর পাশে এসে বসলেন। এই ভদ্রলোক কোরোলিংকো। গোর্কিকে তিনি বল্‌লেন—লিখছ ত'!

—'না!'

'দুঃখের কথা। সত্যিই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তুমি গুণী লোক। মন তোমার ঠিক নেই?'

কথাটা সত্যি। গোর্কির মন ঠিক নেই। নিজের সাহিত্যিক প্রতিভার উপর আস্থা হারিয়েছেন তিনি। বুদ্ধিজীবিদের পণ্ডিতী তর্কবিতর্ক তাঁর কাছে একঘেয়ে, নিরর্থক লাগে। এর উপর তিনি আবার পড়েছেন প্রেমে। এই তাঁর প্রথম প্রেম। তাঁর প্রেয়সী বিবাহিতা এবং স্বামী ত্যাগে অরাজী।

গোর্কি ত্যাগ করলেন নিঝনিনভগোরদ। দু'বছর আগে তিনি এ ভাবে ত্যাগ করেছিলেন ছোট রেল স্টেশন ক্রুটায়া। আবার রাশিয়ার অভ্যন্তরে পথচলা তাঁর সুরু হ'ল।

পরিভ্রমণ

"ভয়ঙ্কর রকম সন্দেহজনক লোক। ভাল পড়াশুনা আছে। লেখে ভালো। সমস্ত রাশিয়া পরিভ্রমণ করেছে—বেশীর ভাগ পায়ে হেঁটে।

(গোর্কির পুলিশ ফাইলের একাংশ)

ভল্‌গা ধরে গোর্কির যাত্রা সুরু হ'ল। জারিজিন-এ এসে গোর্কি নদীপথ ছেড়ে তৃণভূমির উপর দিয়ে চললেন জনপদের ভিতর।

রোসটোভ। কিছুদিন গোর্কি থাকলেন এই জায়গায়। এখানকার নোংরা বন্দরে পাওয়া গেল কাজ···তুরুখদের স্টীমার থেকে ভিজে চামড়া আর তামাকের ঝুড়ি খালাস করবার কাজ। সেমিওনভের রুটি-শালার মত এখানে কাজ করতে হ'ত পনেরো ঘণ্টা। তবে এখানকার রোজ ছিল বেশী। গোর্কির রোজ ছিল রোসটোভ বন্দরে পঞ্চাশ কোপেক সারাদিনে। আশাতীত বেশী রোজ। সোমওনভ তাকে দিত মাত্র দশ কোপেক।

অবসর সময়ে গোর্কি আর তার নতুন বন্ধুরা যেতেন নদীর কিনারায় ছ্যাঁচাবেড়ার ছাপ্পর ঘরে নাড়িভুঁড়ির মাংসের দোকানে। রোজগার যেদিন ভালো হ'ত তিনি 'ঈশপ' এই প্রহেলিকাময় ছদ্মনাম নিয়ে যেতেন শুঁড়িখানায়—জাহাজী মুটে আর গাড়োয়ানরা যেখানে সবসময় ভিড় করত।

বন্দরের কাছে নীচের তলার একটা ঘরে গোর্কি বাস করতেন। এক বুড়ী তার ঘরের একটা কোণ ভাড়া দিয়ে ছিল গোর্কিকে। এক এক রাতের জন্য ভাড়া দিতে হ'ত পাঁচ কোপেক।

---

* রাশিয়ার স্বল্পমূল্যের মুদ্রা বিশেষ, ভারতের দেড় পয়সার সমান।

রোসটোভ পরিত্যাগ করার পর গোর্কি ইউক্রেণের ভিতর দিয়ে চল্‌লেন পায়ে হেঁটে। রুমানিয়ার সীমান্তে দানিয়ুব নদীর বেসারাবিয়ায় উপনীত হলেন এখানে থেকে।

ক'বছর বাদে পুলিশ সেন্টপিটারসবার্গের কর্তৃপক্ষের নিকট সংবাদ পাঠাল।

নিঝনিনভগোরদ থেকে পায়ে হেঁটে রুমানিয়া এবং সেখান থেকে ফ্রান্সে যাবার মতলবে পেশকভ বেসারাবিয়া-তে উপনীত হয়েছিল। সীমান্ত পার হতে না দেওয়ায় সে ক্রিমিয়া আর ট্রানস-ককেশিয়ার দিকে হাঁটা দিয়েছে।

বেসারাবিয়া থেকে ট্রানস্-ককেশাসে ফিরবার পথে কয়েক হাজার ভার্স্ট (রাশিয়ার মাইল) চল্‌বার সময় কৃষ্ণসাগরের ধার বরাবর চল্‌লেন গোর্কি। মলডেভিয়া ও ক্রিমিয়া, কুবান ও জর্জিয়া প্রভৃতি নতুন অপরিচিত দেশ দেখে দেখে তিনি পায়ে হেঁটে চলেলেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে—দু'বছর চলল পরিভ্রমণ। নানান্ ধরনের জিনিস তাঁর মনের উপর রেখাপাত করত—সমুদ্র, বন্দর, জাহাজ, ঘোটক, প্রশস্ত মুক্ত তৃণভূমির আগুন, দূর পাহাড়ের অস্পষ্ট ছায়া, জিপসিদের ডেরা, তাতার মেষপালক, সাধু-সন্ন্যাসী, চোলাই কারবারী, জেলিয়া, ভবঘুরে, তীর্থযাত্রী।

কার্চগিরিসংকটে ডুবতে ডুবতে বেঁচে যান একবার গোর্কি। জর্জিয়ার সামরিক রাজপথে তুষার বৃষ্টির সময় একবার তিনি বরফে জমে যান। পদে পদে অনশন তার পথচলা-কে করেছে তিক্ত। প্রচুর খাদ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ দেশের ভিতর দিয়ে চলতেন তিনি কিন্তু প্রায়ই তাঁর বোচকায় একখণ্ড রুটীও থাকত' না। তিনি মনে করতেন এ তাঁর অপরাধ। সবচেয়ে মর্মন্তুদ এই যে, অনশনে তার চিন্তা করবার শক্তি ব্যাহত হ'ত।

এব্‌খাজিয়া-য় ছিল খুব ভালো বন্য মধু। বন্য মধু খেয়ে ভাল ভাবেই গোর্কির এখানে বেশ চলে যেত। লয়েল আর অ্যাজালিয়া

ফুল থেকে মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করত। গোর্কি গাছের কোটরে কোটরে মধু সন্ধান করতেন। মধু পেলে পাত্র ভরতি করে নিয়ে পথ চলতেন গোর্কি।

অবস্থা মাঝে মাঝে অচল হ'য়ে পড়ত। গোর্কি তখন যে কোন একটা কাজ নিয়ে ফেলতেন। ককেশাসে চারশেকদের গাঁয় খামারের কাজ নিয়েছিলেন। ইউক্রেনে য়িহুদী উপনিবেশের বাসিন্দাদের বাড়িতে রাঁধুনির কাজও করেছেন। কখন বা লবণ-ভাটিতে কিংবা রাস্তার মাটি তোলার কাজে জন-মজুরের কাজ নিতেন, আবার জেলিয়া গাঁয় জালে মাছ ধরে খোরাক যোগাড় করতেন।

একবার এক গ্রামে কোন কাজই পাওয়া গেল না। অগত্যা এক মৃত ব্যক্তির শিয়রে প্রার্থনা পাঠের কাজ নিলেন। সারারাত তিনি প্রার্থনা পাঠ করলেন। তারা যে পয়সা দিল তা তিনি নিলেন না—শুধু মাত্র কখানা রুটী নিয়ে আবার যাত্রা করলেন তৃণভূমির প্রান্তরের উপর দিয়ে। এক এক সময় তিনি নিজেই বিস্মিত হয়ে ভাবতেন—কোন প্রেরণার বশে তিনি চলেছেন দেশের পর দেশ! পথ প্রান্তরের টান ছিল সে প্রেরণা।

তুরুখদের ডিঙি ধীরে ধীরে সমুদ্রে গিয়ে পড়ত, দেখতে আশ্চর্য লাগত গোর্কির। তৃণভূমির মধ্যে মেঠো ইঁদুরেরা ঘুরত, তাদের কিচির মিচির শব্দ শুন্‌তে কি ভালোই না লাগত' গোর্কির। দুর্দান্ত পাহাড়িয়া নদীর ফেনিল বুকে গাছের পাতা নেচে নেচে ভেসে ভেসে বেড়াত—সে গোর্কির মনকে বিস্ময়াবিষ্ট করত। কাঠঠোকরা পাখীর কাঠ ঠোকরানর শব্দ গোর্কি যেই বুঝতে পারতেন অমনি বিস্ময়ে হতেন আত্মহারা। প্রত্যেকটি রাস্তা বেড়াতে···সব রকম মানুষের সাথে আলাপ করে বুঝতে গোর্কির ছিল বিস্ময়কর আকর্ষণ।

পমিয়া লভস্‌কি গোর্কির সবচেয়ে প্রিয় লেখক—নিঝনিনভগোরদ পরিত্যাগ করবার আগে গোর্কি তাঁর সমস্ত লেখা পড়ে শেষ করেন। একখানা উপন্যাসে তিনি বলেছেন—আমাদের অনুধাবন করা উচিত

দোকানী, ভবঘুরে, বাউণ্ডুল, ফায়ারম্যান প্রভৃতি সব রকম মানুষের প্রকৃতি।

গোর্কি খুব নিবিড়ভাবে সব রকম নরনারীর প্রকৃতি অনুধাবন করতেন। মানুষ সম্বন্ধে স্বল্প জ্ঞান নিয়ে অনেকে মানুষের কথা বলেছেন খুব বেশী। গোর্কির মানুষ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল নিবিড় ও প্রচুর।

গোর্কি কেবল মাত্র নীরব পর্যবেক্ষক নন; যদি কোন ঘটনা তার মর্মে আঘাত করত এবং ক্ষোভে রক্ত গরম হ'ত তা'হলে তিনি সেই ঘটনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে বসতেন। সে রকম একটা ঘটনা "ঘোটকীয় পরীক্ষা"।

ঘটনাটা ঘটেছিল ইউক্রেণের একটা গ্রামে। স্থানীয় লোকরা এ রকম ঘটনাকে বলে "ঘোটকীয় পরীক্ষা।" অসতী একজন বৌকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। ঘটনাচক্রে গোর্কি সেদিন সেখানে।

ছেলে-মানুষ বৌকে একদম উলঙ্গ করে একখানা গাড়িতে জোড়া হয়েছে একটা ঘোড়ার সাথে। বৌ-এর স্বামী একজন কৃষক, চোখ দুটো রক্তের মত লাল···মাথায় মাত্র এক আঁটি বালির মত রং-এর চুল। চাষা গাড়ির উপর চেপে বসে চাবুক লাগায় স্ত্রীর উলঙ্গ দেহে। পাড়ার লোকরা ধিক্কার দিতে দিতে চলেছে গাড়ির পিছনে।

এ যে কত বর্ব্বর শাস্তি তা কেও ভাবল না। হতভাগিনী নারীর পক্ষ নিয়ে দুটো কথা বলবার মতলব-ও কারো হ'ল না।

গোর্কি তাঁর "ঘোটকীর পরীক্ষা" গল্পে এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণনার শেষে তিনি লিখেছেন—

> ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে কাণ্ডিবোভকা, খারসন, গুবারনিয়া, নিকোলায়েভ উয়েজভ গ্রামে আমি ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি।

একটা কথা তিনি উল্লেখ করেননি। একজন লোক হতভাগিনী বালিকার হয়ে কথা বলবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই লোকটি স্বয়ং লেখক গোর্কি।

গাঁয়ের লোকের রাগ পড়েছিল গোর্কির উপর। বালিকার চেয়েও নিষ্ঠুর ভাবে তারা গোর্কিকে মেরে গ্রাম থেকে বার করে দিল এবং রাস্তার ধারে কাদার মধ্যে ফেলে রাখল।

জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন গোর্কি। কোন এক গ্রামের মেলা থেকে ফিরছিল এক বাজনাদার। ঝোপের ভিতর সে এই রক্তাপ্লুত মানুষটিকে দেখতে পেয়ে নিজের গাড়িতে তুলে নিল এবং নিকোলায়েভ হাসপাতালে ভর্তি করে দিল। কাণ্ডিবোভকা গাঁয়ের লোকের মারের চোটে গোর্কির প্রাণ তখন যায় যায়।

এ ঘটনা আকস্মিকভাবে গোর্কির প্রত্যক্ষ দৃষ্টির গোচর হয়। তা না হ'লেও গায়ের লোকেরা কি ভাবে জীবন যাপন করে তা জানবার জন্য অনেক সময় গোর্কি বড় রাস্তা ছেড়ে নামতেন গাঁয়ের পথে।

কুবানের বস্তিগুলো অতিক্রম করবার সময় তিনি শুনলেন মাইকপে লেগেছে ভীষণ দাঙ্গা। গরু-বাছুরের মড়ক সুরু হয়েছে অথচ প্রতিরোধের জন্য জারের লোকেরা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে তা একেবারে নগণ্য। গেরস্তরা রাগের মাথায় ক্ষেপে গিয়ে ঘা কতক দিল সরকারী পশু-চিকিৎসককে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সৈন্য আনালেন। কসাকরা কৃষকদের উপর গুলি চালাল। লোক মারা পড়ল অনেক।

ছুটে চললেন গোর্কি মাইকপে। যখন তিনি সেখানে পৌঁছালেন তখন তিনি দেখলেন বিধবা নারীরা ফেলছে চোখের জল—সর্বত্র বিভীষিকা; কসাকরা রাস্তায় মাতব্বরী করে।

নবাগত গোর্কির উপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নজর পড়ল। গোর্কিকে সামরিক ব্যারাকে বন্দী করে রাখা হ'ল, কারণ স্থানীয় জেলখানা তখন একদম ভরতি।

জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা সৈন্যাধ্যক্ষ জানবার চেষ্টা করলেন—এত গোলমালের সময় গোর্কির এখানে আসবার হেতু কী।

গোর্কি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন—রাশিয়াকে জানবার জন্য।

সৈন্যাধ্যক্ষ শপথ করে বললেন—এ রাশিয়া নয়, শূয়োরের দেশ।

গোর্কি পুলিশের কাছে নাম দিয়েছেন পেশকভ।

এই বন্দী লোকটির সব কিছু পুলিশের মনে সন্দেহ উৎপাদন করে। নির্দিষ্ট কোন পেশা নেই অথচ সারা দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন পায়ে হেঁটে। বোঁচকায় আবার বই-টইও আছে—কবিতার খাতাও একখানা আছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি উত্তর দিলেন উদ্ধতভাবে··· ঘৃণাভরা দৃষ্টির সাথে।

বন্দীকে অভিযুক্ত করার মত কোন প্রমাণ ছিল না। সামরিক ব্যারাকে ক'দিন আটক থাকার পর তিনি মুক্তি পেলেন।

সুখে দুঃখে ভরা গোর্কির জীবনে মাইকোপ-এর ব্যারাক হ'ল দ্বিতীয় বারের কারাগার।

প্রথম গল্প

গোর্কির দক্ষিণ রাশিয়া ভ্রমণ শেষ হ'ল ককেশাসে, তিফলিসে।

সুখময় ছিল না গোর্কির জীবন সেদিন-ও; সেদিনও সেই পুরাতন একঘেয়েমি, মাথা গুজবার জন্য একখানা ঘরের চেষ্টা, পুলিশের সাথে ঠোকাঠুকি আর হাড়ভাঙা খাটুনি; তবুও দিনগুলো ছিল ভালই···গোর্কির তরুণ জীবনে বোধ হয় সেই ছিল শ্রেষ্ঠ কাল। নতুন নতুন মানুষের সাথে পরিচয় হল, গোর্কির তিফলিসে; নতুন নতুন বন্ধুও জুটল।

রেল মেরামতি দোকানে গোর্কি কাজ নিলেন। বৈপ্লবিক মনোভাবাপন্ন মজুর ও ছাত্রের সংস্পর্শে এসে পড়লেন তিনি এখানে খুব শীগ্‌গির। অন্যান্য সব পরিচিত লোকের মত এরা মাতব্বরি ক'রে তাঁকে উপদেশ দিত না, সৎ ও অকৃত্রিম সাথী পেলেন তিনি এদের মধ্যে।

এদের সাথে মিশে মিশে তিনি বৈপ্লবিক প্রচারকার্য সুরু করলেন মজুরদের মধ্যে—বিশেষ করে রেলওয়ে মজুরদের মধ্যে। সব সময় কাঁসার বোতামওয়ালাদের* শুভাগমন আশঙ্কা করতে হ'ত গোর্কির।...আবার গোর্কির ভ্রমণের নেশা পেয়ে বসল। ভ্রাম্যমান অভিনেতা হবার সখ-ও হয়েছিল তাঁর এক সময়। সঙ্কল্প ছিল বোঁচকা ঘাড়ে করে ঘুরবেন তিনি দেশদেশান্তর, আর গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট নাটকের অভিনয় করাবেন। একটা ছোট নাট্যসংঘও গড়ে ফেলেছিলেন তিনি।

ভ্রাম্যমান অভিনেতা গোর্কিকে আর হ'তে হ'ল না। তিফলিসে তাঁর এক ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হ'ল যিনি গোর্কির মধ্যে তাঁর গোপন প্রতিভা আর যোগ্য প্রবৃত্তির সন্ধান পেলেন।

ভদ্রলোকটির নাম আলেকজাণ্ডার মেফোভিয়েতিচ কালুঝনি। নারোদনায়া ভল্যা নামক গুপ্ত সমিতির তিনি ছিলেন সদস্য। বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্য তিনি ইতিমধ্যে দু'বছর 'শ্রীঘর' বাস করে এসেছেন। দুর্লভ মানবিক গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি—জানতেন কি করে মানুষকে আপনার করতে হয়। তিনি ছিলেন একজন ভাল শ্রোতা এবং মনুষ্য চরিত্রের সুবিচারক। মানুষের সদ্‌গুণগুলি অনুশীলন ক'রে কি ভাবে মানুষকে সাহায্য করা যায় কালুঝনি তা জানতেন।

কালুঝনির সাথে প্রথম সাক্ষাতকারের সময় গোর্কি তাঁকে বল্‌লেন বেসারাবিয়া-র মধ্য দিয়ে এবং ভল্‌গার ধারে ধারে তাঁর নিজ পরিভ্রমণের কাহিনী, পথের দুঃসাহসিক ঘটনাদির গল্প আর নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কথা।

গোর্কির পানে নীরবে তাকিয়ে দেখলেন কালুঝনি—অসামান্য ভাগ্যের উত্তরাধিকারী কর্কশকণ্ঠ একজন যুবক মাত্র নন গোর্কি—গোর্কি ভবঘুরে, খেয়ালী...কঠিন প্রতিজ্ঞার চিহ্ন তাঁর মুখমণ্ডলে।

---

* সৈন্যদের ঐ নামে অভিহিত করা হ'ত তিফলিসে।

গোর্কির লেখা গল্পে কালুঝনি তাঁর বিরাট প্রতিভা আর তাঁর অন্তরের সন্ধান পেলেন।

এই আকস্মিক পরিচয় ধীরে ধীরে প্রগাঢ় অকৃত্রিম সখ্যতায় পরিণত হ'ল।

কালুঝনি দেখলেন গোর্কি সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবেন। নতুন বন্ধুর কথাবার্তায় তিনি তাঁকে খোঁচা দিতে লাগলেন—এসব নিয়ে লিখছ না কেন ?

গোর্কি লিখলেন। কিন্তু কালুঝনি যা আশা করেছিলেন তা' নয়!

গোর্কির এখন প্রচুর অভিজ্ঞতা। তাঁর জীবন কাটল এদ্দিন নীচতলার মানুষদের সাথে, জাহাজ আর কারখানার কুলিদের সাথে···চাষীদের কেঠোদেওয়ালের বাড়ীতে, শহরে খোলা ছোট কুঠরীতে, গোলাবাড়ীতে আর চৌকিদারের কুঁড়ে ঘরে। তিনি জানতেন ন্যাকড়াকুড়ুনী, খোদাইকার, রুটি-কারিগর, খালাসী, ফেরিওয়ালা আর রেলকুলী হবার সার্থকতা কতখানি। পথচারীর চোখে তিনি দেখছেন তাঁর দেশ আর নদ নদী, প্রান্তর।

মনে হ'ল এই নিয়ে লিখবেন তিনি···লিখবেন নিজেকে নিয়ে, নিজের চোখে দেখা বস্তু নিয়ে আর স্বকীয় অনুভূতি নিয়ে। কিন্তু গোর্কি যখন কলম ধরলেন তখন তাঁর সমস্ত নিজস্ব অনুভূতি তাঁর স্মৃতি থেকে বিদায় নিল ; মনে আসতে লাগল তাঁর শুধু পড়া বই-এর কথা। গোর্কি নিজের কথা লিখতে পারলেন না। অনুকরণ করতে লাগলেন বায়রণ কিংবা ইতালীর কবি লিওপার্ডির কবিতা।

ফল হ'ল 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'। কালুঝনি বুঝলেন ব্যাপারটা।

বেসারাবিয়ার ভ্রমণের কথা তাঁর একদিন মনে হ'ল। সেখানে জিপসিদের শিবিরে মকরচন্দ্র নামক এক বুড়ো জিপসির কাছ থেকে শোনা রাড্ডা ও লয়কা-জোবারের কাহিনী গল্প করে শোনালেন বন্ধুদের। মন্ত্রমুগ্ধের মত সকলে গল্পটা শুনল। একটা গল্পের আকারে ঘটনাটি লিখবার ইচ্ছা করলেন গোর্কি।

তিফলিসের বিশিষ্ট সংবাদপত্র 'কাবঙ্কাস'-এ লেখাটা দিয়ে গেলেন কালুঝনি। সম্পাদকের খুব ভালো লাগল রচনাটি। হস্তলিপিতে একটা জিনিষের অভাব ছিল—সই ছিল না। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কার্যালয়ে বসেই লেখক সইটা তৈরী করে বসলেন—ম্যাক্সিম গোর্কি।*

১৮৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রিত হ'ল গোর্কির প্রথম গল্প 'মকরচন্দ্র।'

শরতের শেষভাগে গোর্কি স্বদেশে যাত্রা করলেন—নিঝনি নভগোরদে। গোর্কি ফিরলেন দেশে কালুঝনির জীবন-ভরা স্মৃতি নিয়ে···কালুঝনি যিনি প্রথম গোর্কির ভিতর সাহিত্য-প্রতিভার আবিষ্কার করলেন।

য়েগুডিল খলামিডা

একা ফিরলেন না গোর্কি। তাঁর সংগে এলেন ওল্‌গা—সেই বিবাহিতা মহিলা যাঁর প্রেমে পড়েছিলেন গোর্কি নিঝনি নভগোরদে। রাশিয়া বেড়াচ্ছিলেন যখন তিনি তখন ওল্‌গার স্মৃতি ছিল তাঁর দীর্ঘ পথের সাথী।

তিফলিসে সে সময় ছিলেন ওল্‌গা। খবর পেয়েই তিনি অজ্ঞান হ'য়ে পড়েন। জীবনে এই তাঁর প্রথম মুর্চ্ছা।

ওলগা স্বামীর সাথে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করেছেন বলে মনে হ'ল। গোর্কির সাথে তাঁর মিলন হবার আর কোন বাধা নেই। ওল্‌গা গোর্কির সাথে এলেন নিঝনিনভগোরদে। এক মাতাল পুরুতের বাগানবাড়ির এক পুরানো স্নানের ঘর ভাড়া নিয়ে সংসার পাতলেন দুজনার।

---

*গোর্কি=তিক্ত।

শীতকাল এল। ভয়ানক ঠাণ্ডা স্নানের ঘরটায়। ঘরে আগুন জ্বালালে সাবান আর ভূর্জপত্রের ধোঁয়া হয়।

নিঝনিনভগোরদের ল্যানিন নামধেয় এক বিখ্যাত উদার মতাবলম্বী উকিলের কাছে মহুরীর কাজ নিলেম গোর্কি। দরখাস্ত, আপিল নকল করা ছিল গোর্কির কাজ…রোজ উকিলের কাজে তাঁকে হাজিরা দিতে হ'ত আদালতে; কিন্তু রাত্রি হ'লেই বাইরের ঘরটাকে পড়ার ঘর করতেন। আর পড়তেন বালজ্যাক ও অন্যান্য দার্শনিকদের বই। সিংহলে, ভারতে…দূর-দূরান্তর দেশ ভ্রমণের স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু প্রায়ই তিনি গল্প লিখতেন।

প্রকাশকদের কাছে লেখা পাঠাতে তিনি দ্বিধা করতেন।—তিনি মনে করতেন সাহিত্যে মহান পেশা…হয়ত তাঁর কাছে দুর্লভ প্রচেষ্টা, তাঁর মনে হ'ত মন্দ…নগণ্য।

গোর্কি একদিন একটা গল্প লিখলেন। তিনি ও তাঁর বন্ধু এমেলিয়ান পিলাই অনশনে পায়ে হেঁটে চলেছেন কৃষ্ণসাগরের ধার ধ'রে—এই হ'ল গল্পের বিষয়বস্তু। গোর্কির এক বন্ধু এই লেখাটা মস্কোতে নিয়ে যান।

ক'দিন বাদে তাঁর এই গল্প "এমেলিয়ান পিলাই" বার হ'ল 'রাসকিয়া ভেদোমস্তি' নামক পত্রিকায়।

এর পরই গোর্কি তাঁর পরবর্তী কাজ ঠিক করে ফেললেন। কাজানের "ভলঝসকি ভেষ্টনিক" পত্রিকার সম্পাদকের নিকট তিনি তাঁর গল্প পাঠালেন। ত্রিশ রুবেল-এর* মত একখানা চেক পেলেন তিনি কাজান থেকে। ছোট খাটো সম্পত্তি এল বলে মনে হ'ল তাঁর।

গোর্কির গল্প পড়ে মুগ্ধ হলেন কোরোলেংকো। ম্যাক্সিম গোর্কি" এই অদ্ভুত ছদ্মনামধারী তরুণ লেখকের দর্শনপ্রার্থী হ'লেন তিনি।

শহরের প্রান্তে কোরোলেংকোর মেঠো দেওয়ালের বাড়িতে গোর্কি সাক্ষাৎ করতে এলেন।

কোরোলেংকো চিনতে পারলেন—এই সেই অজ্ঞাতনামা যুবক,

এক রুবেল—একটাকা ছ'আনা।

ক'বছর আগে যিনি পুরানো ওক গাছ নিয়ে লেখা একটা কবিতা তাঁকে দেখান।

কোরোলেংকোর ঘর। ছোট ঘর···খবরের কাগজের ফাইল, বই আর ফুলে ভরা। এই ঘরটায় বসে তাঁরা দুজনায় আলাপ করেন সাহিত্য নিয়ে, রাশিয়ার পাড়াগাঁ নিয়ে আর রুশ যুবকদের নিয়ে—দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতা করেছে যাদের পথের ফকির।

গোর্কির গল্পের প্রশংসা করে কোরোলেংকো বললেন—তোমার সুস্পষ্ট নিজস্ব রচনা-শৈলী আছে। সবটা যে ঠিকঠাক আছে তা আমি বলিনে। লেখাটা আরও একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। যা হ'ক, তোমার লেখা কিন্তু খুব চিত্তাকর্ষক।

গোর্কি বললেন—আমি লিখতে পারব বলে তা হ'লে আপনি মনে করছেন।

কোরোলেংকো খানিকটা বিস্ময়ের সাথে বললে—নিশ্চয়ই! লিখছ ত' তুমি। লেখা তোমা ছাপা-ও ত' হচ্ছে! আর কি চাও! যদি উপদেশ চাও, তোমার হাতে লেখা পুঁথি নিয়ে এসো।

মহান ও অকৃত্রিম শিল্পী কোরোলেংকোর মাঝে পেলেন গোর্কি যত্নবান, পরিশ্রমী শিক্ষাদাতা।

কোরোলেংকোর নির্দেশ সাধারণ কিন্তু প্রয়োজনীয়। বড় বড় শব্দ ব্যবহার করতে তিনি নিষেধ করলেন। যোগ্য শব্দ ব্যবহারে সতর্ক হতে বললেন তিনি।

অবশেষে গোর্কিকে তিনি বন্ধুর মত একটি উপদেশ দিলেন। গোর্কিকে তিনি নিঝনি নভগোরদ ছাড়তে বললেন। কোরোলেংকো গোকির আর্থিক দুরবস্থার কথা শুনেছেন। পুরানো এক স্নানের ঘরে যে তাঁকে বাস করতে হয় তাও তিনি জানতেন। সাংসারিক জীবনও যে তাঁর সুখময় ছিল না এ খবর কোরোলেংকোর আজানা ছিল না।

গোর্কি অনুধাবন করলেন এ রকম চলা আর উচিত না। ওল্‌গার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ দরকার। ওল্‌গাকে তিনি ভালবাসতেন কিন্তু ওল্‌গা

শূন্যগর্ভা চপলা। গোর্কির আর ওলগা দুজনায় যেন দুটো আলাদা জগতের মানুষ। গোর্কির সাধনা সাহিত্য, গোর্কির প্রিয় বই, গোর্কির এতদিনকার স্বপ্ন—ওলগার কোন আগ্রহ-ই নেই তাতে। চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ ঘটল ওল্‌গার সাথে গোর্কির।

'সামারসকায়া গেজেটা'র সম্পাদকীয় মহলে কাজ কববার জন্য কোরোলেংকো গোর্কিকে আমন্ত্রণ করলেন। এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন গোর্কি।

দলিল নকলের ও শিলমোহর মারার একঘেয়ে কাজ…ছোট স্নানের ঘরে ছারপোকার সাথে অনবরত লড়াই আর দু'বেলা দু'মুঠো খোরাকের জন্য উপরি আয়ের খাটুনি—সব সহসা যেন গোর্কির হ'ল অতীতের কাহিনী।

* * *

সামারায় গোর্কির জীবনের পথ ঠিক হ'ল। এর মধ্যে তাঁর অনেকগুলো গল্প ছাপার হরফে বার হয়েছে। তবুও লেখক বলতে যা ঠিক বোঝায় তা তিনি তখনও হননি—কারণ তিনি সে সময়ও উকিলের মুহুরি। অদ্ভুত সে পেশা…আয়ের কোন স্থিরতা নেই!

কোরেলেংকো ছাড়াও আরও অনেক বিখ্যাত লেখক লিখতেন এই কাগজটায়। যথা—'এলেনুসকার গল্প' নামক বই-এর লেখক ম্যামিন সিবিরিয়াক আর 'তাইওমার ছেলেবেলা' নামক বই-এর লেখক গ্যারিন মিখেলোভসকি। কাগজে এই সব লেখকদের নামের সাথে বার হতে লাগল গোর্কির নাম। ফি রবিবারে সামারাস্কায়া গেজেটা'য় পাঠকরা একটা করে গোর্কির লেখা নতুন গল্প পড়তে পায়।

গোর্কির স্মৃতিপটে ঘোরে অদূর অতীতের কথা—নিদারুণ খাটুনির ক্ষণগুলোর কথা…দুঃসাহসিক পথচলা আর চিত্তাকর্ষক সঙ্কটের সময়ের কথা। অফুরন্ত এই বিচিত্র মূল্যবান স্মৃতি-ভাণ্ডার থেকে "ঘোটকীয় অগ্নিপরীক্ষা", 'আলিংগন' আর 'একদা শরতে' প্রভৃতি গল্পের উপাদান সংগ্রহ করলেন।

পারিপার্শ্বিক জীবন নিয়ে গোর্কি নিবন্ধ লিখতেন 'সামারসকায়া গেজেটা'য়। তাতে থাকত ট্রাম কোম্পানী, মিউনিসিপ্যালিটির পার্ক, পাড়ার গুণ্ডা, গরমকালের থিয়েটার, স্থানীয় হাসপাতাল আর শহরের কর্মপরিষদ নিয়ে আলোচনা···তীব্র বেপরোয়া সমালোচনা। 'য়েগুডিল খলামিডা' এই ছদ্ম নামে গোর্কি সই করতেন এই সব লেখা।

গ্যারিণ মিখেলভসকি-র সাথে গোর্কির পরিচয় হ'ল। তিনি এক দিন স্পষ্টাক্ষরে বললেন—প্রবন্ধ লেখক তুমি সে রকমও নও। তোমার রসজ্ঞান আছে কিন্তু সে রস বেশ কটু ও তৎপর—তুমি জানো না কি ভাবে সেটাকে কাজে লাগানো যায়।

গোর্কি বেশ ভালভাবে-ই জানতেন য়েগুডিল লখামিডা ভাল লেখেন না—আর প্রবন্ধ লেখক হিসাবে তাঁর কাজ জোড়া-তালির কাজ। ম্যাক্সিম গোর্কির গল্পের তুলনায় য়েগুডিল খলামিডার' প্রবন্ধ গুলো দুর্বল। তা হ'লেও যে উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলো লেখা হ'ত তা কিন্তু সফল হ'ল। খলামিডা-র নিবন্ধ সামারা-র শস্য ও পশুর ধনী-ব্যবসাদারদের প্রতিপত্তি নষ্ট করল। মজুর যুবক, চাকর ও গরীবদের স্বার্থরক্ষা করতে আর যারা তাঁর কাছের লোক···যাদের জীবনধারা তাঁর কাছে সহজবোধ্য তাদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করতে খলামিডা সব সময় যেন তৎপর!

ভল্গার উপরে একখানা ছোট ঘরে কাটছে তখন গোর্কির নিরালা জীবন। সামনে এখন তাঁর অনেক কাজ তা তিনি জানতেন। দীর্ঘ-কাল অন্ধকার হাতড়ান-র পর সত্যিকার পেশার সন্ধান পাওয়া লোকের মত কাজ করে চলেন তিনি।

সামারায় যখন গোর্কি এলেন তখন তাঁর লেখায় এক আধটা বানান ভুল দেখা যেত। এর মধ্যে কিন্তু তিনি সেক্সপীয়ার, গেটে, ডিকেনস, মোঁপাসা, থ্যাকারে ও হিউগো সম্বন্ধে, বেশ জ্ঞান লাভ করেছেন··· লারমনটভ আর ব্যারাটিনস্কির কবিতা বেশ আয়ত্ত করেছেন। আর

সব সময় ফ্লবিয়ার আর স্টেনঢাল-এর বই সাথে নিয়ে ঘোরেন। এ দুজনই ফরাসী লেখক—রাশিয়ায় তখনও তাঁদের খ্যাতি হয়নি।

কালে গোর্কির বানান দোষ কেটে গেল। রচনা-শৈলীও দিন দিন পরিষ্কার হ'তে লাগল। দু'চার দিন এক নাগাড়ে লেখার কাগজ নিয়ে, না হয় পড়ার বই নিয়ে বেশ কাটিয়ে দিতেন তিনি নিজের ঘরে। ঘরের সাজসজ্জার কোন আড়ম্বর ছিল না—আসবাবের মধ্যে শুধুমাত্র লোহার একখানা ক্যাম্পখাট…বই ভরতি শেলফ আর কাগজপত্রের গাদায় ভরা একখানা দেবদারু কাঠের টেবিল; দিনে তাঁর কাজ মিটত' না…অনেক রাত পর্যন্ত জেগে লিখতেন গোর্কি।

নিরালা ভজনেসেরস্কি স্ট্রিট দিয়ে অনেক রাত্রে যে পথিক ফিরত, গোর্কির ঘরের জানালায় চোখ পড়লে সে দেখ্‌তে পেত মোমবাতির হল্‌দে আলোয় একজন লোকের মাথা ঝুঁকে আছে হাতে লেখা একখানা পুঁথির আলগা ক'খানা পাতার উপর, আর মুখে এসে পড়ছে বেয়াড়া ক'গাছা চুল।

সকাল আসে। উদিত সূর্যের আলোয় নিষ্প্রভ মোমের প্রদীপ। প্রদীপ নিভানো হয়নি তখনও।

*   *   *

গোর্কি সামারা-তে যখন এলেন তখন সেখানকার সাংবাদিকরা একজন পেশকভের নাম জানতেন। সে পেশকভ একজন কসাক-সৈন্যাধ্যক্ষ। ঘোড়ার পিঠে চেপে সাইবেরিয়া থেকে পিটারসবার্গ পর্যন্ত যাওয়ায় তার খুব নাম হ'য়েছিল। "সামারাস্কায়া গেজেটা'র সম্পাদকরা বুঝালেন যে, যে পেশকভকে পত্রিকার কাজে নেওয়া হয়েছে তিনি কোনদিন সাময়িক কর্মচারী ছিলেন না—ছিলেন একজন বাউণ্ডুলে ভবঘুরে।

এক বছর হ'ল। গোর্কির এখন বেশ নাম। ভল্গার সমস্ত সংবাদ পত্র এখন এই তরুণ লেখককে চায়। "নিঝনে গোরোডস্কি" সংবাদপত্র থেকেও আমন্ত্রণ এল। গোর্কি ফিরলেন আবার নিঝনিনভগোরোদে…

খ্যাতি

গোর্কি দেখলেন একদম বদলে গেছে নিছনি নভরোরদ। ঝুরোর তেল, তেঁতো বাঁধাকপি আর শুটকি মাছের পুরানো চেনা গন্ধ এখন মিশে যাচ্ছে টাটকা রং আর ফুটন্ত আলকাতরার গন্ধের সাথে। রাস্তার তুধারে বাড়িগুলো হচ্ছে সাজানো। তৈরী হচ্ছে ফুটপাথ।

শহরে সারা-রাশিয়া শিল্পপ্রদর্শনী বসছে খুব শীগগির। শিল্পে রাশিয়া দেখছে তখন বিরাট উন্নতির মুখ। ইউরোপকে রাশিয়ার পুঁজির সামর্থ ও সাফল্য দেখানো মেলাটির মুখ্য উদ্দেশ্য।

নোংরা জলার পাশে খোলা পোড়ো প্রান্তরের মাঝখানে উঠল মণ্ডপ···দেখতে ঠিক জন্মদিনের একখানা কেকের মত,···না হয় এলোমেলো একখানা ছাদ-ওয়ালা কুঁড়ে ঘরের মত অথবা উলটানো একখানা ডিঙির মত।

পট-মণ্ডপে মজুত হ'ল কাপড়চোপড়, শনের দড়ি, প্রতিমা, রঙীন চীনা-বাসন, সোনালী রেশমী কাপড়, কাঁটা-চামচ আর উৎকৃষ্ট ছাগচর্ম।

দোকানীরা প্রধানতঃ ভাল্‌ডিমির গুবারনিয়া-র মেষপালক। ভেড়ার শিঙের শিঙা ফুকছিল তারা আর রাশিয়ার জাতীয় পোষাক পরা এক জন লাল-মাথা মানুষ ঘণ্টা বাজাচ্ছিল—'জয় রাশিয়ার জারের জয়'—ধ্বনির সুরে।

সোনা দিয়ে মোড়া দোমাথা ঈগলপাখীর মূর্তি চক্‌চক্ করছিল ঠিক মেলাটার উপর। তার একটু উঁচুতে বাধা পাঁংশুটে একটা বেলুন।

মেলা উদ্বোধন করতে এলেন দ্বিতীয় নিকোলাস। দোকানীরা জারকে ভেট দিল মোমের বাতি, রঙীন বোতল আর কাজান দেশের

সাবান। মোমবাতি দিয়ে তৈরী হয়েছে দেবালয়; বোতল দিয়ে একটা তোরণ আর সাবান সাজিয়ে রোমানফদের আবক্ষমূর্তি গড়া হ'য়েছে। দেশের দৌলত আর জারের বোকামি মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরবার জন্যে যেন এই মেলা।

মেলায় একটা দেশী পিয়ানো দেখা যায়—ষাঁড়ের শিরায় তৈরী পিয়ানোটার তার। ভাঙা পুরানো ঘোড়ার গাড়ির চাকার মত আওয়াজ করে যন্ত্রটা।

আর এক জায়গায় একটা মেশিন দেখানো হচ্ছে,—তার গুণী আবিষ্কারক বলেন—ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞানে বিরাট বিপ্লব আন্‌বে এই মেসিনখানা। শেষকালটায় দেখা গেল এ একটা অতি পুরানো দু'চাকার একখানা সাইকেল মাত্র।

আদালতের একজন ভূতপূর্ব সনাক্তকারী কর্মচারী একটা কল দেখালেন। ঘোড়ার ডাঁশ বেশ তাড়ানো যায় এই কলে কিন্তু ঘোড়াটা হ'য়ে যায় পাগ্‌লা। দর্শকদের এ ছাড়া-ও দেখানো হ'ল জ্যান্ত একটা সিন্ধু ঘোটক···পেভলভের কারিগরের তৈরী কাঁটা-চামচ আর পায়খানার জন্যে চীনামাটির আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম। শুধু মাত্র রাশিয়ার বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ভ্রূবেলের তৈরী একটা ক্যানভাস মেলার মণ্ডপে স্থান পেল না।

বেলুনের কাছে দর্শকদের যাবার কোন বাধা ছিল না। দারুণ ছুঁচাল ফার্সি দাড়িওয়ালা একজন বুড়োলোক বল্‌লেন—আপনাকে আমরা অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ দিই। লোকটিকে দেখতে ছোটখাটো একজন ব্যবসাদারের মত। সবার মনের কথা তিনি বলে যাচ্ছিলেন একা।

তিনি প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা মনে করুন ব্লাডারটাকে আপনারা উপরে ছেড়ে দিলেন। বলুন ত' ওটা কি যাবে ভগবানর কাছে? আপনারা বলবেন—না। আমরা তবে বেলুন চেপে আকাশে উড়তে যাবো কি দুঃখে শুনি!

মেলার বিবরণে খবরের কাগজের পাতা ভরতি হয়ে গেল।

সংবাদদাতাদের মনে চারচাল ঘরের বিরাট সাজ, ভাল্‌ডিমিরের মেষপালক আর প্যাভলভের কাঁটা চামচ রুশ সাম্রাজ্যের প্রতাপ প্রচার করছিল।

মেলা সম্পর্কে গোর্কিও গোটা কয়েক প্রবন্ধ লিখলেন। এখন আর সামারার ট্রামকোম্পানীর কথা কিংবা মিউনিসিপালিটির কথা তিনি লেখেন না। সে সমস্ত বিষয়ে সারা দেশের দৃষ্টি নিবদ্ধ গোর্কি লিখেন তাই। কঠিন অভিযোগ ভরা গোর্কির সে সব লেখা।

মেলায় যেখানে তেল, সোনা, চামড়া আর সাবান ছিল সেই মণ্ডপের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বললেন সেই সব লোকের জীবনের কথা যারা তেল নিষ্কাশন করে, সোনা ছাপ করে, চামড়া শোধন করে আর সাবান তৈরী করে। গোর্কি তাদের জীবনের কথা জানতেন। পাঠকদের জন্য একটা প্রবন্ধে তিনি আঁকলেন তাদের জীবনধারার একখানা ছবি।

এ সময় পর পর বার হ'ল তার তিন তিনটে গল্প—'তৃণভূমিতে', 'কোনোভ্যালভ' আর 'একদা যারা মানুষ ছিল'। ভবঘুরেদের নিয়ে লেখা এই সব গল্পগুলো তিনি এমন সময় ছাপালেন যখন নিঝনি-নভগোরদের মেলা চলছে পুরাদমে। লেখক যেন মেলার মণ্ডপে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের দেখিয়ে দিতে চান 'যারা একদিন মানুষ ছিল' তারা আজ আর দূরে নেই। তাদের অবস্থার জন্য দায়ী রাশিয়ার শাসক।

* * *

গোর্কি এর পর অসুস্থ হন। অনশন, দারিদ্র্যে আহত যৌবন-শ্রী। গৃহহারা জীবনের এটা বছরের কঠোর শারীরিক শ্রমে টুলায় রিভলবারের বুলেটের আঘাতে আর লেখক-জীবনের অশেষ কাজে নষ্ট স্বাস্থ্য গোর্কির।

গোর্কি তখন বলতেন তাঁর নাকি টি-বি রোগে ধরেছে। অসুখটা সারাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি, আর লিখতে থাকেন খুব। স্বাস্থ্য তাঁর দিন দিন আরও খারাপ হতে লাগল।

তাঁর বন্ধুরা আশঙ্কা করলেন, গোর্কি আর ভাল হবেনা। দক্ষিণ-দেশে যাবার জন্য চিকিৎসকরা তাঁকে পরামর্শ দিলেন। তিনি কিছু-দিন ক্রিমিয়া এবং তারপর ইউক্রেনে বাস করলেন। শেষটায় গেলেন নিভৃত ক্ষুদ্র পল্লী মানুইলোভকায়।

গোর্কি এখানে বেশ আরাম পেলেন। সব জিনিষ ভাল লাগছিল তাঁর এখানকার—ভালো লাগছিল বড় পার্কটা, পুরানো জাম্বীর গাছে পেঁচার ডাক, নদীর জলে অফুরন্ত মাছের খেলা আর রাত্রে ঘণ্টায় ঘণ্টায় শব্দ।

ক্রিমিয়া আর মানুইলোভকায় কিছুদিন থাকার পর তাঁর আবার চলাফেরার ক্ষমতা হ'ল। নিঝনিনভগোরদে তিনি ফিরে এলেন—ফিরে এসেই সুরু করলেন জীবন ও সাধনার কাজ আবার।

গোর্কি তাঁর গল্প আর প্রবন্ধ হু'টি খণ্ডে জড় করলেন। অনেক চেষ্টার পর তিনি শেষ পর্যন্ত একজন প্রকাশক পেলেন যিনি এই লেখকের বই ছাপতে রাজী হ'লেন। যদিও তখন পর্যন্ত তাঁর লেখা শুধুমাত্র প্রাদেশিক সংবাদপত্রাদিকে প্রকাশিত হয়েছে।

গোর্কির হু'খানা বই বার হ'ল। সাথে সাথে সাহিত্যাকাশে এই নতুন তারকার কথা রাশিয়ার শিক্ষিত পাঠকদের মুখে ছড়িয়ে পড়ল। গোর্কির বই বিক্রি হ'তে লাগলো হাজারে হাজারে।

সমসাময়িক রাশিয়ার সামাজিক জীবনের তিক্ত নগ্ন সত্য উদ্‌ঘাটন করল গোর্কির গল্প। যে সত্যকে কোন দুর্বল ও নিরাশাবাদী লেখকের কলম প্রকাশ করে নি! মানুষের উপর অজেয় বিশ্বাস ছিল তাঁর লেখায় প্রতিটি ছত্রে।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই নবাগত লেখকের গল্পে বলিষ্ঠ জীবন্ত আবেদন স্পর্শ করল প্রতিটি পাঠকের অন্তর। প্রথম হু'খানা বই-এ সত্যিকার খ্যাতি পেলেন গোর্কি। গোর্কির নাম স্থান পেল সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ লেখক টলষ্টয় আর শেকভের পাশে।

মেটেখদুর্গ আর নিঝনি-নভগোরদ জেল

"স্বেচ্ছাচারিতার প্রতীক দোমাথা ঈগল ; সাম্রাজ্যের রক্ষাকবচ নয়···রীতিমত জীবন্ত আর কর্মঠ ক্ষতিকর পাখী।"

গোর্কি : 'শিল্প' সম্বন্ধে ভাষণ।

লেখক হিসাবে গোর্কির নাম ছড়িয়ে পড়ল খুব তাড়াতাড়ি। জার সরকারের দুশ্চিন্তা ক্রমশঃ বাড়ে।

সরকার বুঝল, গোর্কি তাদের দুর্ধর্ষ শত্রু। সম্মুখ সংগ্রাম সুরু হ'য়ে গেল জার সরকার আর এই তরুণ লেখকে—সেটা চলল এক নাগাড়ে ঠিক বিশ বছর।

আফানাসয়েভ নামে একজন বিপ্লবী মজুর ধরা পড়ল তিফলিসে। তার বাড়ী তল্লাসী করে পুলিশ একটা ফটো পেল,—তার গায় লেখা :

প্রিয় ফেভিয়া আফানাসয়েভ-কে : ম্যাকসিমিচের স্মরণে।

সৈন্যরা ম্যাকসিমিচ কে তা জানতে সক্ষম হ'ল। গোর্কি ধরা পড়লেন নিঝনিনভগোরদে। তিফলিসে এনে তাঁকে আটক করা হ'ল মেটেখদুর্গে। এ কারাগার রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য শুধু।

সেলে গোর্কি আপন মনে পায়চারী করেন আর ভাবেন বিশেষ করে এই জেলখানায় কেন তাঁকে আনা হ'ল। জানালার গরাদের ফাঁকে চোখ যায় কারাগারের ধূসর পাঁচিলের গায়···'কুরা' নদীর কাঁদা জলে···নদী তীরের বারান্দাওয়ালা কাঠের বাড়িতে।

চাবির গোছাটা ঝণাৎ ঝণাৎ নাচাতে নাচাতে প্রহরী ঘোরা-ফেরা করে জেলখানার দরদালানে। রাগের মাথায় চীৎকার করে গোর্কিকে ডেকে সে বলত—আরও দশ বছরও এই জেলখানায় পচ' না!

আফানাসয়েভ-এর মামলায় সৈন্যরা যদি গোর্কিকে জড়াতে পারত প্রহরীর ইচ্ছাটা পূর্ণ হত,—আর গোর্কিকে বেশ কিছুকাল এই দুর্গে আটক থাকতে হ'ত, গোর্কির সৌভাগ্য, মামলায় জড়াবার মত কিছু পেল না তারা।

গোর্কি ফিরলেন নিঝনিনভগোরদে। পুলিশের কড়া নজর বসল তাঁর উপর। তাঁর দোতলা কোঠো বসতবাটির চারপাশে অদ্ভুত সব লোক ঘোরা-ফেরা করে সব সময়। একজন লোক একটা বেঞ্চির উপর বসে থাকে,—এমন হাবভাব করে যেন মনে হয় সারা আকাশ-টা সে পর্যবেক্ষণ করছে। রাস্তার আলোর থামের গায় হেলান দিয়ে বসে থাকত আর একজন, খবরের কাগজের পাতায় যেন মন তার নিবদ্ধ।

গোর্কির বাড়ির সদর দরজার সামনে দাঁড়াত চার-চাকার একখানা গাড়ি; গাড়োয়ানটির আচরণ বেশ অদ্ভূত। গোর্কি অথবা তাঁর কোন অতিথিকে সে তাঁদের ইচ্ছামত যে কোন জায়গায় নিয়ে যেতে রাজী হত—প্রয়োজনীয় হ'লে একদম বিনা ভাড়ায়। অন্য ভাড়া সে নিত না। ঐ যে আকাশ পর্যবেক্ষক···ঐ যে সংবাদপত্রের পাঠক আর এই গাড়োয়ান—এদের সবার কাজ হ'ল লেখক ও তাঁর বন্ধুদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখা; এরা সবাই গুপ্তচর।

কাজটা খুব সহজ ছিল না। গোর্কির কাছে আসত নানান ধরনের লোক,—ভিড় করত তাঁর পড়ার ঘরে। ঘরটায় ঝুলত ভ্যাসনেটসভ আর লেভিটন-এর হাতে আঁকা অয়েলপেন্টিং ছবি।

অভিনেতা, ফোরম্যান, চিত্রকর, বৈদেশিক ভ্রমণকারী, স্কুলের মেয়ে, ব্যবসাদার সব রকম মানুষ ভিড় করত গোর্কির ঘরে। নিঝনিনভগোরদ থেকে স্রেডিনের কাছে লেখা একখানা পত্রে তিনি এ সম্বন্ধে লিখেছেন—নানান্ লোক রোজ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। কেও একখানা বই চান···কেও বা একখানা

কবিতা শুনতে চান। একজন কম্পোজিটার নির্বাসন থেকে ফিরেই আমাকে শ্রদ্ধা জানাতে আসলেন। উপ-রাজ্যপালের পত্নী এলেন এরপর এক গাদা বে-আইনী পুস্তিকা নিয়ে। একজন মেয়ে-দরজী এলেন—দু'একদিনের মধ্যেই তার ডাক পড়বে আদালতের কাঠগড়ায়। এর পরই এলেন গোলন্দাজ বাহিনীর নায়ক,—তাঁর লোকদের জন্য একদিন একটা অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় এই তার অনুরোধ।

ভগবানের সম্বন্ধে একদিন আলোচনা করবার জন্য ব্যবসাদার বাগর্ভ আমন্ত্রণ জানাতে এলেন। নাট্যসংঘের সভাপতি সচমেলিং এলেন এরপর···কারো আমি প্রত্যখ্যান করি না।

উপ-রাজ্যপালের পত্নীর চেষ্টায় গুবারনিয়া-র ছাপাখানার কম্পোজিটরের বৌর একটা চাকরী হবার কথা হ'ল—সেখানে সে গড়বে মজুরদের একটা দল। বাগরভ তাদের বই কিনবার টাকা দিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। মেয়েদের সাথে বিতর্ক করতে আমি সব সময় ষোল আনা ইচ্ছুক। আর তারা তার বদলে সমবায় পোশাকের দোকান খোলার ব্যাপারে মেয়ে দরজীকে সাহায্য করবে। গোলন্দাজ সেনানায়কের নাট্টাভিনয়ের ব্যবস্থা আমি করব—আর তার বদলে তিনি বড়দিনের সময় বিনা খরচায় রাইডিং স্কুল-এর মাঠটা ব্যবহার করতে দেবেন।

নিঝনিনভগোরদের গরীব ছেলেমেয়ের জন্য গোর্কি বড়দিনের একটা ভোজ দিবার মন করলেন। ছুটির সত্যিকার আনন্দ তাদের তিনি দিতে চান। তাঁর ফ্লাট ভরতি হয়ে গেল ছেলেমেয়েদের জন্য উপহারের ছোট বড় বাক্সে। ছেলেমেয়েদের হাতের সব আয়োজন গোর্কি দেখেন তৃপ্তির চোখে। ক্রিষ্টমাস গাছ মস্ত বড় গাছ,—রঙীন বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত সবুজ উদ্ভিদ।

পাঁচশ' ছেলেমেয়ে এল—পাশে পাশে বস্তির একদল নোংরা ছেলেমেয়ে। লোয়ার মার্কেটের ভবঘুরেরা লাল পতাকা নিয়ে মার্চ করে উৎসবে এল। সালুতে তাদের দলের নাম লেখা—'গোর্কি বাহিনী।'

বিষাদ-ভরা চোখে গোর্কি ছেলেমেয়ের দিকে তাকান। সারি সারি টেবিল-ভরা উপহারের জিনিষ আর সুশোভিত বৈদ্যুতিক আলোয় উজ্জ্বল ক্রিষ্টমাস গাছ দেখে ছোট ছোট গরীব ছেলেমেয়েরা যেন হতভম্ব হয়ে গেল। দল বেঁধে তাঁরা সারা দালানটা ঘুরল। সব সময় তারা অদ্ভুত রকমের কাস্‌ছিল—দুঃখে, বিষাদে, কড়া খাটুনিতে বুড়ো লোকদের মত। নিঃশব্দ গাভীর্যের সমারোহে তারা ঘুরতে লাগল চারিপাশে। সব সময় কিন্তু তাদের গভীর অনিমেষ চোখে আগ্রহভরা চাহনি!

প্রতিজনকে দেওয়া হয় উপহার—একস্কুনা কেক, একথলে মিষ্টি (ওজনে প্রায় তিন পো), এক জোড়া জুতা, শার্ট, পোশাক, ব্লাউজ, টুপি, শাল। আনন্দে অনেকে প্রায় কেঁদে ফেলল। আর কতকগুলো ছেলেমেয়ে উপহারগুলো বুকে চেপে ধরে দালান ঘরের কোণে গিয়ে দাঁড়াল। কিছু মেয়ে তখনও মেঝেয় ঘোরাফেরা করে আবার খেতে সুরু করে দেয়।

আরও এক মতলব করলেন গোর্কি। সাময়িক সচিত্র পত্রিকাগুলো থেকে ছবি ছিঁড়ে এলবাম তৈরী করলেন ছেলেমেয়েদের জন্য।

গোর্কি বল্‌লেন—যারা কোনদিন কোন জিনিষ দেখতে পায় না, তারা এলবামে দেখতে পাবে শহর, দূর-দূরান্তের দেশ। নানান্‌ জাতির লোকেদের ছবি তারা দেখতে পাবে—আর তারা কি করেছে তা জানবার জন্য আগ্রহ পাবে।

বড়দের কথা ভোলেন নি গোর্কি—বস্তির নষ্ট দুষ্ট ভবঘুরে ছেলে সব তারা।

"কলাম লাউস" নাচে খ্যাত, শহরের একটা বাড়ীতে এই সব গৃহহীন বেকারদের জন্য দিনমানের একটা আস্তানা খুললেন।

গোর্কির গতিবিধির উপর আরও কড়া নজর পড়ল। ক্রিস্টমাস গাছ কিংবা এলবাম, কিংবা 'কলাম হাউস' তার কারণ নয়। সার-মোভোতে গোর্কির অনবরত আনাগোনা তার কারণ। সারমোভে

নিঝনি নভগোরদের শ্রমিক-এলাকা,—বড় বড় কলকারখানা সব এ জায়গায়।

'ইসক্রা' সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের মুখপত্র। লেলিন নিজে এই কাগজে লিখতেন। সারমোভোর শ্রমিকদের গোপন সভায় এই কাগজ পড়া হ'ত। 'ইসক্রা' ভাতের মাড়ের তৈরী কাগজে ছাপা—ফলে পুলিশ এসে পড়লে কাগজটা গলায় পুরে ফেলা চলত।

সরমোভোর শ্রমিকরা গোর্কির কাজে প্রায়ই আসত—বই, টাকা আর উপদেশের জন্য। গোর্কির এ সব তাদের দিতেন অমনি অমনি।

১৯০১ সালে গোর্কি সেন্ট পিটারস্‌বার্গে বেড়াতে গেলেন। রাজধানীতে বাস্ করবার সময় গোর্কি একদিন দেখলেন পুলিশ একদল বিপ্লবী ছাত্রের শোভাযাত্রা নৃশংসভাবে ছত্রভঙ্গ করল। এই নিদারুণ অত্যাচারের প্রত্যুত্তরে তিনি সরকারকে আক্রমণ করে এক গরম প্রবন্ধ লিখলেন।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি লিখলেন—'ঝঞ্ঝা পেটরেল-এর গান'। মুক্তকণ্ঠে তিনি বললেন এই গানে :

"ঝড়। ঝড় উঠবে শীগ্‌গির।"

গানের ছত্রগুলো সারা দেশময় উচ্চারিত হ'তে লাগল।

সেন্ট পিটারস্‌বার্গ থেকে ফিরবার সময় লেখা নকল করবার এক যন্ত্র লুকিয়ে নিয়ে এলেন গোর্কি সাথে করে ও নিঝ্‌নি নভগোরদে পাঠিয়ে দিলেন বন্ধুদের কাছে। ছাপার কাজ বিপ্লবীরা এটা দিয়ে করতেন।

ওখরাংকা পুলিশের গুপ্তচর বিভাগ—কি করে যেন যন্ত্রটার খবর পেল। রাজদ্রোহের অপরাধে গোর্কি গ্রেফ্‌তার হ'লেন। নিঝনি নভগোরদের জেলের চার নম্বর গুম্বজে আটক হ'লেন গোর্কি। অসুস্থতা সত্বেও গোর্কিকে বিপজ্জনক-আসামী হিসাবে গণ্য করা হ'ল এবং আলাদা ব্যবস্থায় বন্দী রাখা হ'ল। তাঁর চিঠিপত্তর সব আটক

হত। গোর্কির গ্রেফতারে সারা দেশময় জাগল ক্ষোভ। সমগ্র রাশিয়ায় প্রতিবাদের ঝড় উঠল। রুগ্ন লেখকের সমর্থনে অগ্রণী হলেন টলষ্টয়।

জনমতের কাছে নত হ'ল সরকার। গোর্কি মুক্তি পেলেন কিন্তু নজরবন্দী হলেন নিজের বাড়িতে। দালানে আর রান্নাঘরে পুলিশ বসল। পুলিশ তাঁর পড়ার ঘরে এসে তাঁর সাথে আলাপ জমাবার চেষ্টা করে।

আবার কাজে লাগেন গোর্কি। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে লেখেন। এজন্য পুলিশের সন্দেহ হল। তারা বলল—লোকটা ভারি কর্মঠ। রাত জেগে কাজ করে।

রাস্তায় ব্যবসাদার বাগরভের সাথে একদিন গোর্কির দেখা হ'ল। তিনি বেশ একটু উষ্মার সাথে বললেন—সময় বাজে নষ্ট করছেন আপনি। আপনি শুধু ঘটনা লিখে যাবেন। ঘটনার পরিণতি নিয়ে মাথা ঘামানো আপনার কাজ নয়। বিপ্লবের ঢেউ ঘটনাকে পরিণতির পথে নিয়ে যাবে।

বাগরভ ভুল করেননি। গোর্কি শুধু ঘটনা লিখছিলেন না··· পরিণতির পথ-ও দেখছিলেন। বীপ্লবীদের সাথে গোর্কির সংযোগ ক্রমশঃ ঘনিষ্ট হচ্ছিল। সরমোভার মজুরদের সাহায্যের মাত্রা তিনি ক্রমশঃ বাড়াচ্ছিলেন।

পুলিশ আর ওখরাংকা-র চরেরা তাঁকে আর দমাতে পারছিল না। নিঝ্নি নভগোরদের সৈন্যাধ্যক্ষ সেন্ট পিটারস্বার্গের কর্তৃপক্ষকে জানালেন—সাধারণ শ্রমিকদের ভিতর তাঁর প্রভাব অনভিপ্রেত আকার ধারণ করতে পারে হয়ত।

নিঝনি নভগোরদ থেকে সরমোভোর বৈপ্লবিক আওতার বাইরে কোন এক জায়গায় গোর্কিকে নির্বাসনে পাঠাবার সংকল্প করলেন সরকার। 'আরজামাস-এ যাবার নির্দেশ হ'ল তাঁর।

আরজামাস ছোট একটা নিরালা শহর। এখানকার বাসিন্দা

বেশীর ভাগ পুরুষ, সংকীর্ণমনা শহুরে লোক আর বিদায়ভোগী সরকারী কর্মচারী।

গোর্কির প্রতি সরকারের অন্যায় ব্যবহারে লেলিন ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানালেন। তিনি লিখলেন—ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক··· বাক্ স্বাধীনতা যাঁর একমাত্র অস্ত্র,—তিনি আজ স্বেচ্ছাচারী সরকার কর্তৃক নির্বাসিত হচ্ছেন বিনা বিচারে।

কারাগারে গোর্কির অসুখ বেড়ে যায়। ডাক্তারদের অভিমত—অবস্থা তাঁর খুব খারাপ—আর অবিলম্বে তাঁর দক্ষিণদেশে বায়ু-পরিবর্তনে যাওয়া দরকার।

টলষ্টয় প্রমুখ বন্ধুগণ সরকারকে চাপ দিতে লাগলেন—ফলে গোর্কি কিছুকাল ক্রিমিয়ায় বাস করবার অনুমতি পান।···

গোর্কির ক্রিমিয়া যাত্রার প্রাক্কালে বিরাট জনতা তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা দিতে আসে। ট্রেন ছাড়বার অনেক আগেই রেলস্টেশন ছাত্র ও মজুরে ভরতি হয়ে যায়। জনতা বৈপ্লবিক গান গাইতে গাইতে তাদের প্রিয়তম লেখককে রেলকামরায় তুলে দিল।

নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ট্রেন ছাড়বার হুকুম দিল ওখলাংকার পুলিশ। গোর্কির কামরার পা'দানিতে দু'জন সৈন্য মোতায়েন হ'ল।

ট্রেন ছাড়ল। সমাগত জনতার কণ্ঠে সমবেত ধ্বনি উঠল—দীর্ঘজীবি হ'ন ম্যাক্সিম গোর্কি। অত্যাচার নিপাত যাক্।

গোর্কির ক্রিমিয়ায় বাসকালে 'বিজ্ঞান শিক্ষাপর্ষৎ'-এর কুখ্যাত ঘটনা ঘটল। 'ক্ষুব্ধ পেটরেল'-এর গান-এর লেখককে রাশিয়ার সরকারী কর্মচারী কি পরিমাণ ঘৃণা করত এই ঘটনা তার আর-ও একটা দৃষ্টান্ত।

১৯০২ সালে পর্ষৎ গোর্কিকে তারা সম্মানীয় সভ্যের পদ দিল। দু'বার জেলখাটা মানুষের এ সম্মান উচ্চ-কর্মচারী মহলে তীব্র ক্ষোভের ঢেউ তুলল। খবরটা জারের কানে উঠল। সংবাদপত্রে গোর্কির

নির্বাচনের খবরটুকু চোখে পড়তেই তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন যে —এটা প্রথা বহির্ভূত কাজ।

শিক্ষামন্ত্রীকে তিনি বললেন—বর্তমান গোলযোগের সময় পর্ষৎ এই লোককে সভ্যমণ্ডলীতে নিচ্ছে। ব্যাপারটায় বিশেষ ক্ষুব্ধ হচ্ছি।

গোর্কির নির্বাচন বাতিল করার পক্ষে এই কটা কথা যথেষ্ট। কাপুরুষোচিত নীরবতা অবলম্বন করল 'বিজ্ঞান শিক্ষা পর্ষৎ'। শুধু মাত্র দু'জন লোক অ্যান্টন শেকভ আর ভলাডিমির কোরোলেংকো ভয় পেলেন না। পর্যৎ থেকে গোর্কির বহিষ্কারের প্রতিবাদে পর্ষতের সম্মানীয় সভ্যপদের উপাধি ত্যাগ করলেন তাঁরা।

শেকভ আর কোরোলেংকোর পদত্যাগ জারের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ।

বুলবুল পাখী আর গুপ্তচর

আরজামাসের এক কেশসজ্জাশিল্পী বলত যে সে এ শহরের বাঁধা ক্ষৌরকার। শহর সম্বন্ধে বলত—কোন জায়গায় বন্যা হয়…কোন জায়গায় ভূমিকম্প হয় কিন্তু আমাদের শহরে কোন কিছু হয় না। কলেরার কথাই ধরা যাক্। আমাদের শহরে তাও হয় না।…

এই শহরে একদিন বিপ্লবের ঢেউ উঠেছিল আর শহরের লোকরা জারের আধিপত্য অস্বীকার করে সটেপান রেজিন আর এমেলিয়ান পুগাচভের পতাকাতলে দলে দলে যোগ দিয়েছিল।

সেই ডামাডোলের সময়কার মরভাভিনিয়া আর চুভাসের উৎসাহী কসাকরা কবরের তলায় মাটি হয়ে গেছে কোন কালে। আজ আরজামাসের প্রাচীন গির্জার প্রাঙ্গন বন ও অগাছায় ভরতি। বিদ্রোহ আর ফাঁসির গল্প মানুষের স্মৃতি থেকে নিয়েছে বিদায়।

আরজামাস এখন শান্ত…বিশ্বস্ত…রাজভক্ত, — কতকগুলো ব্যবসাদার আর সন্ন্যাসিনীর দেশ। ইঁদুর আর চাকর ব্যবসার জায়গা।

পাঁচটি মঠ আর ছত্রিশটি গির্জার ঘণ্টা বাজে। অনবরত ভেকের ডাক। গির্জার সংবাদপত্র 'য়েপার খিয়াল নিয়ে' সবার হাতে। চোর ডাকাতের ভয় খুব—সেজন্য রোজ রাত্রে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরের ঝিলিমিলি সযত্নে বন্ধ রাখা হয়।

পুলিশের তবুও আশঙ্কা ছিল শহরে ম্যাকসিম্ গোর্কি এলে হয়ত গোলমাল ঘট্‌তে পারে। পুলিশ সুপার একটা আদেশ পেলেন—

পুলিশের নজরবন্দী আলক্‌সেই ম্যাক্‌সিমোভিচ আরজামাসে বাস করতে যাচ্ছে খুব শীগগির। আরজামাসে পৌঁছনমাত্র তাঁর উপর যেন সতর্ক দৃষ্টি থাকে, যাতে না তাঁর অভ্যর্থনায় কোন গোলযোগ ঘটে।

গোর্কি উঠলেন একটা প্রশস্ত কোঠাবাড়িতে। বাড়িটার সংলগ্ন বাগানে পুরানো একটা লিনডেন গাছ ছিল। বসন্ত তখন প্রায় শেষ। ধাতব পদার্থের মত পল্লব-শোভিত ক্রিমিয়ার পরই আরজামাসের গাছপালা গোর্কির প্রাণে আনন্দ দিত।

অনেকক্ষণ ধরে বাগানে বেড়ালেন গোর্কি, তারপর চললেন 'ময়েষ্ট হলো'তে। রূপোর মত সাদা এখানকার ছোট একটা ডুমুর গাছের গায় আদর করে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি বললেন, এই একটা গাছ একাই ক্রিমিয়ার যে কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যকে হার মানায়। আর ভাল লাগল তাঁর নদীর পাড় পর্যন্ত বিস্তৃত সবুজ মাঠ আর পানকৌড়ী পাখি আর মাছ ভরতি 'তেষা' নদী।

গোর্কির বাড়ির উপর পুলিশের তীক্ষ্ণ নজর ছিল। সে সম্বন্ধে তিনি শেকভ-কে লিখেছেন—

বেশ শান্ত মধুর পরিবেশ। চারিধারে বাগান—সব বাগানে বুলবুল গান গায়, শুধু আমার বাগানে ঘোরে গুপ্তচর। রাত্রির অন্ধকারে আমার জানালার তলায় বসে দেখবার চেষ্টা করে তারা কি ক'রে রাশিয়ায় আমি বিপ্লববাদ প্রচার করি। ব্যর্থ মনোরথ হয় তারা। বিষণ্ণভাবে তারা তখন শূকরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আর বাড়ির লোকদের ভয় দেখায়।

গোর্কি যা করতেন পুলিশ তাই সন্দেহের চোখে দেখত। যদি ভিখিরিকে তিনি রূপার টাকা দিতেন পুলিশরা তা কেড়ে নিত আর দাঁতে চেপে পরখ করত নজরবন্দী পেশকভ জালমুদ্রা চালাচ্ছেন কিনা।

মাঝে মাঝে গোর্কি কোন একজন চরকে ইসারায় ডাকতেন। দুজনায় তখন কথাবার্তা চলত—

তুমি একজন গুপ্তচর! না?

না—

মিছে কথা বলছ। গুপ্তচর নও ত' কি?

দোহাই ভগবান! গুপ্তচর আমি না।

তুমি অনেক দিন ধ'রে চাকুরি করছ?

না···অল্প দিন থেকে।

এক আধদিন পুলিশ সুপার ডানিলভের মত সম্ভ্রান্ত লোক গোর্কির বাড়ির পাশ দিয়ে যেতেন ঘোড়ায় চেপে পাইপ মুখে। ধনী বড় মানুষটি জানালার ধার দিয়ে যাবার সময় সন্ধানী নজর ফেলতেন যেন গোর্কির বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র তিনি ঠিক ধরে ফেলবেন আর গোড়াতেই নষ্ট করবেন।

পুলিশ সুপার ভুল বুঝেছিলেন। জানালার নিচে সাদা পোশাক-পরা লোক আর ঝোপের মধ্যে গুপ্তচর থাকা সত্বেও আরজামাসে গোর্কি বৈপ্লবিক সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করলেন।

আরজামাসে পুরুত, ব্যবসাদার আর কেরাণী বাস করত না শুধু, অন্যান্য লোক-ও বাস করত সেখানে। সেখানে বাস করত চামড়ার কারিগর, মুচি আর জিনকার। এই সব জিনকার আর মুচি নিয়ে লেলিন তাঁর একখানা বই-তে লিখেছেন যে তারা তাদের মনিবের জন্য দিনে চৌদ্দ ঘণ্টা কাজ করত কিন্তু মজুরি পেত খুবই সামান্য।

লেলিন তাই বলেছেন—জিনকাররা তাই দারিদ্র্যের কশাঘাতে মলিন···মৃত্যু পথের যাত্রী।

পুলিশ আর গুপ্তচরের চোখে ধুলি দিয়ে গোর্কির কাছে আসত

এই সব মজুর। এ সময় গোর্কি সাহসিক বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করলেন।

আরজামাসের নিকটস্থ 'পোনেটায়েভ মঠ' প্রতিক্রিয়াশীলতার একটা বড় আড্ডা ছিল। মঠের সংলগ্ন ছিল অনুমোদিত একটা মদের দোকান। নিঝনি নভগোরদের বিপ্লবীরা গোর্কির সাথে পরামর্শ করে মদের দোকানটা নেওয়া স্থির করলেন।

ধর্মস্থান মঠের কাছে এ রকম একটা বেয়াড়া জায়গায় একটা অনুমোদিত সরাবখানায় কে আর করতে যাচ্ছে বিপ্লবীর সন্ধান।

মতলবটা বেশ খাটল। দোকানটায় বসল নিঝনি নভগোরদের একজন বিপ্লবী—লেতেদেভ নামক ছুতার। পূজাপার্বনের দিন মঠে যে সব সাধু ও তীর্থযাত্রী জমা হত,—এই ছুতার বিক্রি করত তাদের ভড্‌কা আর দোকানের পিছনটায় চলত বিপ্লবীদের একটা গুপ্ত-ছাপাখানা। এখানকার ছাপা বই ছড়ানো হত সারা দেশময়।

অনেকদিন পরে পনেটায়েভকার সরাবখানায় সরকারের নজর পড়ল। তাও পড়ল আকস্মিকভাবে। দোকানটায় ডাকাত পড়ল। পুলিশের কানে এ চুরির খবর উঠল। যে কোন সময় পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে পড়তে পারত। সৌভাগ্যবশতঃ পুলিশ তদন্তে আসবার আগেই দোকানদারও উধাও হ'ল···ছাপাখানাও অদৃশ্য হ'ল; কোন চিহ্নই আর থাকল না। ছাপাখানা রক্ষা পেল। পনেটায়েভকা সরাবখানার রহস্য অপ্রকাশিত রয়ে গেল।

পুলিশ সুপার ডানিলভ্ নিয়মিত সংবাদ পান যে গোর্কির পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে সারারাত আলো দেখা যায়। এটা তিনি অপছন্দ করেন—'আমাদের দাগী আসামী বেশী ঘুমায় না···অনেক রাত জাগে, আর কাজ করে।'

গোর্কি কাজে মগ্ন···লিখছেন ও খুব।

গোর্কি ব্যস্ত তখন একটা নাটকে। এই নাটক সম্বন্ধে শেকভ-কে তিনি পত্রে লিখলেন যে নাটকখানা পছন্দসই। এটা শেষ না করা তাঁর পক্ষে অপরাধ।

আর্ট থিয়েটারের মঞ্চে

মস্কোর পুরাতন রঙ্গমঞ্চ…কোর্শ অথবা ম্যালি থিয়েটার…সোনা দিয়ে মোড়ানো লাল মখমলের পুরু পরদা উঠত অপেরার মত অর্কেষ্ট্রার তালের সাথে। অভিনেতারা লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিত আর পা ঠুকত মঞ্চের উপর। যে সব পাঠে রিভলবার ছোড়বার সুযোগ থাকত সে সব পাঠ তারা পছন্দ করত বেশী। প্রেক্ষাগৃহে পরদার রেশমীর পাড়ের খস্ খস্ আওয়াজ উঠত আর মাথার আকড়াগুলো ধীরে ধীরে সরে যেত। শ্রোতারা জোরে জোরে কথা বলত… জায়গামত হাততালি বা শিষ্ দিত।

নতুন রঙ্গমঞ্চে শ্রোতারা নীরবতা রক্ষা করতে জানে! সাদাসিধে পরদা খানা উঠে না…বই-এর পাতার মত খোলে ধীরে ধীরে। মঞ্চের লোকরাও মনের ভাব চেপে রাখে,—কথা বলে কম। কখনও কখনও তারা নীরব থাকতে ভালবাসে। শ্রোতাদের সাথে তারা তখন শুনতে থাকে বৃষ্টি ফোঁটার ক্ষীণ টুপটাপ শব্দ…পাখীর প্রভাতী কাকলী… চলতি গাড়ির খট্‌খট আওয়াজ, আর ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দ। 'আবার শুনতে চাই' বলে না…হাততালিও দেয় না।

এখানে যারা অভিনয় করে তারা তরুণ নট বা সখের অভিনেতা। সুদক্ষ অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন একজন শিক্ষক। এই নতুন থিয়েটার 'আর্ট থিয়েটার'-এর স্রষ্টা নতুন শিল্পের প্রতি গভীর অনুরাগ সম্পন্ন মানুষ।

একবার মস্কো ভ্রমণের সময় গোর্কি 'আর্ট থিয়েটার'-এ যান। শেকভের 'ভেনিয়া খুড়ো' বই-এর অভিনয় চলছিল তখন।

গোর্কির চোখে পড়ল—ওয়াফল গিটারের তারে ঘা দেন ধীরে… আফ্রিকার একখানা মানচিত্রের পানে চেয়ে আছেন ডাক্তার এসট্রভ…

অধ্যাপক সেরেব্রিয়াকভ্ কাওকে পিয়ানো বাজাতে দিতে চান না ;—মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছবি গোর্কির চোখে পড়ল। গোর্কি নিজেই স্বীকার করেছেন সে রাত্রে তিনি কেঁদে ছিলেন বুড়োমানুষের মত।

প্রেক্ষাগৃহের নিঝুম নীরবতা স্তম্ভিত করল গোর্কি-কে। বাড়ি ফিরে শেকভকে তিনি একখানা চিঠি লিখ্লেন। এই লেখাটুকু তাঁর সব লেখার ভিতর তীব্র :

'ভেনিয়া খুড়ো'র অভিনয়ে আপনার মনটা কি রকম হয় তা আপনি হাঠাৎ পরিষ্কার করে বলতে পারেন না। আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল ভোঁতা একখানা করাত যেন আমায় ফাঁক করে চিরে ফেলছিল আর আমার বুকখানা তার দাঁতের তলায় আর্তনাদ করছিল। শেষ দৃশ্যে ডাক্তার লম্বা বিরতির পর আফ্রিকার ভীষণ গরমের কথা বলছিল। তখন আমার অন্তরখানা কাঁপছিল আপনার প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধায়—আর কাঁপছিল আমাদের দুর্বল, দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের ভয়ে। 'নিঝনি নভগোরদে' বাস করার জন্য এই আশ্চর্য থিয়েটার গোর্কি দেখতে পান্নি এদ্দিন। এ জন্য দুঃখ করলেন খুব।

ক্রিমিয়ায় গোর্কি আর্ট থিয়েটারের অভিনয় দেখতে পেলেন। 'ভেনিয়া খুড়ো'র লেখকের সংগে দেখা করবার জন্য তিনি চললেন ইয়ালটায়।

বসন্তকাল। শেকভের সাদা গ্রীষ্মাবাসের উদ্যানে তাঁর নিজ হাতে লাগানো ফুল গাছে তখন ফুল ফুটেছে থরে থরে।

ইয়ালটায় এবড়ো থেবড়ো রাস্তায় শেকভ আর গোর্কি বেড়ালেন দু'জনায়, সন্ধ্যায় তারা গেলেন অন্ধকার ছোট প্রেক্ষাগৃহে যেখানে আর্ট থিয়েটারের সভ্যরা তাঁদের প্রিয় নাটক অভিনয় করে।

শেকভ গোর্কিকে নাটক লিখতে বললেন,—আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষও।

নাট্যশিল্প গোর্কির কাছে নতুন ক্ষেত্র। নাট্যশিল্পে হাত দিলেন গোর্কি এবার আরজামাসে থাকার সময়। আরজামাসে তিনি তাঁর

প্রথম নাটক লিখলেন 'ফিলিষ্টাইনস্' —বেসমেনেভ পরিবারের তিক্ত জীবনের চিত্র।

কাজটা কিন্তু খুব সহজ ছিল না। আপ্রাণ খাটতে লাগেন গোর্কি নাটকটায়। নাট্য সাহিত্যের আঙ্গিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ আনাড়ি ছিলেন গোর্কি। তিনি লেখেন, কাটেন আর লেখেন।

শেকভের নিকট একখানা পত্রে তিনি নাটকটা সম্পর্কে লিখলেন —বইখানা আমার পছন্দসই হচ্ছে না। শীতকালে আর একখানা নূতন বই-তে হাত দেবো ঠিক করেছি। সেখানা যদি মনের মত না হয় তা হ'লে আর-ও বারখানা বই লিখবো। মোদ্দা কথা, মনের মত বই চাই-ই। বইখানা করতে চাই সুসংহত সুন্দর, ঠিক এক টুকরো গানের মতন।

আর্ট থিয়েটারের মঞ্চে শেকভের নাটকের অভিনয়ে ঠিক গানই ছিল সরল মানবিক ভাষার গান। এ কথাটা সব সময় মনে রেখে গোর্কি সুরু করলেন একখানা নতুন বই।

'ফিলিষ্টাইনস্' বইটায় ফুটেছে সে সব মানুষের ছবি—খুব ছেলে-বেলা থেকে গোর্কি যাদের দেখে আনছেন—শহরের ছোট ঘরের বাসিন্দা, যারা থালা-ঘটি-বাটি-বাসন-পটে আর সিন্দুকে গাদা করা জমানো জিনিষ পত্তরের ভিতর বাস করতে অভ্যস্থ।

গোর্কিও তখনও ক্রিমিয়ায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে তিনি বসে থাকতেন অলিন্দে। নতুন নাটক নিয়ে ভাবতেন তিনি এখানে। কাহিনীটির নায়ক একদিন এক ধনী পরিবারের শুঁড়ি ছিল। অবস্থার বিপর্যয়ে পরিবার লোঙরখানায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ল। এখান থেকে তারা মুক্তিলাভ করতে পারে নি কোনদিন। কর্তার সব চেয়ে যত্নের জিনিষ হল শার্টের গলাবন্ধ, যেটা তাঁর অতীত জীবনের সাথে বর্তমান জীবনের যোগসূত্র রাখত। লোঙরখানায় দারুণ ভিড়—বাসিন্দারা একে অপরকে ঘৃণা করে। শেষ দৃশ্যে বসন্তের আবির্ভাব দেখা যায়। মঞ্চ সূর্যের

আলোয় ভরে যায়। লোঙরখানার বাসিন্দারা কুৎসিত বাসস্থান ছাড়ে। পারস্পরিক ঘৃণা, দ্বেষ দূর হয়।

এই হ'ল গোর্কির নূতন নাটকের ছক্। তিনি পরে এর প্রথম নাম দেন—"জীবনের নীচতলা।" এই নাটকের নায়কদের সাথে গোর্কি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বেড়াতেন হাটে-বাজারে, বড় রাস্তায়, জাহাজে ও জেটিতে। তাদের সাথে এক তক্তাপোষে গুঁতোগুঁতি করে রাত কাটাতেন, আর রাত্রে আগুন পোহাতেন তাদের সঙ্গে। তাঁর আঁকা চরিত্র যেমন স্যাটিন, ডাকঘরের কর্তা; জেলে ছিল কিছুদিন। এই লোক নিঝনি নভগোরদের রাস্তায় বুক খুলে বেড়াত আর পথের আলাপী মেয়েদের কাছে ফরাসিভাষায় ভিক্ষা চাইত। বেশ সুন্দর মজাদার লোক। খুশী হয়ে মেয়েরা দু'একটা পয়সা দিয়ে দিত।

বই-টা শেষ হ'লে 'আর্ট থিয়েটার' এ তার পড়ার ব্যবস্থা হ'ল। নাটকখানা গোর্কি নিজেই পড়লেন। মৃত্যুপথের যাত্রী আনাকে যেখানে লুকা শুনাচ্ছে শান্তি ও সান্ত্বনার কথা সেইখানটা যখন গোর্কি পড়েন তখন অভিনেতারা শোনেন খুব মনোযোগের সাথে। গোর্কির কণ্ঠ থেমে যায়…চোখের জলে রুদ্ধ হয়। গোর্কি পাঠ বন্ধ করেন। নীরবে হাতের তালুতে চোখের জল মোছেন। আবার পড়বার চেষ্টা করেন। দু'এক কথা পড়ার পর আবার থামতে হয়। প্রকাশ্যে কেঁদে ফেললেন গোর্কি এবার।

খুব অনিচ্ছায় সরকার গোর্কির নাটকের অভিনয়ে মত দিলেন। সেন্সরে পুঁথিখানার অনেক জায়গা কাটা পড়ল। 'ফিলিষ্টাইনস্' বইটায় 'ব্যবসাদার রোমানফের স্ত্রী'—এই কথাটা সেন্সর কর্তৃপক্ষের কাছে বেশ সন্দেহজনকে লাগল। মনে হ'ল এটা হয়ত রাজ-পরিবারের প্রতি ইঙ্গিত। 'রোমানফের' জায়গায় 'আইভানভ' বসাবার জন্য জিদ ধরলেন সেন্সর কর্তৃপক্ষ।

'ফিলিস্টাইনস্' এর পোশাকী রিহার্সালের দিনে একদল পুলিশ আর ঘোড়সওয়ার সৈনিক থিয়েটারটা ঘেরাও করল। এই আয়োজন

দেখলে সাধারণ লোকের মনে হতে পারত পোশাকী রিহার্সাল এখানে চল্ছে না,—এখানে চলছে যেন কোন যুদ্ধের ব্যাপার! 'ফিলিষ্টাইনস্' অভিনয়ের প্রথম আর পর পর আর-ও কয়েকটা রাত্রে থিয়েটারের দারোয়ানদের জায়গায় বসল পুলিশের লোক। সরকারের আশঙ্কা হয়েছিল ছাত্ররা হয়ত থিয়েটার দখল করে গোর্কির সম্মানের জন্য সভাও মিছিল করবে।

"....এক পাশে শুয়ে থাক্লে সে অঙ্গ ধরে যায়—তখন পাশ ফিরে শুতে হয়। মানুষ যখন তার পারিপার্শ্বিক অবস্থায় হাঁপিয়ে উঠে তখন সে বিলাপ করে।....তারপরই প্রচেষ্টা সুরু হয়,—পরিবর্তন আসে।" এই কথাগুলো বলেছিল মঞ্চ থেকে নাটকের অন্যতম নায়ক—তরুণ রেলমজুর 'নিল'। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে পড়ে যায় হাততালির ধূম।

গোর্কির দ্বিতীয় নাটক—নীচতলা—আরও প্রচুর সম্বর্ধনা পেল।

"...মিথ্যা—এই হ'ল ক্রীতদাস আর প্রভুর ধর্ম।"

স্যাটিনের এই কথা কটা সেন্সরে বাদ গেল। এত করেও সেন্সর কর্তৃপক্ষ অন্তর্নিহিত ভাবটা নষ্ট করতে পারল না। মানুষের মত বাঁচবার অধিকার থেকে যে সমাজপ্রথা অধিকাংশ মানুষদের বঞ্চিত করে রেখেছে তার বিরুদ্ধে তীব্রতম প্রতিবাদ 'নীচ তলার' প্রতি ছত্র।

চল্তি সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ হচ্ছে অধঃপতিত পশু, কষ্টিলিয়েভের লোঙরখানার বাসিন্দা। এই সমাজ-ব্যবস্থা মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে আছে; সেই মিথ্যাকে তুলে ফেলতে হবে শিকড় শুদ্ধ। শ্রোতা ছাত্ররা নাটককে এই ভাবে হৃদয়ঙ্গম করল।

'নীচতলা'র প্রথম অভিনয় রাত্রি শেষ পর্যন্ত গোর্কির সম্মান রজনী হয়ে দাঁড়ালো। বারে বারে শ্রোতারা নাট্যকারকে দেখবার জন্য চীৎকার করে। মঞ্চের উপর আসে গোর্কি—হতভম্ব চাহনি চোখে; মুখের সিগারেটটা ফেলতে ভুলে যান চকিত ক্ষণে—অভিনয়ের সফলতার চেয়ে গোর্কির প্রতি এই সম্মান সে রাত্রে হল অনেক বড়।

"গুলি করা চাই, সেনাপতি, গুলি করা চাই যে কোন সময়।"
(ভলাডিভসটক এর সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল ক্যাজবেক-এর
উপর দ্বিতীয় নিকোলাসের নির্দেশ।)

'ক্ষুদ্ধ পেট্রেল-এর গান'এ যে বিপ্লবের আভাস ছিল তা শেষ পর্যন্ত এল। এল ১৯০৫ সাল,—জারের অন্ধকার প্রাসাদের সামনেকার স্কোয়ার রক্তে রাঙা হল যে বছর; সুদূর মাঞ্চুরিয়ার পাহাড় আর থানা ও ফাঁড়ির প্রাঙ্গণ মস্কোর পিছনকার রাস্তা আর যুদ্ধ জাহাজের নীল পাটাতন ভেসে গেল যে বছর—সেই ১৯০৫ সাল এল।

বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটতে থাকে প্রথম থেকে। পুলিশের গুপ্তচর পুরোহিত গ্যাপন নামজাদা লোক হবার স্বপ্ন দেখতেন। ৯ই জানুয়ারী সেদিন। সেণ্ট পিটারস্‌বার্গের মজুরদের এক বিরাট মিছিল পরিচালনা করে নিয়ে চললেন গ্যাপন জারের শীতকালীন প্রাসাদে। জারের কাছে নিয়ে যাচ্ছিল তারা এক আবেদন পত্র। এতে লেখা ছিল:

প্রভু, আমরা আর সহ্য করতে পারিনে। আমাদের সহ্য করবার শক্তি আর নেই। ভয়ঙ্কর সময় আমাদের সামনে। আমরা মরতে রাজী। এ অসহনীয় দুঃখ সহ্য করতে রাজী নই।

দু'লক্ষ বঞ্চিত, পীড়িত নরনারী জারের সাথে দেখা করতে চলল। শেষ আশার ক্ষীণরশ্মি তখনও তাদের বুকে,—হয়ত নিপীড়নের হাত থেকে বাঁচাবার মত অন্ততঃ একজন রক্ষক তারা পাবে শৈত্য-প্রাসাদে।

এই মিছিল বার হবার আগে থেকেই জানত সরকার। জারও জানতেন। যুদ্ধসাজে তৈরী থাকবার জন্য সৈন্যদের উপর হুকুম হল।

জারের জনৈক আত্মীয়—গ্রাণ্ড ডিউক ভলাডিমির বললেন:

শোভাযাত্রীদের গুলি করে না মারলে রাজবংশের রক্ষা নেই। সৈন্যদের কর্তৃত্বভার পড়ল এঁর উপর। সেদিন গোর্কি ছিলেন মজুরদের সাথে রাজপথে। গুলি চালাবার তুর্যধ্বনি শুনলেন তিনি।

ভয়ঙ্কর বিভীষিকায় দিন,—আগুনে ঝল্সানো লাল টক্‌টকে এক টুক্‌রো লোহার মতন বিভীষিকা।

মানুষ বিহ্বল হয়নি সেদিন। গোর্কি শুন্‌লেন, মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঘাতকদের উপর—

"তোমরা ভাবছ গণদেবতাকে তোমরা খুন করছ ? না—?"

"তোমাদের দেখাব গণদেবতাকে খুন করা যায় না।"

"গণদেবতাকে তোমরা খুন কর নি। খুন করলে তোমরা জারকে বুঝলে!"

৯ই জানুয়ারী সকালেও মজুরদের বিশ্বাস ছিল, জার তাদের রক্ষা করবেন নিশ্চয়। এই বিশ্বাসে তারা আবেদনপত্র নিয়ে জারের নিকট গিয়েছিল। দুপুরবেলায় কিন্তু হ'ল অন্যরূপ। মজুররা তখন অস্ত্রপাতি যোগাড়ের চেষ্টা দেখে। অস্ত্রপাতি যোগাড় হ'ল না। ইট আর পাথর নিয়ে তারা আক্রমণ চালাল। গ্যাপন তখন পলাতক। জারের কাছে যারা আবেদনপত্র বয়ে নিয়ে গিয়েছিল একটু আগে তারা এখন জারের বিরুদ্ধে লাঠি ধরল। রাশিয়ার প্রথম বিপ্লবের প্রথম দিন এই ৯ই জানুয়ারী।

দুঃখে মর্মাহত গোর্কি বাড়ি ফিরলেন। তখুনি তিনি এক আবেদন লিখলেন রাশিয়ার নাগরিক আর ইউরোপের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের কাছে।

সেন্ট পিটারস্‌বার্গের রাজপথে যা ঘটল গোর্কি তাকে সুপরিকল্পিত নরহত্যা বলে আখ্যা দিলেন এবং ঘাতকদের নায়ক জারকে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে অভিযুক্ত করলেন। এই স্বেচ্ছাচারিতার অবসানের জন্য প্রকাশ্য সংগ্রামের আহ্বান জানালেন তিনি।

পুলিশের হাতে পড়ল আবেদনের মূল খসড়া। গুপ্তচররা গোর্কির

হাতের লেখা ভাল করে জানত। ৯ই জানুয়ারীর ঘটনার দু'দিন বাদে গোর্কি ধরা পড়লেন। 'পিটার ও পলদুর্গ'-এ তাঁকে রাখা হল। পাকা রাজদ্রোহীদের রাখা হত এই কারাগারে।

অনেক লেখালেখির পর গোর্কি জেলখানায় সাহিত্য-সেবার অনুমতি পেলেন। তিনি এখানে একখানা নতুন নাটকে হাত দিলেন। নাটকটির নাম' 'সূর্য সন্তান'; এই নাটকে ৯ই জানুয়ারীর ঘটনার ছায়া পড়েছে অনেকখানি। নাটকের একটি চরিত্র এক জায়গায় বলছে:

> কঠিন তিক্ত কোন কিছুর কথা যখনই আমি শুনি, আগুনের মত টকটকে লাল যখনই আমি কিছু দেখি,—আতঙ্কে অন্তর আমার ভরে যায়,—নৃশংস জনতার ছবি চোখের সামনে ভাসে—রক্তে রাঙা মুখ সব,—তপ্ত লাল রক্তে ভেসে যায় বালি মাটি।

গোর্কি নিরাশ হননি। নাটকে তিনি অনেক কৌতুকের সমাবেশ করালেন। হাস্য-কৌতুকের অবতারণা করতেন তিনি যখন, তখন নিজেই তিনি হাসি সামলাতে পারতেন না। বন্দীকে আচমকা হাসতে দেখে প্রহরী এমন হতভম্ব হত যে তারা কারা-শাসককে ডাক দিতেন—

ক'বছর আগে গোর্কি যখন নিঝনি নভগোরদের কারাগারে বন্দী ছিলেন, সারা রাশিয়ায় প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছিল। এবার সারা ইউরোপ লেখকের সমর্থনে দাঁড়াল। প্যারিসের এক সভায় অ্যানাটোল ফ্রান্স বল্‌লেন—গোর্কি রাশিয়ার নন—সারা পৃথিবীর।

জার্মান, পর্তুগাল, ইতালি ও বেলজিয়ম থেকে জার-সরকারের কাছে গোর্কির গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এল। গোর্কির মুক্তি-দাবিতে সমর্থন জানালেন পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ পিয়ারি কুরি—বিখ্যাত ভাস্কর অগাস্টা রোডিন—সমাজতান্ত্রিক-নেতা জিন জোয়েস আর চিত্রশিল্পী ক্লডা মোনেট প্রমুখ ইউরোপের বিখ্যাত লোক আর নিঝনি নভগোরদের এই কারিগর (জার সরকার তখনও নির্বুদ্ধিতার সাথে তাঁকে এই নামে অভিহিত করত)-এর বন্ধুস্থানীয় মানুষ।

তুর্গের মধ্যে একদিন একজন সৈন্যাধ্যক্ষ গোর্কিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন এমন সময় তিনি বললেন—তোমার গ্রেফ্তারে ইউরোপে আমাদের কানের কাছে বসেছে যেন এক বোলতার চাক। সাত বছর আগে এই সামরিক কর্মচারী মেটেখ তুর্গে গোর্কিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল।

বার বার তিনবার এই নিয়ে জার-সরকার নত হ'ল। গোর্কি জেল থেকে মুক্ত হলেন। এই কারাগারে থাকলে বেশী দিন হয়ত বাঁচতেন না গোর্কি—কারণ এখানকার প্রতিটি পাথর গিলে ফেলত যেন তাঁকে। একমাস কারাবাসের পর কাসিতে তাঁর রক্ত দেখা দিল।

৯ই জানুয়ারী—জনতার কাছে রক্তাক্ত রবিবার নামে খ্যাত—রাশিয়ার মানুষ কেও ভুলল না এ তারিখ। সশস্ত্র সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়া আক্রমণের আয়োজন স্থুরু করল মজুররা। বছরের শেষে স্থুরু হ'ল বিদ্রোহ।

মস্কোর মজুররা ধর্মঘট করল। অবস্থা শীগ্গির বেশ সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াল। 'কসাক আসছে' শব্দ শুনলে সেদিন লোকজন চারিদিকে ছুটে পালাত; আজ সেই কসাকদের উপর স্থুরু হ'ল আক্রমণ।

১৯০৫ সালের বিপ্লব পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর হ'ল। অস্ত্রপাতি কিনবার টাকা যোগাড় করছেন গোর্কি তখন মস্কোতে বসে।

'ঘোড়ায় চড়া শিখবার বিদ্যালয়'-এর ঠিক অপর দিকটায় গোর্কির ঘরখানা যেন সামরিক শিবির। রাইফেল, রিভলবার, হাতবোমা আমদানি হ'তে লাগল। এখান থেকে বিলি হতে লাগল বিদ্রোহীদের হাতে।

গোর্কি যে বাড়িতে বাস করতেন সে বাড়ির 'অহিংস' মানুষরা গোর্কির ঘরের রিভলবারের আওয়াজ শুনত রীতিমত আতঙ্কে। লেখকের দেহরক্ষী ককেশাস ছাত্রদল চাঁদমারির জায়গা গোর্কির ঘরে।

গোর্কি দেখলেন, মজুররা অবরোধ পাঁচিল তুলছে আর অন্য দিকে গোটা ক্রাসানায়া জেলটাকে অবরোধ করে কামান-গোলা নিয়ে জড় হয় স্থায়ী সৈন্যদল।

মস্কোর বিপ্লব দমিত হ'ল কিন্তু বিপ্লবের স্রোত রুদ্ধ হল না। কর্মীদের কাছে লেখা গোর্কির একখানা পত্রের টাইপকরা কপি সারা রাশিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হল ঃ 'সবহারাদের পরাজয় ঘটেনি,—ক্ষতি হয়েছে মাত্র! বৈপ্লবিক পথে আমরা পাচ্ছি নতুন আশা ; শক্তি ও আমাদের বাড়ছে! রাশিয়ার সর্বহারা নিশ্চিত জয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছে—হবেই, কেন না এই একটা শ্রেণী রাশিয়ার, যার শক্তি ও বিবেক আছে আর আছে আত্মবিশ্বাস। আমি যা বলছি তা সত্যি —সমস্ত সৎ ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক এই সত্যকেই গ্রাহ্য করবেন।'

১৯০৫ সাল। মস্কোর বিদ্রোহের প্রারম্ভে গোর্কির প্রথম সাক্ষাৎ হ'ল লেলিনের সাথে।

সত্যের নামে গোর্কি রাশিয়ার মানুষদের বিপ্লবে আহ্বান জানাচ্ছিলেন ; লেলিন বিপ্লব সম্পর্কে যে সব বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তাতেও ছিল সেই সত্যের কথা। ইতিহাস সেই সত্যকেই গ্রাহ্য করল খুব শীগ্গির। সবচেয়ে সৎ ঐতিহাসিকদের পক্ষেও তা কোনদিন ধারণা করাও সম্ভব ছিল না।

* * *

বন্ধুরা গোর্কিকে সতর্ক করলেন,—বল্লেন তাঁর গ্রেফ্তারের জন্য পরোয়ানা বার হয়েছে। বিদেশ যাত্রা করলেন গোর্কি,—জার্মান, ফ্রান্স হয়ে চললেন আমেরিকা।

নিউইয়র্কে গোর্কি জার-সরকারের বিরুদ্ধে দৃঢ় মত প্রকাশ করলেন। সাধারণ সভায় বক্তৃতা দিয়ে কাগজে প্রবন্ধ লিখে বিশ্বের কাছে রাশিয়ার সবহারাদের অনুকূলে আবেদন জানালেন। বিদেশী ব্যাংকের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে জার রাশিয়ার বৈপ্লবিক আন্দোলন দমন

করতেন,—গোর্কি তাই বৈদেশিক ব্যাংক-মালিকদের অনুরোধ জানালেন জার-সরকারকে তাঁরা যেন অর্থ সাহায্য না করেন।

আমেরিকায় বাস করবার সময় গোর্কি তাঁর "মা" উপন্যাসে হাত দিলেন। সে সময় তিনি আত্মগোপন করেছিলেন এডিরোনডাকস্‌দের বাগানে কাঠের গুঁড়ির ঘরে।

"মা" উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলো তিনি নির্বাচন করলেন সরমোভোর মজুরশ্রেণীর মধ্য থেকে। পাভেল ভলাসভ আর তার নিলেভনা বাস্তব জীবনের মানুষ,...গোর্কির পরিচিত মানুষ। গোর্কির "মা"র একটি চরিত্র প্যাওটর জ্যালোমভ—একজন বিপ্লবী কর্মী—সরমোভোর মজুরদের "মে ডে" উৎসবে যোগ দেওয়ায় কারাভোগ হয়, আর তার মা বৈপ্লবিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন—সন্ন্যাসিনীর ছদ্মবেশে তিনি সারা নিঝনি নভগোর বৈপ্লবিক পুথি ও লেখা ছড়াতেন।

সেদিন এরকম মা ছিল অগণিত। বিপ্লবী পরিবার কাডোমটসেভ-এর মাকে জানতেন গোর্কি—কারারুদ্ধ সন্তানের কাছে কৌশলে বোমা পাঠিয়ে দিয়ে তিনি তার জেল থেকে পালাবার ব্যবস্থা করেন, এই বোমা দিয়ে জেল পাঁচিলের গায় ফুটো করে তাঁর ছেলে পালিয়ে যায়। উফা-তে এজন্য বিচার হয় মায়ের।

এ রকম বীরাঙ্গনার সাথে গোর্কির প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল।

জার সরকার এই উপন্যাসের প্রচুর বৈপ্লবিক তাৎপর্যের কথা অনুধাবন করল। যে কাগজে "মা"র প্রথম অংশ ছাপা হয় তা বাজেয়াপ্ত হ'ল। আর দ্বিতীয় অংশটা সেন্‌সরে কাটছাট করে এমন করা হ'ল যে চেনা গেল না আর। গোটা পরিচ্ছেদ দু চারটে তুলে দেওয়া হ'ল।

গোর্কির নামে মামলা রুজু হ'ল। সেণ্ট পিটারস্‌বার্গ মিউনিসিপালিটির মুখপত্র "ভেদোমোস্তি"তে বিজ্ঞপ্তি বার হ'ল—নিঝনি

নভগোরদের এক কারিগর আলেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ পেশকভকে সেণ্ট পিটারস বার্গের জেলা আদালতের গ্রেফ্তারী পরোয়ানা বলে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করবার আদেশ দেওয়া যায়।

সৌভাগ্যবশতঃ গোর্কি তখন রাশিয়ার পুলিশের হাতের বাইরে। বিদেশে বৈপ্লবিক কার্য করে আসার পর গোর্কি রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন আর সম্ভবপর বলে মনে করলেন না। ক্যাপরি দ্বীপে ইতালীতে বসবাস সুরু করলেন।

এ সময় ১৯০৭ সনে লেনিনের সাথে তাঁর দৃঢ় বন্ধুত্ব হয় রাশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দলের পঞ্চম অধিবেশনে। বলশেভিক নেতার আমন্ত্রণে গোর্কি এখানে উপস্থিত ছিলেন।

চার চাকার মান্ধাতার আমলের গাড়ি,—চার্লস ডিকেনস্-এর উপন্যাসগুলোর নায়করা এমনি সব গাড়িতে চেপে বেড়াতেন! এই রকম একখানা গাড়ি গোর্কিকে নিয়ে যেত লণ্ডনের শহরতলীতে উচ্চ অবিস্তীর্ণ জানালাওয়ালা এক কেঠো গির্জায়; এর চেয়ে ভাল গাড়ি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

একটা থামের গায় হেলান দিয়ে গোর্কি ঘণ্টার পর ঘণ্টা শেষ পর্যন্ত সম্মেলনের প্রতিনিধিদের দেখতেন আর বলশেভিক আর মেনশেভিকদের মধ্যেকার আবেগময় আলোচনা শুনতেন।

"—তীব্র পদক্ষেপে অবশেষে ভলাডিমির ইলিচ মঞ্চে এলেন। কণ্ঠে তাঁর মধুর একটি মাত্র সম্ভাষণ—কমরেড···। প্রথমটায় আমার মনে হল তিনি বক্তৃতা দেন খারাপ কিন্তু দু' এক মিনিট পরে অন্যান্য সবার মত আমিও তাঁর বক্তৃতায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়লুম। কর্মনীতির জটিল প্রশ্ন নিয়ে এত সাদাসিধা বক্তৃতা আর কারও কাছে শুনিনি। লেলিনের বক্তৃতা এমনই—বড় বড় কথা নেই সম্পূর্ণ সাদাসিধা কথা। অদ্ভুত ধরনের স্বচ্ছন্দতার মধ্যে তাঁর প্রতিটি কথার অর্থ সুস্পষ্ট হ'ল।"

লেলিনের বাগ্মিতা সম্বন্ধে গোর্কির ধারণা এই কটা কথায় বেশ

পরিষ্কার ঃ ক্যাপ্রিতে গোর্কির সাথে দেখা করলেন লেলিন। অত্যধিক পরিশ্রমের পর এখানে বিশ্রাম মিলল তাঁর বেশ কটা দিন। লেলিন পাশা খেলতেন, মাছ ধরতেন···পাহাড়িয়া মাটির তলায় কোন কিছু আবিষ্কারের জন্য অনুসন্ধান করতেন, আর কন্টিকারি গুল্ম ভরা মাঠে সোনালী রঙ-এর খেলা দেখে মুগ্ধ হতেন।

সন্ধ্যাবেলায় গোর্কি লেলিনকে তাঁর রাশিয়া ভ্রমণের কাহিনী শোনাতেন, আর উদগ্রীব হয়ে শুনতেন লেলিন সেই সব চিত্তাকর্ষক বিবরণ।

গোর্কির অতিথির খুব ভক্ত হ'ল ক্যাপ্রির ছেলেরা। লেলিন চলে গেলে তারা গোর্কিকে লেলিনের কথা জিজ্ঞাসা করত—জার কি ওঁকে ধরবে ? না···ধরবে না। কেমন—

গোর্কির কাছে লেলিন যত চিঠি লিখতেন তাতে সব সময় থাকত গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপন ; পত্রে তিনি তাঁর লেখা ও স্বাস্থ্যের কথা জানতে চাইতেন অকৃত্রিম আন্তরিকতার সাথে।

গোর্কিকে লেলিন বলতেন, 'সর্বহারা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।'

লেলিনের লেখায় এক জায়গায় আমরা গোর্কির সম্বন্ধে এই ক'টা কথা পাই ঃ গোর্কির সাহিত্যিক প্রতিভা যে অতুলনীয় তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সারা দুনিয়ার সর্বহারা বিপ্লবে তাঁর লেখনী যথেষ্ট সহায়তা করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও করবে বলে আমরা মনে করি।

১৯১৩ সালে জার-সরকার রাজদ্রোহীদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের শুভেচ্ছা ঘোষণা করলেন। গোর্কিকে লেলিন রাশিয়ায় ফিরবার উপদেশ দিলেন। ক্যাপ্রি পরিত্যাগ করে গোর্কি সেণ্ট পিটারসবার্গে বসতি স্থাপন করলেন।

এর এক বৎসর পরই প্রথম মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

বিপ্লবী ছাত্রদের এক সভায় এ সময় বর্তমান পুস্তক লেখকের গোর্কির সাথে আলাপের সুযোগ ঘটে। গোর্কি এখানে যুদ্ধ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি বল্‌লেন সীমান্তের যুদ্ধক্ষেত্রে দুজন সৈন্য—একজন রুশ আর একজন জার্মান—পরস্পর পরস্পরের বুকে ছুরি বসাচ্ছে আর যেন নিবিড় আলিঙ্গনে দু'জনায় আবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আসন্ন মৃত্যুর কালিমার মাঝখানে…এই দুটো সৈনিকের মাঝে জাতির ভাগ্য ফুটে উঠেছে রুশ আর জার্মান জাতি—আহম্মকি জঘন্য হানাহানিতে পরস্পর মত্ত হয়ে ধ্বংসের পথে হল আগুয়ান।

সীমান্তের মানুষদের কথা গোর্কি যখন বল্‌তে লাগলেন তখন তার মুখে ভেসে উঠল অন্ধকার কালোছায়া। তাঁর দুঃখ পরিণত হ'ল রাগে যখন তিনি নিন্দা করতে লাগলেন, পশ্চাৎপদ মানুষ—ছোট ছোট দোকানদারদের, যারা নিকৃষ্টতম অপরাধকে জাতীয় গুণ বলে জাহির করতে রাজি। কোন এক সাধারণ সভায় বক্তৃতা দিবার সময় গোর্কি বললেন—আমরা এক প্রচণ্ড শূকরের প্রমত্ত উৎসব দেখছি যেন লম্বিত নাসাগ্রে সারা পৃথিবীটাকে উপ্‌ড়ে ফেলতে চায় যেন সে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়াল গোর্কির বার্ষিকী 'লেটোপিস'।

এই কাগজে মায়াকভ্‌স্কির কবিতা 'যুদ্ধ ও শান্তি' প্রথম প্রকাশনা লাভ করে! মায়াভ্‌স্কি তখন অখ্যাত কবি। পীতরঙা জ্যাকেটপরা আর উঁচু টুপি মাথায় এই লেখককে লোকে সাহিত্য কুৎসা-রটনকারী বলে মনে করত।

সে ধারণা কিন্তু ভুল। তিনি একজন বিপ্লবী। তিনি বলতেন: তাঁর 'যুদ্ধ ও শান্তি' কবিতা যুদ্ধের প্রতি ছান্দিক ধিক্কার।

যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরের শেষভাগ আর কাটতে চায় না যেন। 'লেটোপিস'-এর সম্পাদকীয় দপ্তরে কলকারখানার গোলমাল নিয়ে আলোচনা করত। সম্পাদকমণ্ডলীর এক সভায় গোর্কি বললেন—আমাদের জয় আসন্ন।

এক সপ্তাহ পরই জারের নীলরঙা ট্রেনখানা আটক হল' ডুয়ো-তে যখন সেটা যাচ্ছিল পেটোগ্রাড থেকে জেনারেল ষ্টাফ হেড কেয়ার্টারে। দ্বিতীয় নিকোলাস তাঁর সিংহাসন ত্যাগের দলিলে সই দিলেন ১৯১৭ সালের ঘটনা সেটা।

* * *

গোর্কির অন্যতম বন্ধু ভি. ডেসনিটস কি বলেন : ১৯১৭ সালের ঘটনার পর গোর্কির সাথে লেলিনের সাক্ষৎকারের একটি দিনের কথা আমার বেশ মনে পড়ে। সমাজতান্ত্রিক দলের বিপ্লবিণী ক্যাপল্যান যেদিন লেলিনকে হত্যা করার চেষ্টা করে তারই ক'টা দিন পর। দিব্যি স্ফূর্তিতে ভলাডিমির ইলিচ হাত দু'খানি ঘষতে ঘষতে গোর্কির পানে তাকিয়ে হাসলেন।

তিনি গোর্কির কুশল সংবাদ নিলেন আর বললেন—গত দুর্ঘটনার কথা তিনি যেন আর মনে না রাখেন। দুই বন্ধুকে দেখবার জন্য এমন সময় এলেন ইয়াকএস্ ভারডলভ। ভলাডিমির ইলিচ দুর্ঘটনা আর অস্ত্রোপচারের কথা বললেন খুব শান্তভাবে। তাঁর চিকিৎসার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে তিনি বল্‌লেন যে এত শীগ্‌গির যে ভাল হবেন তা তিনি আশা করেন নি। তারপর তিনি আমাদের খেতে দিলেন পণির, নরম টাটকা রুটি আর চেরি ফল।

খাবার বেশ অল্প দামের ছিল। অতিথিরা জানতেন না যে তখন লেলিনের ঘরে চা ছিল না মোটেই। আমি তাড়াতাড়ি আপিসে চলে গেলাম। নিঝনি নভগোরদের একজন পুরানো বন্ধু আমাদের ষ্ট্যাফে ছিলেন। কাউন্সিল অফ পিপলস্ কমিশারস-এর চেয়ারম্যানের জন্য চাইলাম এক চামচ চা।

গোর্কির মুখমণ্ডলে দুশ্চিন্তার চিহ্ন ফুটে উঠল যখন তিনি ভলাডিমির ইলিচের স্বাস্থ্যের খবর নিলেন। তিনি জানতে চাইলেন যে তাঁর দেহের ক্ষত কর্মক্ষমতার কোন ক্ষতি করবে কিনা।

ভলাডিমির ইলিচ সযত্নে বাহু প্রসারিত করলেন যেন কোন চেষ্টাই করতে হ'ল না তাঁর। ঐ একই ভাবে বাহুখানা তিনি নীচু করলেন এবং তারপর আবার প্রসারিত করলেন।

গোর্কি লেনিনের গলার হাড়ে আর হাতের মাংসপেশীতে হাত বুলালেন। ভলাডিমির ইলিচ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলেন গোর্কির মুখের পানে ঔৎসুক্যের সাথে চেয়ে। গোর্কির স্পর্শে বন্ধুর শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার শুভেচ্ছা শুধু ছিল না। অন্যের চোখে ব্যাপারটা মনে হল যেন গোর্কি বারে বারে নিশ্চিত হতে চান যে লেলিনের মাঝেই কোটি কোটি মানুষের শক্তি নিহিত আর ভবিষ্যতের পথ উজ্জ্বল করবে যে আলো তা আসবে লেলিনের কাছ থেকে। গোর্কি নিশ্চিতই হয়েছিলেন।

গোর্কির সম্বন্ধে লেলিনের থাকত সব সময় উৎসুক আগ্রহ। ১৯২১ সালে গোর্কির স্বাস্থ্য যখন খুব খারাপ হয়ে গেল তখন তাঁকে লেলিন চিকিৎকসার জন্য বিদেশে যেতে অনুরোধ করলেন। গোর্কি আবার গেলেন ইতালীতে। এবার তিনি বাস করতে লাগলেন সোরেণ্টো-তে।

সোভিয়েট দেশে কি ঘটছে তা তিনি অনুধাবন করতে থাকেন এখান থেকে। জন্মভূমির সাথে তাঁর বন্ধন এ ভাবে বাড়ল—শক্ত হ'ল।

১৯২৮ সনে ষষ্ঠীতম জন্মদিবসে গোর্কি ফিরলেন ইউ, এস, এস, আর-এ। গোর্কিকে রাশিয়ার লোকেরা দিল বিরাট লেখক ও বিপ্লবীর সম্বর্ধনা।

১৯৩২ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে গোর্কির সাহিত্য জীবনের চত্বারিংশ বৎসর পূর্তির উৎসব হ'ল। সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টির (বলসেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি গোর্কিকে অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করলেন। তার একটা অংশে বলা হ'ল সোভিয়েট দেশ ও সোভিয়েট দেশের বাইরে দূর-দূরান্তের শ্রমজীবিদের কাছে মহান লেখক ও বিপ্লবী

রূপে…জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রামী হিসাবে ম্যাক্সিম গোর্কির নাম থাকবে চিরদিন, অঙ্করঙ্গ,—প্রিয়।

সারা দেশময় চলল গোর্কির সাহিত্য জীবনের চত্বারিংশ বৎসর পুর্তির উৎসব…লেলিনের সাথে গোর্কির অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের ফলে গোর্কির বলিষ্ঠ অনুপ্রেরণা বৈপ্লবিক পথে অগ্রসর হয় আর তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মসূচীও নির্ধারিত হয়।

ইউ. এস. এস. আর-এ আসার পর গোর্কি সোভিয়েট দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে হলেন কর্ণধার। অনেকগুলো কাগজ তিনি বার করলেন এবং সম্পাদনা করলেন। 'কলকারখানার ইতিহাস', 'গৃহযুদ্ধের ইতিহাস' প্রকাশনার সূত্রপাত করলেন ও 'সোভিয়েট লেখক সংঘ'-এর কাজ পরিচালনা করতে থাকেন।

গোর্কির বিরাট কর্মসাধনার সাফল্য প্রচুর সময় ও বিপুল শ্রমের উপর নির্ভরশীল। এক মুহূর্তের জন্য ও গোর্কি তাই তাঁর সাহিত্য-সাধনা বন্ধ রাখতেন না। 'ক্লিম সামঘিন' ক্রমশঃ প্রকাশিত গোর্কির কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন; এর পরিশিষ্ট রচনা করলেন গোর্কি এসময়! কয়েকটা নাটকও রচনা করলেন—তন্মধ্যে 'ইয়েগর বুলিচফ' গোর্কির অন্যতম হেতুগর্ভ ও উজ্জ্বল সাহিত্যিক স্বৃষ্টি।

জীবনের শেষ বছরে গোর্কি তাঁর বন্ধুদের বললেন—আর-ও খানকতক বই আমার লেখা দরকার। লিখব আমি নিশ্চয়। চারখানা বই আরও লিখব। প্রত্যেক দু'বছরে একখানা—আট বছর…আরও আট বছর—

প্রবীন গোর্কি আরও অনেক কিছু করতে পারতেন—আরও অনেক নায়ক তিনি সৃষ্টি করতে পারতেন—আরও অনেক বই তিনি লিখতে পারতেন।

১৯৩৬ সালের জুন মাস। গোর্কির হঠাৎ ভারী অসুখ হল। গোড়া থেকেই অসুখটা খুব সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াল। শ্বাস-প্রশ্বাসের

কষ্ট, নাড়ীর গতি অস্থির—কোন কিছু গ্রাহ্য করছেন না গোর্কি। এমন আত্মস্থ তিনি তখন তাঁর জীবনের এত দিনকার আসল কাজে—সাহিত্য আর দেশসেবার কাজ।

নিঃশ্বাস ফেলতে, কথা বল্‌তে তাঁর দারুণ কষ্ট; অক্সিজেন নিবার অবসরে ও সোভিয়েট শাসনবিধি নিয়ে আলাপ করতেন আর যে কাগজে তা প্রকাশনা লাভ করেছে তা তিনি দেখতে চাইতেন। এ সময় তিনি কেবল লেলিন আর ষ্ট্যালিনের কথা বলতেন আর মনে করতেন লেলিনের সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনকার কথা। জ্ঞানহারা হয়ে তিনি যে সব প্রলাপ বক্‌তেন তাতেও থাকত না তাঁর নিজের কথা একটাও।

মৃত্যু আসন্ন বুঝলেন গোর্কি!

জুন মাসের ১৮ই তারিখে সন্ধ্যায় গোর্কি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তাঁর ঠোঁট থেকে যা দু' একটা কথা বার হ'ল তাতে বোঝা যায় শেষমুহূর্তেও গোর্কি কি ভাবছিলেন—

আবার যুদ্ধ আসছে। যুদ্ধের জন্য আমরা প্রস্তুত থাকি যেন। হঠাৎ যেন শত্রু আমাদের ঘাড়ে না পড়তে পারে—

পরদিন সকালবেলা গোর্কি প্রাণত্যাগ করলেন। পরে জানা যায়—সোভিয়েট দেশের দুষমন ফ্যাশিষ্ট জার্মাণীর বেতনভূক চর ট্রট্‌স্কি-বুখারিন-পন্থী বদমাসরা চক্রান্ত করে গোর্কির মৃত্যু ঘটিয়েছে—কারণ জনসাধারণের উপর গোর্কির প্রভাব ছিল তাদের হীন-স্বার্থের প্রতিবন্ধক।

দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল গোর্কির মৃত্যুসংবাদ সারা দেশময়। রেডস্কোয়ারের শোকসভায় ভি. এম. মলটভের বক্তৃতায় শোকাকুল রুশ জাতির হৃদয়াবেগ ফুটে উঠেছিল: আলেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ গোর্কি'র মহাপ্রয়াণে আমরা—তাঁর অসংখ্য বন্ধু, পাঠক ও গুণমুগ্ধ মানুষ অনুভব করছি আজ যেন আমাদের এক গৌরবময় পত্র চিরদিনের জন্য বন্ধ হল—লেলিনের মৃত্যুর পর গোর্কি'র-মৃত্যু রাশিয়া আর মানবজাতির এক অপরিমেয় ক্ষতি।

সাহিত্যে ও সংগ্রামে

রাশিয়ার লেখকদের মধ্যে সাধারণ মানুষদের সমাজে যাঁদের জন্ম তাঁদের ভাগ্য বাস্তবিকই মর্মান্তিক।

একটা প্রবন্ধে একথা বলেছেন গোর্কি। পমিয়ালোভস্কি পাঠশালায় পড়বার সময় মোট চার শ' ঘা বেত খান। সব ছেলেদের সামনে লেভিটোভকে প্রহার করা হত বেদম। সে কথার উল্লেখ করে তিনি বলতেন তারা আমাকে মেরে আত্মা খাঁচা ছাড়া করে ছাড়ত। রেসেটনিকোভের বয়স যখন চৌদ্দ,—তখন আদালতে কেন যেন তিনি অভিযুক্ত হন আর বিচারে তাঁর দু'বছর কারাবাস হয়। এই লেখকদের লেখা বই রুশ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে অনেকখানি।

…দারিদ্র্য কি বস্তু তাঁরা খুব ভালভাবেই জানতেন। যৌবনের আগেই অনেক লেখকের দেহাবসান ঘটেছে নোংরা পর্ণকুটিরে অথবা হাসপাতালের শয্যায়। পৃথিবীতে তাঁরা রেখে গেছেন শুধু হাতে লেখা ক'খানা পুথি—আত্মহত্যার অসংলগ্ন যুক্তি যেন। বিষাদ আর হতাশা তাঁদের আচ্ছন্ন করত এত?

গোর্কির জীবন ছিল আরও দুঃখময়। তাঁর পূর্ববর্তী ঐ সব লেখকদের জীবনে যে সব পরীক্ষার আবির্ভাব হয়েছিল তার সবগুলির সমাবেশ ছিল গোর্কির জীবনে। পামিয়ালোভস্কির মত তাঁর পিঠে পড়ত কত না বেত। লেভিটভের মত তাঁর প্রচুর প্রহার সহ্য করতে হত সবার সামনে। জাহাজী মুটের কাজ নেভা নদীর বন্দরে করতেন কুশ্চেভস্কি আর ভল্গার বন্দরে করতেন গোর্কি। একথা অবশ্য সত্যি, গোর্কি বেশ বাড়তি বয়সে প্রথম জেলখানায় যান—তবুও ষোল বছর বয়সের সময় সেমিওনোভের রুটিশালায় তিনি প্রায় পাকা জেলখাটা লোকের মতন হলেন, কেন না এখানকার অভিজ্ঞতা জেলখানার চেয়েও খারাপ।

চার বছর বয়সে গোকর কলেরা হয়, আট বছর বয়সে হয় বসন্ত। জুতার দোকানে যখন তিনি সংবাদ-বাহকের কাজ করতেন তখন গরম ঝোলে একদিন তাঁর সর্বাঙ্গ পুড়ে যায়। পাইন লাঠির মার খেয়ে একবার তাঁকে হাসপাতালে যেতে হয়। আর সেখানে ডাক্তার তাঁর শরীর থেকে বিয়াল্লিশ খানা কুচি বার করেন। একবার এক বনের মধ্যে শিকারীর বন্দুকের সব ক'টা গুলি তার দেহে লাগে। ইউক্রেণের গ্রাম—কাণ্ডিবোভকায়—এক ক্ষুব্ধ জনতার হাতে তার প্রাণ প্রায় যায় যায় হয়।

ভল্গার তীরে ক্রাসনোভিডোভো গ্রামের জোতদাররা একবার তাঁকে বেদম মার দেয়। প্রাণ নিয়ে তিনি সেদিন কোন রকমে পালান। আর একবার জাহাজে খালাসির কাজ করবার সময় খোলের ভিতর পড়ে গিয়ে তিনি রীতিমত চোট খান। মারাত্মক ব্যাধি, নৃশংস মানুষ আর কঠিন দুর্ভাগ্যের হাতে গড়া গোর্কির ছেলেবেলা।

বয়স যখন খুব কম তখন থেকেই গোর্কির জীবন ছন্নছাড়া—পারিপার্শ্বিক নরনারীর অস্তিত্ব তাঁকে ভয়বিহ্বল করে তুলত···

ছেলেবেলায় গোর্কির একটা প্রিয় খেলা ছিল—বন্ধুদের নিয়ে তিনি যেতেন কোন এক গর্তের ধারে। গর্তের মধ্যে বড় একটা কাঠের গুঁড়ির উপর তাঁর বন্ধুরা বসে গান করত। তিনি হতেন মুখ্য-গায়েন। বিষাদের গান তিনি পছন্দ করতেন। গর্তের ধারে লোক জমা হয়ে যেত। অনেকক্ষণ তারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদের গান শুনত। বিষাদের গান তাদের মনকে স্পর্শ করত বেশ।

এই ছেলে একদিন সীমাহীন দুর্গম ও কষ্টকর পথ পর্যটন করলেন। এর পর তিনি হলেন একজন বড় লেখক। রাশিয়ার নীচতলার নির্যাতিত মানুষদের জীবনধারার নির্মম সত্যকে সাহিত্যভাত করেই ক্ষান্ত হননি তিনি। তাঁর লেখনী সুন্দর জীবনের পথে এই সব মানুষদের ছিল বলিষ্ঠ আহ্বান।

গোর্কির এ অদম্য আশাবাদের উৎস কোথায় ?

কাষ্ঠরচিত গৃহসজ্জা-নির্মাতা ও কাগজ-রচিত প্রাচীর সজ্জা শিল্পী

পিতা ম্যাক্সিম সাভাতিয়োভিচ-এর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি পেয়েছিলেন এ আশাবাদ ; গুণবতী বৃদ্ধা পিতামহী আকুলীনা আইভানোভনা দ্বারা এই গুণ উজ্জীবিত হয়েছিল তাঁর শিশু চরিত্রে। তারপর এলোশা পেশকভ যখন নিঝনি নভগোরদে চিলেঘর আর নীচতলার ঘরের একজন বাসিন্দা ছিলেন তখন তিনি ইহা আয়ত্ত করেন পুস্তক-রাশির মধ্যে।

জীবনে এই বিশ্বাস কি বেশীদিন থাক্‌তে পারে? গোর্কির সাহিত্যের একজন নায়িকা,—বুড়ী ইজার গিল বলছেন :

যখন কোন মানুষ কোন কিছু করবার সঙ্কল্প করেন তখন তাঁর সেটা সুষ্ঠু ভাবে করা উচিত, আর মানবিকভাবে যেখানে সম্ভব সেখানেই স্বকীয় প্রতিভার সমুজ্জ্বল বিকাশ ঘটান দরকার। জেনে রেখো—জীবনে বীরত্বের কাজ করবার অবকাশ প্রচুর।

বীরত্বব্যঞ্জক কাজ ভরা ছিল গোর্কির জীবন! কঠিন কাজ সামনে পড়লেই তিনি এগিয়ে যেতেন। কপর্দকহীন ভবঘুরে আর অদ্ভুত যত পেশার মানুষ এলেক্সি পেশকভ ভাগ্যে সঞ্চিত দুঃখ দুর্দশা থেকে শিক্ষা লাভ করার জন্য যেন আগে থেকেই উদ্‌গ্রীব থাকতেন।

দীর্ঘ জটিল পথ পর্যটনের কালে পরিচিত মানুষরা একদিন তাঁর গল্প, উপন্যাস ও নাটকের যে নায়ক হবে এ যেন তিনি আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলেন,—তাই হয়ত তিনি এই সব লোকদের হালচাল লক্ষ্য করতেন খুব নিবিষ্ট মনে, তাদের গোপন আড্ডা বার করতেন আর পিছু নিতেন তাদের শ্রান্তিহীন শিকারীর মত।—পর্যটনের সময় একবার গোর্কি হাজির হলেন এক গ্রাম্য ছোট শহরে। বিরক্তিকর স্বপ্নের মত সে শহর ছিল আনন্দহীন। এই জায়গার নোংরা হোটেলে জ্যাকেট পরা একজন লোক গোর্কিকে কৌতুকাবিষ্ট করল :

গোর্কি এই ছোট নিরানন্দ শহরটার কথা বিস্মৃত হলেন—বাকী দীর্ঘ পথের কথাও বিস্মৃত হলেন—লোকটির পিছু পিছু বহু রাস্তা অতিক্রম করে প্রথমে একটা রেঁস্তোরায় এবং পরে একটা গির্জার

প্রাঙ্গনে এলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি অনুধাবন করলেন যে অসভ্য লোকটা পুরো পেট খেয়ে ঘুরছে ; শহরটার মতই সে আনন্দহীন !

এরকম গোর্কি কতবার বেয়াকুপ হতেন কিন্তু প্রতিবারই ঠেকে শিখবার পর তাঁর লাভ হত নতুন জ্ঞান যা তিনি তাঁর স্মৃতি ভাণ্ডারে জমা রাখতেন সযতনে।

পূর্ববর্তী লেখকদের সাহিত্য অনাদৃত মানুষদের গোর্কি প্রথম সাহিত্যে প্রতিভাত করলেন। সেই সাথে সেই সব মানুষদের দেশ,—নদী আর জল,—পথ আর গান গোর্কির হাতে সাহিত্যভাত হ'ল।

গোর্কির একটা গল্পে তাঁর একজন নায়ক বল্‌ছেন এক জায়গায়ঃ বন্ধু, রাশিয়ার কথা বল্‌তে গেলে দু-এক কথায় কিছু বলা যায় না—কেননা রাশিয়ার প্রতিটি অঞ্চলের পৃথক পৃথক স্বত্ত্বা আছে।

গোর্কির সাহিত্যে আমরা পাই মলডেভিয়ার বুনো বা ছড়া—কারঝেনটের বন—ইউক্রেণের পথ আর কুবানবস্তির বিবরণ। আমাদের চোখের সামনে এই যে সব দেশও জনপদের প্রাকৃতিক শোভা গোর্কি উন্মুক্ত করেছেন তার ভিতর দিয়ে চল্‌তেন তিনি একদিন হাতে লাঠি,—কাঁধে ঝুলি নিয়ে।

গোর্কি তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতাকে হঠাৎ কাজে লাগাতে শিখেননি। বেশ কম বয়সে তাঁর ভাগ্যে খ্যাতি জুটেছিল আর তার মধ্যেই তাঁর সাহিত্য ও শিল্প নিজের আয়ত্তাধীন হয়ে পড়েছিল।

দশ বছর বয়স যখন গোর্কির তখন থেকেই তিনি ডায়েরী লিখতে সুরু করেন। এই হ'ল তাঁর প্রথম বই। একজন মাত্র পাঠকের জন্য এই বই লেখা আর সে পাঠক তিনি স্বয়ং।

পরে ছেলেবেলায় কাজানে গোর্কি কবিতা লেখা সুরু করেন। কবিতা তাঁর ভাল হচ্ছিল না। তখন গদ্য রচনা নিয়ে থাকতেই তিনি স্থির করলেন। তখনও কিন্তু তাঁর ভাষা আধা তালময়, অশ্রাব্য।

গোর্কি বলেছেন—মোটামুটি আমি ভাল লিখবার চেষ্টা করতুম। আমি লিখতুম ; "সমুদ্র হাসছে" অনেকদিন ধরেই আমি অকপট মনে আমার রচনাগুলো বেশ ঠিক হচ্ছে বলেই মনে করতুম। ভাল শব্দ খুঁজতে গিয়ে আমি রচনার সুষ্ঠুতা হারাতুম ; বিষয়বস্তু সংযোজনা হ'ত না ঠিক জায়গামত আর চরিত্রবিচার হ'য়ে পড়ত রীতিমত খারাপ।

টলষ্টয় আর শেকভ এই দু'জন লেখকের মতকে গোর্কি বিশেষ মূল্য দিতেন। তাঁরাই প্রথম তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এদিকে।

গোর্কির "ছাব্বিশ জন পুরুষ আর একজন মেয়ে" বইখানা পড়ে টলষ্টয় বলেন তোমার আঁচ ঠিক নেই। গোর্কির লেখার তালে মজুরদের উদ্দীপিত করতে পারল না সেই আগুনের শিখা।

শেকভ-ও তাঁর একজন নায়িকা সম্বন্ধে বললেন—তুমি যে তোমার নায়িকার তিনখানা কান দিয়ে বসেছ। ছাখো গে তার চিবুকেও একটা কান আছে।

এসব অবশ্য সামান্য ব্যাপার। মোদ্দা কথা, পরিষ্কার ও সহজ রচনা নৈপুণ্যের আর সুন্দর শব্দ সংগ্রহ ও নির্বাচনের যোগ্যতার অভাব ছিল গোর্কির তখনও। ক্রমশঃ তিনি অনুধাবন করতে লাগলেন যে শিল্পীর পক্ষে পরিষ্কার ও সহজ রচনায় নিপুণ দক্ষতা যেমন কঠিন তেমন প্রয়োজনীয়।

"মাল্ভা" গোর্কির প্রথম যুগের একটা গল্প ; শেকভ এ গল্পটা সম্পর্কে বলেছেন—

এই মাত্র তুমি লিখলে 'সমুদ্র হাসছে'...তারপর হঠাৎ থেমে গেলে কেন? তুমি কি সত্যিই মনে করলে এটা খুব সুন্দর, চিত্তাকর্ষক কথা হ'ল আর তাই তুমি থেমে গেলে? নিশ্চয়ই না। তুমি থেমে পড়লে কেন না তুমি নিজেই ভাবটা ধরতে পারনি চটপট। এ কেমন হল? সমুদ্র! সেটা কিনা সহসা হাসল। সমুদ্র কোনদিন হাসেও না—কাঁদেও না। সমুদ্র কল্ কল্ শব্দে

বয়—ঝপাং ঝপাং শব্দ করে সমুদ্রের ঢেউ তীরভূমিতে,—চক্ চক করে এর জল। টলষ্টয়ের বর্ণনা লক্ষ্য কর: সূর্য উঠে—পাখীরা গান গায়। কে ও কাঁদছে ও না—হাসছেও না আর সেইটা হ'ল সব চেয়ে বড় জিনিষ—অনাড়ম্বর—সাদাসিধে ভাব।

দীর্ঘকাল পরিশ্রম সহকারে গোর্কি আয়ত্ত করেন এই অতিশয় দুরূহ কলা,—রচনা শৈলীর অনাড়ম্বরত্ব। কিছুটা তিনি আয়ত্ত করলেন অন্যান্য লেখকদের কাছ থেকে—আর কিছুটা তিনি আয়ত্ত করলেন ভাষার যারা মহান্ স্রষ্টা সেই সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক টলষ্টয়, ফ্লবিয়ার, শেকভ, ডিকনস, লেসকভ প্রমুখ গোর্কির প্রিয় লেখকদের বই তিনি বার বার পড়লেন। এই সংগে তিনি মন দিয়ে শুনে শুনে অভ্যাস করতেন আশে পাশের মানুষদের সহজ, অমার্জিত কথা। এই সব মানুষদের কেউ মজুর, কেউ দোকানী কেউ সৈনিক—কেউ বা খালাসী, নট, রুটি-কারিগর, ছোকরা গায়েন অথবা নাবিক।

সেই উচ্চাঙ্গের শিল্প আয়ত্ত করতে সক্ষম হলেন গোর্কি সেইদিন যখন গোর্কি অনুধাবন করলেন যে সত্য, সৌন্দর্য, অনাড়ম্বের অবিভাজ্য যখন—অনাড়ম্বরত্ব আর সত্য সৌন্দর্য রূপে প্রতিভাত হ'ল গোর্কির কাছে।

মানুষ, নদী, বাড়ি, আকাশ, বনের ছবি তিনি আঁকতে শিখলেন এমন পরিষ্কার ভাষায় যেন সে সব ছবি পাঠকদের মনে গাথা হ'ল মূল্যবান পাথরের মূর্তির মত।

গোর্কির পরিণত বয়সের রচনা থেকে দৃশ্য বর্ণনার একটু নমুনা এখানে দেওয়া হ'ল—

আমরা বসেছিলুম বাগানে—মুক্তার মত ফল ভরতি চেরী গাছের ছায়ায়। তখন ঠিক সন্ধ্যা; ভ্যাপসা গরমে ঝড়ের আবির্ভাব সূচনা

করছিল। পাতলা ধূসর মেঘ আকাশের বুকে ভাস্‌ছিল যেন সাদা ঢেউ। আকাশের রঙটা তখন ঠিক ঘাটা দুধের মত। বাগানের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল সেই সব মেঘের ছায়া। আশ্চর্যের বিষয় গাছের পাতা একটাও নড়ছিল না।

বড় লেখকের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গোর্কি পারিপার্শ্বিক থেকে সৌন্দর্যের বস্তুগুলো বাছাই করতে আর স্মৃতির মণি-কোঠায় জমা করতে শিখলেন।

গোর্কির ছিল অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি। ছোট শিশু যখন গোর্কি তখনই তাঁর স্মৃতিশক্তি দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হ'ত সবাই। তাঁর ঠাকুর্দা বল্‌তেন হাতীর মত বিরাট গোর্কির স্মৃতিশক্তি। গোর্কির বন্ধু ইয়েভনিরর্ভ নামক স্কুলের ছাত্রের হাতে তিনি একবার একখানা অষ্ট্রেলিয়ার মানচিত্র দেখতে পান। গোর্কি মানচিত্রখানা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ দেখলেন। পরের দিনের মধ্যেই মানচিত্রে অঙ্কিত অষ্ট্রেলিয়ার দ্বীপ, নদী, পাহাড় আর শহরের নাম মুখস্থ হয়ে গেল গোর্কির।

গোর্কি যখন লেখক হলেন তাঁর স্মৃতিশক্তির পটে অষ্ট্রেলিয়ার মানচিত্র ভেসে উঠেনি—ভেসে উঠল রাশিয়ার মানচিত্র—ভল্গার দুটি ধারের সংখ্যাতীত শহরের আর ক্রিমিয়া ও ককেশাসের পাহাড়িয়া অঞ্চলের মানুষদের জীবনধারার ছবি—দয়াহীন অন্যায়ের অকথিত দুর্দশার ছবি ঃ

"নীচতলা" নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থাপনা যখন হচ্ছিল 'আর্ট থিয়েটার'-এ তখন বাউণ্ডুলেদের আড্ডাবাড়ীর একখানা ফটোর প্রয়োজন হ'ল মঞ্চ-পরিচালক ও সজ্জাশিল্পীর। গোর্কিকে তখন তাদের বুঝিয়ে দিতে হয়েছিল যে বৈদ্যুতিক আলোয় তার ফটো নিতে হয়, কেন না সূর্যের আলো সেখানে কোনদিন প্রবেশ করে না।

অন্ধকার, কষ্টকর জীবনের চিত্র সাধারণতঃ যাহা ক্যামেরায় তোলা যায় না গোর্কি তাহাই প্রথম করলেন সাহিত্যভাত। ইঁদুরের মত

বসবাসে অভ্যস্ত গোর্কির সর্বহারাদের জীবন ভীতিপ্রদ কিন্তু ততোধিক ভীতিপ্রদ ছিল গোর্কির চাষাভুষোর জীবন।

বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য গোর্কি পারিতোষিক পান একখানা বাইবেল—ক্রিলভের একখানা গল্পের বই আর একখানা সার্টিফিকেট। পঞ্চাশ কোপেকে গোর্কি বইগুলো বিক্রী করে ফেললেন একটা বই এর দোকানে—কেন না তাঁর ঠাকুরমা তখন রোগশয্যায় অথচ হাতে নেই একটা কাণাকড়িও।

সার্টিফিকিটের উপর তিনি লিখলেন—

কুনাভিনো* থেকে আগত আমাদের শূকর ছানা।

গোর্কির বয়স তখন মাত্র দশ বৎসর। সেই বয়সে গোর্কি প্রত্যক্ষ করেছেন কুনাভিনোর বাসিন্দা এই দরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শূকরের মত কী নোংরাই না জীবন।

গোর্কির অধিকাংশ গল্প, উপন্যাস ও নাটক এই শ্রেণীর রচনা—নোংরা জীবন নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করলেন তিনি। কেবলমাত্র কুনাভিনোর জীবনধারা সেদিন নোংরা ছিল না। সব জায়গারই দশা ছিল এমন।

নোংরা, দুঃখভরা জীবন নিয়ে শুধু গোর্কির সাহিত্য পড়ে থাকেনি। অল্পবয়স যখন তাঁর…বানানের ব্যাপারে যখন তিনি আনাড়ি সেই সময়ই সাহিত্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় অভিমত ছিল। একবার কাজানে সেক্সপীয়ার সম্বন্ধীয় এক বক্তৃতা সভায় গোর্কি উপস্থিত ছিলেন। ছন্দময়, উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন বক্তা,—আত্মার শান্তিই সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য।

রুটি-কারিগর পেশকভ সেদিন সে বক্তার কথাটা মান্‌লেন না। তিনি তাঁর ডায়েরীতে কথাটা লিখে তাঁর পাশে বসালেন নিজের

---

* কুনাভিনো নিঝনি নভগোরদের শহরতলী…
এখানকার বাসিন্দা গরীব নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক।

অভিমত—একদম বাজে কথা! তিনি জানতেন—সাহিত্যর উদ্দেশ্য মহান। সে উদ্দেশ্য আত্মার জাগৃতি—আত্মার শান্তি নয়···

লেখক হবার পর একজন নায়কের মুখ দিয়ে গোর্কি বললেন—মানুষের মাথার খুলিতে উকুন লেগে থাকা দরকার, যেন সে এক মিনিটও চুপ্ করে না বসে থাকে।

গোর্কির কথাগুলো মানুষের বিবেকে বিঁধল। উকুনের মত কিল্‌বিল করতে লাগল মাথার ভিতর। প্রাক্-বিপ্লব যুগে সাহিত্য-ক্ষেত্রে নবাগত গোর্কি নিঝনি নভগোরদে যখন বাস করতেন তখন তাঁর সাথে রোজ দেখা করতে আসতেন একজন লম্বা ভদ্রলোক—তাঁর গায়ে থাকত একটা কোট আর মাথায় থাকত একটা লম্বা টুপি।

পাড়ার ছোকরারা তাঁর এই পোশাক দেখে তাঁর উপর শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়ত। গোর্কির বাড়িতে যে সব পুলিশ গুপ্তচর নজর রাখত এই ভদ্রলোককে দেখলেই তারা বুঝতে পারত,—এখুনি গোর্কির বাড়ির সামনের রাস্তায় মানুষের ভীড় জমে যাবে বিখ্যাত চালিয়া-পিনের গান শুনবার জন্য।

কাজানে থাক্‌তেই গোর্কির বন্ধুত্ব হয়েছিল চালিয়াপিনের সঙ্গে। পেশকভ তখন রুটি-কারিগর আর চালিয়াপিন তখন মুচি—দু'জনায় সেদিন স্থানীর থিয়েটারের গায়ক-সম্প্রদায়ে একটা কাজের জন্য উমেদার হন।

গোর্কির কাজ হ'ল কিন্তু চালিয়াপিনের আবেদন গ্রাহ্য হ'ল না তাঁর মৃদু কণ্ঠ স্বরের জন্য।

গোর্কি আর চালিয়াপিন—একজন ভূতপূর্ব রুটি-কারিগর আর একজন ভূতপূর্ব মুচি। দুজনাই একদিন বিশ্ববিখ্যাত হন কিন্তু পথ হ'ল দু'জনার আলাদা।

১৯০২ সালে চালিয়াপিনের সম্মান-সভাতে গোর্কি কাটা কাটা কথা বল্‌লেন—কথাগুলো যেন তীব্র কশাঘাত :

প্রতিভাবান গায়ক আপনি কিন্তু আপনার গান নষ্ট হচ্ছে জ্যামোস্কভোরেচিয়ে সওদাগর বধূদের সুসজ্জিত বৈঠকখানায়। ভাগ্যহীন নিপীড়িতদের অন্তর উজ্জীবিত করুন। তাতেই আপনার মহত্বের সার্থকতা।

চালিয়াপিন উপদেশ গ্রহণ করলেন না। সওদাগর বধূদের সুসজ্জিত বৈঠকখানায় যখন বিপ্লবের ঢেউ উপচে পড়ল তখন তিনি দেশত্যাগী হলেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর জন্ম কিন্তু সেদিন তাদের পক্ষ ত্যাগ করলেন বিশ্বাসঘাতকের মত।

গোর্কি গান রচনা করলেন এই সাধারণ মানুষদের জন্য। পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লব সেদিন যখন এই মানুষদের মাঝে সংঘটিত হচ্ছিল আর নতুন সমাজ ব্যবস্থার পত্তনের আয়োজন হচ্ছিল তখন গোর্কি তাঁর দেশের মানুষদের জন্য শুধু গান রচনা করে ক্ষান্ত হননি, সংগ্রামের শক্তি দিলেন—সংগঠনের প্রেরণা জোগালেন আর সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষিত মানুষ এই গোর্কি জাতির জন্য উন্মুক্ত করলেন তাঁর শিক্ষার ভাণ্ডার।

গোর্কির জীবনের শেষ দশ বছরের জীবন-চরিত শুধুমাত্র লেখক গোর্কির জীবন আলেখ্য নয়,—পরন্তু সে জীবন আলেখ্য সোভিয়েট ইউনিয়নের একজন মহাপুরুষের জীবন-আলেখ্য—ইউ এন. এস. আরের শিক্ষিত সমাজের একজন কর্ণধারের জীবন-আলেখ্য—সংস্কৃতির জন্য সংগ্রামী মানুষের জীবন-আলেখ্য—বিপ্লবীর জীবন-আলেখ্য—যিনি মানবাত্মার মুক্তির জন্য প্রতিভাবান শ্রেষ্ঠ মানুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সাধনায় রত ছিলেন।

মহাপুরুষের জীবন ও সংগ্রাম ভবিষ্যতের পানে নিবদ্ধ,—বেশীর ভাগ মহামানবদের মধ্যে তাই আমরা দেখি ভবিষ্যৎ বংশধর শিশুদের উপর মমতা। গোর্কির জীবন ভরা ছিল শিশুদের প্রতি গভীর ও বিপুল ভালবাসা। ছেলেদের কাছে গোর্কির লেখা দুটো চিঠিতে আমরা তার প্রমাণ পাই। একখানা চিঠি লেখা হয়েছিল অনেক আগে—

বিপ্লবের আগে। এই চিঠির বক্তব্য ছিল 'ইয়াট' অক্ষরটা সম্বন্ধে। রাশিয়ার বর্ণমালায় এই অক্ষরটার উচ্চারণ ঠিক স্বরবর্ণ 'ই'র মত। স্কুলের ছেলেরা এই দুটো অক্ষর নিয়ে বিশেষ গোলমালে পড়ত। বিপ্লবের পর এই অক্ষরটাকে তুলে দেওয়া হয়।

চিঠিটা ক্যাপ্রিতে থাকার সময় বাকুর কিণ্ডারগার্ডেন স্কুলের আমুদে ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশ্য করে লেখা। চিঠিখানা ছিল এই রকম—

তোমাদের চিঠি পড়ে আমায় এমন প্রাণভরে হাস্‌তে হয়েছিল যে আমার আমোদের কারণটা জানবার জন্য জল থেকে মাছগুলো মাথা তুলে দেখতে লাগল। আমি তাদের বুঝিয়ে দিলুম যে অপর এক সাগরপারের এই সব ছেলে-মেয়েরা ভারী সুন্দর মানুষ কিন্তু তারা এখনও বড় ছোট। যখন তারা বড় হবে তখন তারা হবে আরও সুন্দর। মনটা আমার তাই এত বেশী খুশী হয়ে পড়েছে। এই চিঠিখানা টাইপরাইটারে লিখলুম, কেন, না তোমরা আর বল্‌তে পারবে না···আমার হাতের লেখা খারাপ—আর তার জন্য তোমরা আমার চিঠির একবর্ণও বুঝতে পারনি। আর তোমরাই বা কী লেখো? দাঁড়াও···তোমাদের লেখা থেকে ক'টা অক্ষর বেছে বেছে রাখছি। আজ থেকে কুড়ি বছর পর এই অক্ষরগুলো আমি তোমাদের দেখাবো। তোমরা তখন দেখবে কি সব অদ্ভুত জিনিষ তোমরা লিখতে একদিন।

ধর,—টারটেল? লেসি? ডাজেন? স্‌পেলট্যাকল? এসব কথাগুলো কী?

তোমাদের মত রাশিয়ার ভাষা নিয়ে কেও ছেলেখেলা করে না। আমিও করি না।

আমার দুর্বলতা শুধু 'ই' অক্ষরটা নিয়ে। এই অক্ষরটা আমার বড় গোলমালে ফেলে। যখন আমায় এই অক্ষরটা ব্যবহার করতে হয় তখন মনে হয় আমার বয়স চল্লিশ নয়—চার মাত্র। পি (পাঁচ), পড়নি (উত্তোলন করা), পনি (বুঝতে পারা) লিখ্‌তে গেলেও

আমার 'ই' অক্ষর নিয়ে বিব্রত হতে হয়,—আমি 'পি' না লিখে লিখি 'পে'।

প্রিয় খোকা-খুকি, তোমাদের দেখতে আমার কী ইচ্ছাটা না হয়! তোমাদের সাথে খেলা করতে পারলে কেমন মজা হ'ত,—কেমন ভাল ভাল গল্প বলতুম তোমাদের। এখন আর আমি মোটেই ছোট নই,… ; তোমাদের আমি হলফ্ করে বলতে পারি—বোকা আমি মোটেই নই। উনানের নলের মধ্যে হয়ত গরম কয়লা দিলে কিন্তু জল ঢাল্‌তে ভুলে গেলে তখন স্যামোভারে কি রকম হয় তা আমি বলে দিতে পারি ঠিক ঠিক। তোমাদের আর একটা জিনিষ দেখাতে পারি—বোকা, কুঁড়ে মাছগুলো কেমন টোপ গিলে। আরও অনেক মজার খেলা দেখতে পারবো। তোমাদের মত ছেলে-মেয়েদের সাথে খেলা করতে আমার বেশ ভাল লাগে। এ আমার অনেক কালের অভ্যাস। আমার বয়স যখন দশ বছর তখন আমার ছোট ভাইটাকে আমায় রাখতে হত। একদিন সে মরে গেল। তারপর আমায় আরও দু'জন ছেলেকে রাখতে হয়েছিল।

এরপর আমার বয়স কুড়ি হ'ল। আমি তখন পাড়ার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে বার হতুম রোজ। রোববারে আর সারাদিন সকাল থেকে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরতুম। ভারী চমৎকার লাগত'… বুঝলে তোমরা। চার বছর থেকে দশ বছরের ছোট ছোট প্রায় ষাটটা ছেলেমেয়ে দলে হত। আমরা ঘুরে বেড়াতুম বনের ভিতর ভোর চারটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। এমন শ্রান্ত হয়ে পড়ত তারা প্রায়-ই যে, তাদের ঘরে ফেরা হত দায়ঃ এ রকম অবস্থার জন্য আমি সব সময় তৈরী থাকতুম।

কাঁধে বাঁধবার চামড়ার ফিতে লাগানো একটা চেয়ার থাকত আমার সাথে। যে সব পরিশ্রান্ত ছেলেমেয়েরা হাঁটতে পারত না তাদের আমি চেয়ারটায় তুলে নিতুম…মাঠ ঘাট পার হয়ে তাদের পৌঁছে দিতুম ঘরে। বেশ চমৎকার লাগত আমার।

দ্বিতীয় চিঠিখানা ইরখুট্‌স্‌কে গোর্কির নামে স্থাপিত একটা স্কুলের ছেলেদের উদ্দেশ্যে পরবর্তী কালে লেখা। চিঠিখানা ছিল এই রকম—

"কমরেড বেসভের সাথে দেখা হল। তাঁর কাছে শুনলুম পূর্ব সাইবেরিয়াতে ভাল ভাল স্কুল হচ্চে। শুনলুম তোমরা নাকি খুব উন্নতি করছ। তোমাদের দলে অনেক ভাল ভাল ছেলেমেয়ে আছে দেখছি।

সব চেয়ে খুশী হলুম যখন শুনলুম তোমরা নাকি খুব খাটছ,। এই ত' দরকার, ভাই। বিজ্ঞানের উপর তোমাদের শ্রদ্ধা থাকা চাই—কেন না এর মত বলিষ্ঠ, সফল হাতিয়ার আর নেই। আমাদের যুগে মজুররা নিরক্ষরতা ও বুদ্ধিহীনতার দরুণ অনেক কষ্ট পেয়েছে তোমাদের পূর্বপুরুষরা তোমাদের জন্য বিজ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে গেছেন। এই বিজ্ঞানের উন্নতি নির্ভর করছে তোমাদের উপর। বিজ্ঞানের সাহায্যে রাশিয়ার বর্তমান অধিকর্তা সর্বহারারা কি আশ্চর্যজনক সব কাজ করতে পারে সাহসিক প্রচেষ্টার আঠারটা বছরের কার্যকলাপ তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আমাদের দরকার হাজার হাজার ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, গায়ক, অভিনেতা, কবি, লেখক। এমনি সব লোক আমাদের দরকার যাঁরা পৃথিবীর বুকের গোপন রত্ন সমূহের আবিষ্কারে আর উন্নতি বিধানে সকল শক্তি নিয়োগ করবেন। আমাদের দেশে পরগাছার ঠাঁই হবে না, কারণ তারা মানুষের স্বাস্থ্যকে বিপন্ন করে, কোন আগাছার-ও ঠাঁই নেই—কারণ তারা সব ফসল আর চারা নষ্ট করে ফেলে। আমাদের সমস্ত মাঠ আমরা চাষ করব···ফলফুলের বাগান করব। জল নিষ্কাশন করে বিলকে আমরা করব ডাঙা। মরুভূমিতে জল সেচন করব, খাল কাটব, মরা নদীর পাঁক তুলব, হাজার হাজার মাইল পথ তৈরী করব আর বড় বড় বন সাফ্ করব।

পঙ্গপাল আমাদের ফসল নষ্ট করে; আমরা একটা পঙ্গপালও

দেশে রাখব না। মশাতে ম্যালেরিয়া হয়…মাছি নানান্ রোগ ছড়ায় ; মশা আর মাছি আমরা দূর করব দেশ থেকে। গরু বাছুরের ভিতর রোগ ছড়ায় যে সব পোকামাকড় তার একটাও রাখব না আর। ইঁদুর ছুঁচো হাজার হাজার রুবলের মাল নষ্ট করে,—এদেরও তাড়াব আমরা। এই সব আমাদের এখনকার কাজ।…এ ছাড়া আরও কাজ আছে—আরও আনন্দময় কাজ…সত্যিকার সভ্যতা সম্পন্ন প্রথম সমাজতান্ত্রিক এই দেশের সংগঠনের কাজ। এ সব কাজ তোমাদের কাজ। এর জন্য দরকার বিজ্ঞানে প্রচুর জ্ঞান।"

*   *   *

—ভবিষ্যৎতে বর্তমানে পরিণত করার—স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার আনন্দময় কাজ সর্বহারা সাহিত্যের মহান্ লেখকের ছিল জীবন ; এরই জন্য তিনি ধরেছিলেন লেখনী…নেমেছিলেন সংগ্রামে…

রাশিয়ার ভবিষ্যৎ মানুষদের কাছে লেখা এই কথা কটার সাথে ম্যাক্সিম গোর্কি'র জীবন-চরিত হ'ল সাঙ্গ।
